গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

(শ্রৌতপন্থী গৌড়ীয়বৈষ্ণবের মূলধন-সম্পূট)

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত-চিদ্‌বিলাস
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত
শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর-সঙ্কলিত

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের ভূতপূর্ব সভাপতি-আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রকাশক ঃ —
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

ষষ্ঠ-সংস্করণ
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা বাসর
২৭ জুন, ২০০৬ খৃষ্টাব্দ

মুদ্রাকরঃ —
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্ত্যর্ঘ্য

পরমারাধ্য-পরমাভীষ্টদেব

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীচিদ্বিলাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী- গোস্বামী-ঠাকুর-

শ্রীশ্রীকরকমলেষু—

পরমার্চ্চনীয় প্রভুপাদ,

আপনি সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—কীর্ত্তনাখ্যভক্তি, ইহা আপনার কৃপায় আমার ন্যায় হরিবিমুখ ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ আপনি। ভবদাবদগ্ধ জীবকূলকে অনুক্ষণ হরিকথা-শান্তিসলিলসেচনে সুস্নিগ্ধ করিবার জন্যই এই প্রপঞ্চে সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব। আপনি 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ'-কীর্ত্তন-বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাশ্রয়; আপনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বাস্তবসত্য।

আপনার শ্রীমুখে অনুক্ষণ বীর্য্যবতী-দীপ্তিমতী সিদ্ধান্ত-সুধা-সরিৎ প্রবাহিতা। আপনি অপার-অতল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নাকর। তাহাতে অবগাহন-সামর্থ্য মাদৃশ ক্ষুদ্রজীবের নাই। তবে আপনি আপনার স্বভাবসুলভ বদান্যতাক্রমে যে সকল রত্ন বেলাভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী মাত্র আহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনার শ্রীমুখবিগলিত-হরিকথামৃত-তরঙ্গিণী শ্রৌতবাণী শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে প্রবাহিতা। তাহা হইতেই আমি অষ্টাদশটী রত্নগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া আপনার কৃপাসম্বর্দ্ধিত সতীর্থগণের সাহায্যে এই 'কণ্ঠহার' রচনা করিয়াছি।

হে স্বরূপদামোদরানুগবর! হে গৌড়ীয়বর্য্য! এই 'কণ্ঠহার' আপনার প্রীতি আকর্ষণ করিলেই বুঝিব যে, ইহা গৌড়ীয়গণের কণ্ঠভূষণের যোগ্য হইয়াছে। এই 'কণ্ঠহার' আপনার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি—আপনার বস্তুই আপনার করে 'ভক্ত্যর্ঘ'-রূপে অর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। আপনার করপল্লবস্পর্শ-প্রসাদোদ্ভাসিত রত্নহারের দ্যুতি মাদৃশ বদ্ধজীবের অবিদ্যা-অন্ধকার বিদূরিত করিবে, সন্দেহ নাই।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ! আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমার একটী আশাবন্ধ আছে যে, আপনার শ্রীকরকমলে যে বস্তু সমর্পিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রীহরিকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। আশা করি, আপনার শ্রীকরকমলস্থ রত্নমালা কৃষ্ণপাদপঙ্কজান্ত নীরাজন করিয়া

গৌড়ীয়গণের কণ্ঠ শোভাবর্ধন করিবে। গৌড়ীয়গণ সেই প্রসাদ নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করিয়া আমার প্রতি যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন, তাহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন্, আপনার প্রসাদেই ভগবানের প্রসাদ। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই আমার সাধ্য-সাধন হউক্। আপনি জয়যুক্ত হউন্।

ভবদীয় চরণসেবাভিখারী
অযোগ্য-দাসাভাস
শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসর,
শ্রীগৌরাব্দ ৪৪০,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা।

শুদ্ধভাগবতবর—

শ্রীমদ্ অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী

ভক্তিগুণাকরেষু—

স্নেহবিগ্রহ,

আপনার গুম্ফিত 'কণ্ঠহার' পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। তবে গৌড়ীয়ের কণ্ঠহার নিষ্কপট-গৌড়ীয়-শুদ্ধভক্ত গুরুবর্গের গলায় পরাইয়া দিয়া আমি যে হরিজনসেবার অধিকার পাইব, তাহা আপনি সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকে গৌণী বিদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া হরিসেবার পরিবর্ত্তে ভগবান্‌কে 'ভোগের বস্তু' মনে করেন, তাঁহারাও এই 'হার' কণ্ঠে ধারণ করিলে তাঁহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান হইবে এবং আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের সহ বিদ্বেষ করিতে বিরত হইতে পারেন, মনে হয়।

শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃতলীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চমার্জ্জনসেবার উপকরণরূপ-শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

পতিতপাবন-নিত্যদাস নিরাশীর্নির্ণমন্ত্রিয়
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীরাধাবির্ভাব-বাসর,
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪০।

সূত্র

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন—

"সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।।"

'গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে' এই বাক্যের সার্থকতা সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত অন্যকথা কীর্ত্তন করেন না, 'শাস্ত্র' শ্রীগুরুমুখ ব্যতীত অন্যত্র কীর্ত্তিত হন না। শ্রীগুরুদেব 'সাধু' বা পূর্ব্ব মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্ত্তন ব্যতীত অন্য বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন না। সাধু-গুরুর আচরণই—শাস্ত্র, সাধুগুরুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণীই—শাস্ত্র; 'শাস্ত্রই'—'সাধু', 'শাস্ত্রই'—'গুরু', 'সাধুই'—'শাস্ত্র' বা 'ভাগবত', 'গুরুই'—'শাস্ত্র' বা আদর্শ মূর্ত্ত-ভাগবত। সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য একসূত্রে গাঁথা, পরস্পরে এক মহান্ ঐকতান্। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহযোগে এই 'ঐক্য' আত্মার সেবোন্মুখবৃত্তিতে উপলব্ধির বিষয় হয়; 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার'-গ্রন্থে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে'র যাবতীয় সিদ্ধান্ত সাধু বা মহাজনগণের আচার-সম্মত—শাস্ত্র-সম্মত—গুরু বা আচার্য্যানুমোদিত শ্রৌত-বিচার।

এই 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' এইরূপ একটী ঐকতানের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। অষ্টাদশটী ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন এবং তন্মধ্যে একটী দোলক ও মধ্যমণি লইয়া—এই কণ্ঠহারটি রচিত। রত্নসমূহ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-পর্য্যায়ে গুম্ফিত এবং স্থান-নির্দ্দেশ ও ভাষানুবাদসহ গ্রথিত। গৌড়ীয়গণ এই কণ্ঠহার তাঁহাদের কণ্ঠের ভূষণ করিয়া নিত্যকাল প্রেমামৃত আস্বাদন করুন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

সম্পাদকের নিবেদন

পরমার্থানুশীলন ব্যতীত মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নাই। সাত্বতশাস্ত্রতাৎপর্যই পরমার্থ-রত্ন। শাস্ত্র-মহাসিন্ধু হইতে তাৎপর্য-রত্ন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। শাস্ত্রানুশীলনে সময়-প্রদানের সুযোগই বা কয়জনের আছে? যাঁহারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত, তাঁহাদেরও এই যুগে আর্থিক-অসচ্ছলতা-নিবন্ধন শাস্ত্রে গভীরভাবে মনোনিবেশের অবকাশ নাই। যাঁহারা তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র-সিন্ধুতে নিমগ্ন থাকিতে যত্নপর, তাঁহারাও, তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন হইলেও যদি শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত ও শুদ্ধভক্তিবিচারসম্পন্ন না হ'ন, তাহা হইলে তাৎপর্য-রত্নলাভে সমর্থ হইবেন না। কারণ সাত্বতশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ভগবত্তত্ত্ব অধোক্ষজ —ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত; তজ্জন্য মহাজনোক্তি—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রসমূহের ভাষ্য, মহাভারতার্থ-বিনির্ণয়, গায়ত্রী-মন্ত্র-

স্বরূপ ও বেদার্থ-পরিপুষ্ট। অতএব মহাজন-বাক্য---'বিদ্যা ভাগবতাবধি।' আবার ভাগবতানুশীলন-সম্বন্ধে মহাজন-নির্দেশ--

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ৫।১৩১)

"বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ১৩।১১৩)

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-জীবাদি গোস্বামিবর্গ-প্রকটিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার লুপ্তগৌরব-উদ্ধারকর্ত্তা, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ প্রভুপাদ অষ্টোত্তরশত-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ-কৃষ্ণপঞ্চমী হইতে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণচতুর্থী পর্য্যন্ত ৬২ বৎসর ১০ মাসকাল ইহ জগতে প্রকট থাকিয়া বহুবিধ অভিনব উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবীতে পরমার্থ-রত্ন বিতরণ করিয়াছেন। পরমার্থ-প্রচারে এই প্রকার প্রচেষ্টা আর কখনও হয় নাই, ইহা একবাক্যে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাঁহার কীর্ত্তিত হরিকথাশাস্ত্র-সিন্ধু-মন্থনোত্থিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত এবং তাহাই বিবদমান মৃতপ্রায় বিশ্বের সঞ্জীবনী-সুধা। আমাদের শ্রদ্ধেয় সতীর্থ শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয়দাস অধিকারী ভক্তিগুণাকর মহোদয় প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ শ্রীল প্রভুপাদের চরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার বিশ্রম্ভ সেবক-সূত্রে যে সকল পরমার্থ-সিদ্ধান্তরত্ন সংগ্রহ করিয়া এই 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদেরই আর্শীর্ব্বাদ-রূপে কণ্ঠে ধারণ করিলে আমাদের জীবন ধন্য হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট-লীলা সংগোপন করিলেও গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ-প্রকাশে নিশ্চয়ই অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিত্যলোক হইতে আমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার পাদপদ্মই আমাদের সম্পদ--আমাদের ভজন পূজন। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে--৪৪০ শ্রীগৌরাব্দের শ্রীরাধাষ্টমী বাসরে। গ্রন্থসঙ্কলক শ্রীপাদ ভক্তিগুণাকর প্রভুও আজ ইহলোকে নাই; কিন্তু এই গ্রন্থরাজ তাঁহার অমর স্মৃতিরূপে বিদ্যমান,--"কীর্ত্তি-র্যস্য স জীবতি।" তিনি সাধন-জগতের যে কল্যাণ-বিধান করিয়াছেন তাহা ভাষায় প্রকাশ সম্ভবপর নহে।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর।
২০ গোবিন্দ, ৪৭৪ গৌরাব্দ।
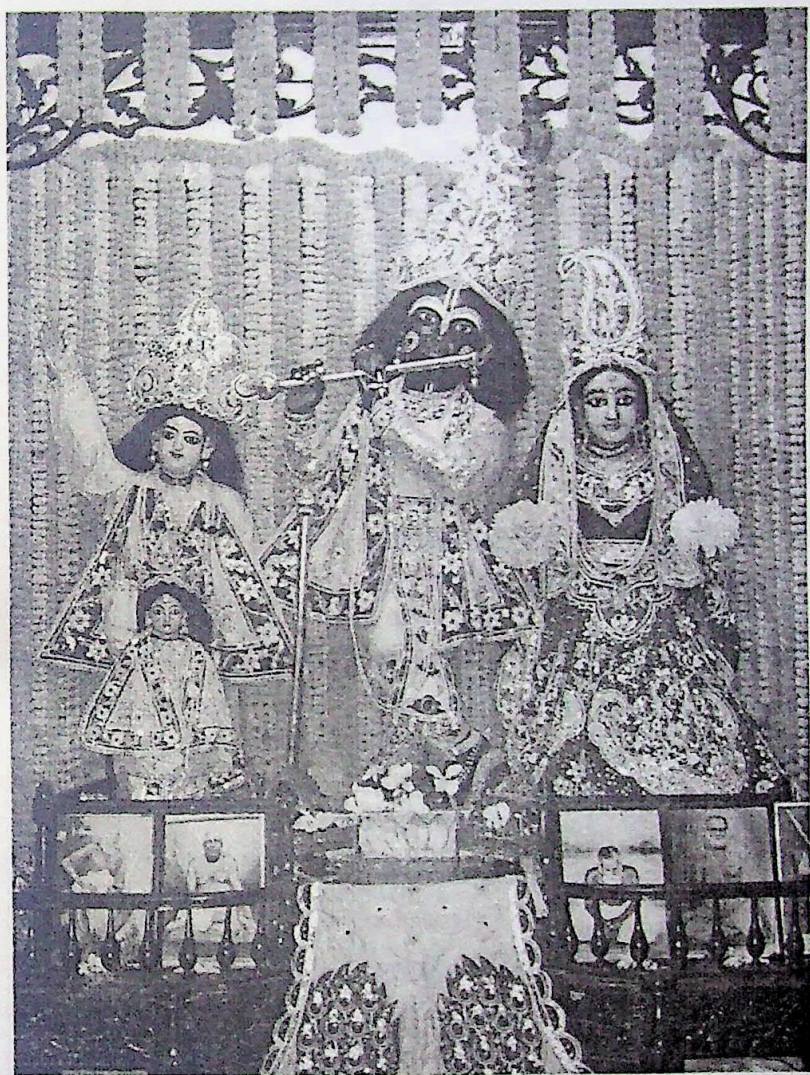
আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণ

রত্ন-সূচী

দোলক

মধ্যমণি

শ্লোক-সূচী

(প্রত্যেক শ্লোকাংশের পরে যথাক্রমে রত্নসংখ্যা, রত্নের শ্লোক-সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।)

অ

শ্লোক-সূচী

প

বাংলা-পদ্য-সূচী

অ

বিষয়-সূচী

(বড় অক্ষরে রত্ন; বামপার্শ্বে রত্ন-সংখ্যা, দক্ষিণপার্শ্বে পৃষ্ঠা-সংখ্যা)

দোলক

প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা

'গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে' নিম্নলিখিত গ্রন্থরাজির প্রমানসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে—

১। অগ্নিপুরাণ, ২। অত্রিসংহিতা, ৩। অনন্ত-সংহিতা, ৪। আগম, প্রামাণ্যম্ (শ্রীযামুনাচার্য্য) ৫। আদিপুরাণ, ৬। আলবন্দারুস্তোত্রম্, ৭। ঈশোপনিষৎ , ৮। উজ্জ্বল-নীলমণি, ৯। উপদেশামৃত, ১০। উপপুরাণ, ১১। ঋগ্বেদ, ১২। একাদশী-তত্ত্ব, ১৩। কঠোপনিষৎ , ১৪। কলিসন্তরণোপনিষৎ , ১৫। কাত্যায়নসংহিতা, ১৬। কূল্লুকভট্টটীকা (মনুসংহিতা), ১৭। কূর্ম্মপুরাণ, ১৮। কৃষ্ণকর্ণামৃত, ১৯। কৃষ্ণামৃতমহার্ণব (মধ্বমুনি), ২০। ক্রমসন্দর্ভ-টীকা, ২১। গরুড়-পুরাণ, ২২। গীতগোবিন্দ, ২৩। গীতা, ২৪। গীতাবলী (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর), ২৫। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২৬। চতুর্ব্বেদ-শিখা, ২৭। চৈতন্যচন্দ্রামৃত, ২৮। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, ২৯। চৈতন্যচরিতামৃত, ৩০। চৈতন্যভাগবত, ৩১। চৈতন্যমঙ্গল, ৩২। ছান্দোগ্যোপনিষৎ , ৩৩। জাবালোপনিষৎ , ৩৪। তত্ত্বমুক্তাবলী, ৩৫। তত্ত্বসন্দর্ভ,৩৬। তত্ত্বসাগর, ৩৭। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ , ৩৮। দশমূলশিক্ষা, ৩৯। দশশ্লোকী (নিম্বার্ক), ৪০। দিগ্‌দর্শিনী-টীকা (শ্রীসনাতন গোস্বামী), ৪১। দুর্গমসঙ্গমনী, ৪২। নারদ-পঞ্চরাত্র, ৪৩। নারদসূত্র, ৪৪। নারদীয়-পুরাণ, ৪৫। নীলকণ্ঠ-টীকা (মহাভারত), ৪৬। পদ্মপুরাণ, ৪৭। পদ্যাবলী, ৪৮। পরম-সংহিতা, ৪৯। পরমহংসোপনিষৎ , ৫০। পরমাত্মসন্দর্ভ, ৫১। প্রমেয়-রত্নাবলী, ৫২। প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্র, ৫৩। প্রার্থনা (শ্রীনরোত্তম ঠাকুর), ৫৪। প্রেমবিবর্ত, ৫৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৫৬। বজ্রসূচিকোপনিষৎ , ৫৭। বরাহপুরাণ, ৫৮। বায়ুপুরাণ, ৫৯। বাসনাভাষ্য, ৬০। বিদগ্ধমাধব, ৬১। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি (শ্রীদাস গোস্বামী), ৬২। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর , ৬৩। বিষ্ণুপুরাণ, ৬৪। বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়, ৬৫। বিষ্ণুযামল, ৬৬। বিষ্ণুরহস্য, ৬৭। বিষ্ণুস্মৃতি, ৬৮। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ , ৬৯। বৃহদ্ভাগবতামৃত, ৭০। বেদান্তসার (সদানন্দ যোগীন্দ্র), ৭১। বৈষ্ণব-চিন্তামণি, ৭২। বৈষ্ণব-তন্ত্র, ৭৩। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, ৭৪। ব্রহ্মসংহিতা, ৭৫। ব্রহ্মসংহিতা-টীকা (শ্রীজীব), ৭৬। ব্রহ্মসূত্র, ৭৭। ব্রহ্মোপনিষৎ , ৭৮। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ৭৯। ভক্তিসন্দর্ভ, ৮০। ভগবৎ-সন্দর্ভ, ৮১। ভরদ্বাজ-সংহিতা, ৮২। ভাবার্থদীপিকা, ৮৩। মৎস্যপুরাণ, ৮৪। মধ্বভাষ্য, ৮৫। মনঃশিক্ষা (দাস গোস্বামী), ৮৬। মনুসংহিতা, ৮৭। মহাজন-কারিকা, ৮৮। মহাজন-গীতি, ৮৯। মহাভারত, ৯০। মাঠর-শ্রুতি, ৯১। মুকুন্দমালাস্তোত্র (কুলশেখর), ৯২। মুক্তিকোপনিষৎ , ৯৩। মুণ্ডকোপনিষৎ , ৯৪। লঘুভাগবতামৃত, ৯৫। শরণাগতি (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ), ৯৬। শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রম্, ৯৭। শিক্ষাষ্টক, ৯৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ , ৯৯। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা, ১০১। সর্বসম্বাদিনী, ১০২। সাত্বত-তন্ত্র, ১০৩। সাত্বত-পুরাণ, ১০৪। সাত্বত-সংহিতা,

১০৫। সামসংহিতা, ১০৬। সারার্থদর্শিনী টীকা, ১০৭। 'স্তবমালা-বিভূষণ'-ভাষ্য, ১১১। স্তবামৃতলহরী, ১১২। স্তোত্ররত্ন (যামুনাচার্য্য), ১১৩। স্বরূপগোস্বামি-কড়চা, ১১৪। হংসগীতা (মহাভারত), ১১৫। হরিনামচিন্তামণি, ১১৬। হরিবংশ, ১১৭। হরিভক্তিকল্পলতিকা, ১১৮। হরিভক্তিবিলাস, ১১৯। হরিভক্তিসুধোদয়, ১২০। হারীত-সংহিতা।

শাস্ত্রসিন্ধুত্থিতৈঃ রত্নৈঃ কণ্ঠহারো বিনির্মিতঃ।
স্মরণ-সম্পুটে নিত্যং রক্ষিতব্যঃ প্রযত্নতঃ।।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে দশ মূলতত্ত্ব

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্বিভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতাং তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ-গৌরচন্দ্রং ভজে তম্।।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

এই জগতে (১) আম্নায় অর্থাৎ সদ্গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদশাস্ত্র বলেন,—(২) শ্রীহরি পরম তত্ত্ব, (৩) শ্রীহরি সকল শক্তির আধার, (৪) শ্রীহরি রসসমুদ্র, (৫) জীবগণ শ্রীহরির বিভিন্নাংশ, (৬) {বহির্ম্মুখতাহেতু} জীবগণ মায়ার কবলে পতিত এবং (৭) ভাব বা রতির উদয়ে বদ্ধ জীবগণ মায়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবার যোগ্য; (৮) সকল বস্তুই যুগপৎ শ্রীহরির ভেদাভেদ-প্রকাশ, (৯) শুদ্ধভক্তিই সাধন এবং (১০) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই সাধ্য। এই সকল তত্ত্ব যে শ্রীহরি গৌরচন্দ্র শিক্ষা দেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

উক্ত দশটি মূলতত্ত্বের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ আম্নায় (নামান্তর শ্রুতি বা বেদ)—**প্রমাণ-তত্ত্ব**। (ভগবৎ-তত্ত্ব-বিচারে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণসমূহ আম্নায়-প্রমাণের অনুকূলে হইলেই গৃহীতব্য, নতুবা নহে।) অপর ৯টি **প্রমেয়-তত্ত্ব**।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

প্রথম রত্ন

গুরুতত্ত্ব

সদ্‌গুরুগ্রহণ বা শ্রৌতপন্থার আবশ্যকতা—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

সমিৎপাণিং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।১।। (মুণ্ডক ১।২।১২)

সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তিসহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি (মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তি) সমিধ-হস্তে (উপহার হস্তে) বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।।১।।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"।।২।। (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)

আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ গুরুভক্তিমান্ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।।২।।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।৩।। (কঠ ১।৩।১৪)

স্বয়ংবেদপুরুষ সাধুগণের সম্বন্ধে হিতোপদেশ বলিতেছেন,—হে সাধুগণ! নানাবিধ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া ভগবান্‌কে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসৃতি (সংসার) অতীব তীক্ষ্ণা অর্থাৎ বহুদুঃখকারিণী, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। দিব্যসূরিগণ সেই সংসারনিবর্তক ব্রহ্মকে অতিযত্নে প্রাপ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্‌গুরু পদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার তরণের আর উপায় নাই।।৩।।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।৪।। (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধাভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকট এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।। ৪।।

নায়মাত্মা প্রবচেনন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।৫।। (কঠ ১।২।২৩)

এই পরমাত্মবস্তুকে বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাজ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ-তনু প্রকটিত করেন।।৫।।

জননমরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিব।
উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ংব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।।৬।।
(সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত-বেদন্তসার ১১শ সংখ্যা-ধৃতবচন)

মস্তক জ্বলিয়া উঠিলে লোক যেমন জল সমীপে গমন করে, সেইরূপ জন্মমরণাদিসংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া শিষ্য উপহার হস্তে বেদ-বেদান্তপারগ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমন করেন এবং তাঁহার অনুগত হন।।৬।।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।।৭।। (শ্রী চৈঃ চঃ ম ২২।২৪)
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি দুঃখ।।৮।। (শ্রী চৈঃ চঃ ম ২০।১১৭)
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।।
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে।।
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র।।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।।৯।। (প্রেমবিবর্ত্ত)
(এইরূপ) ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।।১০।। (শ্রী চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১ ও ২২।২৫)

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।১১।।

(ভাবার্থদীপিকার মঙ্গলাচরণ শ্লোক)

যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারে, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি।।১২।।

চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুহে মিলে হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্যপ্রাচুর্য্য।।১২।। (শ্রী চৈঃ চঃ ম ২২।২৭০)

সদ্‌গুরু ও সচ্ছিষ্য দুর্ল্লভ—

শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃন্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।১৩।। (কঠ ১।২।৭)

সেই আত্মা অনেকেরই শ্রবণগোচর হন না, শ্রবণ করিয়াও অনেকেই তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না; কারণ, সেই আত্মার শিক্ষিত (তত্ত্ববিৎ) উপদেষ্টা দুর্ল্লভ, এবং অনুভবকারীও সুনিপুণ। কেননা সুনিপুণ আচার্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিরল কেহ কেহই মাত্র তাঁহাকে জ্ঞাত হন।।১৩।।

সদ্‌গুরু—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, কৃষ্ণৈকশরণ ও শান্ত—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।১৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।২১)

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ বেদাদি-শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি ভগবদ্ অনভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু।।১৪।।

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।।
সর্ব্বসংশয়-সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ।।১৫।।

(শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ১।৪৫-৪৬ শ্লোকধৃত বিষ্ণুস্মৃতি-বচন)

অপার কৃপাময়, সুসংপূর্ণ (অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই), সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তি সিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্ব্বসংশয়-

ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবানিষ্ঠ পুরুষই 'গুরু' বলিয়া কথিত হন।।১৫।।

তিনিই জগদ্‌গুরু—গোস্বামী—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।১৬।।

(শ্রীল-রূপগোস্বামীকৃত উপদেশামৃত ১ ম শ্লোক)

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী বেগ যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন (অর্থাৎ শিষ্য করিতে পারেন) অর্থাৎ তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী জগদ্‌গুরু।।১৬।।

শ্রীগুরু প্রাকৃত জাতিকুলের অন্তর্গত মর্ত্ত্যজীব নহেন—

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ।।১৭।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পাদ্মবচন)

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না; কিন্তু চণ্ডালকুলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য।।১৭।।

বৈষ্ণবই সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর গুরু—

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরুবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ।।১৮।। (পদ্মপুরাণ)

বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রোকূলোদ্ভুত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন—ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকূলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কূলোদ্ভূত ব্যক্তির শ্রীগুরুদেব।।১৮।।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।।১৯।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ৮।১২৭)

কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ।।
আসল কথা ছাড়ি' ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্‌গুরু করি' তা'র বিনষ্ট পূর্ব্বাপর।।২০।। (প্রেমবিবর্ত্ত)

সদ্‌গুরুই সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।২১।।
(শ্রীলদাসগোস্বামীকৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ৬ শ্লোক)

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।।২১।।

'আচার্য্য' কাহাকে বলে?—

উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।।২২।। (মনু ২।১৪০)

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্রবেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে 'আচার্য্য' নামে অভিহিত করেন।।২২।।

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ।।২৩।। (বায়ুপুরাণ)

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।।২৩।।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।২৪।। (গীতা ৩।২১)

শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্তী হয়।।২৪।।

আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার।।
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য।।২৫।।
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ৪।১০২-১০৩)

আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।।২৬।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ৩।২০)
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।।২৭।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ৩।২১)

শ্রীগুরু-শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।২৮।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—" হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।।"২৮।।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।।২৯।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি১।১)

দীক্ষা-শিক্ষাভেদে গুরুদ্বয়, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণ, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণ, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশতত্ত্ব-সকল, এবং শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণ—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।।২৯।।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস।।৩০।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ১।৩২)

গুরুতত্ত্ব—দীক্ষাগুরু—

যদ্যপি আমার গুরু— চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।।৩১।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ১।৪৪)

শিক্ষাগুরু—(ক) চৈত্ত্যগুরু, (খ) মহান্তগুরু—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।।৩২।।
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ।।৩৩।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ১।৪৫ ও ৪৭)

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে।।৩৪।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ১।৫৮)

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।।৩৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।৬)

উদ্ধব ভগবান্‌কে বলিতেছেন—হে ঈশ! তুমি অপার-কৃপা-বশতঃ দেহধারিজীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি (পাষদত্বপ্রাপ্তিলক্ষণা গতি) প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ। পণ্ডিতসকল ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুপ্রাপ্ত হইয়াও তোমার এতাদৃশ কালের কথা চিন্তা ও কীর্তন করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হন না।।৩৫।।

কৃষ্ণপ্রসাদে গুরু-কৃপা লাভ—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।

গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে।।৩৬।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।৪৭)

শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা—অভিন্ন শ্রীরূপপাদ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩৭।।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদ্যানুবাদ (৩৯ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।।৩৭।।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।৩৮।।

যিনি পৃথিবীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীল রূপগোস্বামী কবে আমাকে স্বীয় চরণসমীপে স্থান প্রদান করিবেন?।।৩৮।।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।।
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।।
চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।।৩৯।। (প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা)

শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণশক্তি—মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীশূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।।৪০।।

(শ্রীলদাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

হে মন! বেদে যাহা ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য, অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই করিও না। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিয়া ও গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রিয়তম জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর।।৪০।।

শ্রীগুরুদেব—গৌরশক্তি—গৌরপ্রিয়তম—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।

কিন্তু প্রভো র্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৪১।।

(শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত—গুর্ব্বষ্টক ৭ম শ্লোক)

সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি।।৪১।।

শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-

দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।।৪২।। (ভক্তিসন্দর্ভ ২১৬)

শাস্ত্রে যে যে স্থলে শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকে ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, শুদ্ধভক্তগণ সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়াই মনে করেন।।৪২।।

গুরুব্রুব-নিন্দা—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ

পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।

দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ

ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্।।৪৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৫।১৮)

ভক্তিপথের উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তিবিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা ' দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল 'দেবতা জীবের সংসারমোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজাগ্রহণ করা উচিৎ নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিৎ নহে।।৪৩।।

সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতামাতা।

শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।

কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়।।৪৪।। (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্য খণ্ড)

কেবল প্রাকৃত পাণ্ডিত্য থাকিলেই গুরু হওয়া যায় না—

শব্দব্রহ্মাণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।

শমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।।৪৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।১৮)

শব্দব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে পারঙ্গত হইয়াও যদি বেদতাৎপর্য্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন

না করে অর্থাৎ তত্ত্বভজন-পরায়ণ না হয়, তবে বৎসহীন গাভী রক্ষার ন্যায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে।।৪৫।।

কুলীন বা বেদাধ্যায়ী অবৈষ্ণব গুরু নহেন—

মহা-কুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।৪৬।। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।৪০)

মহাকূলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।।৪৬।।

পরিচর্য্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্নহি।।৪৭।। (বিষ্ণুস্মৃতি)

শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্য ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন।।৪৭।।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।

দুর্ল্লভঃ সদ্‌গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ।।৪৮।। (পুরাণ বাক্য)

হে দেবি, শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধনাপহারক বহু গুরু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপনাশক সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ।।৪৮।।

অসদ্ গুরু পরিত্যাগ করাই বিধি—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।।৪৯।। (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৯।২৫)

ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র-গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।।৪৯।।

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদ্ দীক্ষয়া।

তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ।।৫০।। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।৫)

স্নেহবশতঃ বা লোভবশথঃ যে গুরু দীক্ষাবিধি ব্যতিরেকে মন্ত্র দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি এইরূপভাবে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।।৫০।।

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।

তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।।৫১।। (হরিভক্তিবিলাস ১।১০১)

যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।।৫১।।

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষি গুরু পরিত্যাজ্য—

'বৈষ্ণববিদ্বেষি চেৎ পরিত্যাজ্য এব, 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ, তস্য

বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোদিষ্টেনে'তি বচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়ান্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ।" ৫২।। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা)

গুরু বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' শ্লোক স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই গুরুর বৈষ্ণবভাব না থাকায় ও অবৈষ্ণবতাহেতু তাঁহার গুরুত্ব থাকিতে পারে না জানিবে। ভক্ত তাদৃশ গুরুকে 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন' বচনের বিষয় জানিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। উক্তলক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্ত্তমানে তাদৃশ কোন এক মহাভাগবতের নিত্য সেবা করাই পরম শ্রেয়ঃ।।৫২।।

অযোগ্য লৌকিক গুরু পরিত্যাজ্য—

পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।।৫৩।।

(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।।৫৩।।

পুনরায় সদ্‌গুরুগ্রহণ আবশ্যক—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।।৫৪।। (হরিভক্তিবিলাস ৪।৩৬৬)

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।।৫৪।।

শিষ্যের কর্ত্তব্য কি ?——

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।৫৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।১৭)

এই নরদেহটি সকল প্রয়োজনের মূল, অতএব আদ্য; (ইহা সুদুর্লভ হইলেও বর্তমান সুলভ ভবসাগর পার হইবার) ইহাই পটুতর নৌকা এবং গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।।৫৫।।

গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে সর্ব্বেব বৃথা—

গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ।।৫৬।। (পদ্মপুরাণ)

যাহার শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি বর্তমান, সে ব্যক্তি নারকী।।৫৬।।

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।।৫৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৫।২৬)

দিব্যজ্ঞানদাতা সাক্ষাৎভগবৎস্বরূপ গুরুতে যাঁহার অসতী মর্ত্ত্য-সাধারণবুদ্ধি হয়, তাঁহার পক্ষে ভগবন্মন্ত্রাদি-গ্রহণ- ও শ্রবণ মননাদি সকলই হস্তি-স্নানের ন্যায় বৃথা।।৫৭।।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।৫৮।। (গীতাঃ ৪।৩৪)

(হে অর্জ্জুন!) তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবেন।।৫৮।।

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্।।৫৯।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।২৪)

সদ্‌গুরু-উপাসনারূপ ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা ধীর পুরুষ বিদ্যাকুঠারে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গ শরীর ছেদন করিয়া পরমাত্মসম্পত্তি লাভ করিবেন এবং পরে সেই সম্পত্তিলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞানকুঠারকেও পরিত্যাগ করিয়া পরাভক্তি লাভ করিবেন।।৫৯।।

শ্রীগুরুদেব অভিন্ন-নিত্যানন্দস্বরূপ—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে।।
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।৬০।। (চৈঃ ভাঃ ১।১৭।১৫২-৫৩)

নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্রসুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি।।৬১।।

(ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

আম্নায় কি?

আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তা বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ।।৬২।। (মহাজন-কারিকা)

বিশ্বকর্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যানাম্নী শ্রুতিসকলকে 'আম্নায়' বলা যায়।।৬২।।

শ্রুতিতে আম্নায়ের উল্লেখ—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।৬৩।। (মুণ্ডক ১।২।১)

বিশ্বকর্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।।৬৩।।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য—

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতীর্জীয়াৎ।

সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ।।৬৪।। (প্রমেয়-রত্নাবলী)

সুখময়ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসারসাগর-উত্তরণের তরণী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।।৬৪।।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরু-পরম্পরা—

(সংস্কৃত)

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান।

শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।

অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।

শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্।।

পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।

ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।।

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।

কলিকলুষ-সন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্।।

মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ।

রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভু।।

শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ।

তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজ-শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ।।

তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ।।
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যভূষণম্।
বিদ্যাভূষণপাদশ্রীবলদেবসদাশ্রয়ঃ।।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা।
শ্রীমায়াপুরধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।।
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ।।
তদভিন্নসুহৃদ্‌বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্।।
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাশকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ।।
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ।।
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ।।
সর্ব্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ।। ৬৫।।

গুরুপরম্পরা —
(বাংলা)

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভগতি।।
নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থনামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে।।
তাহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।

তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভাল মতে।।
জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাহা হ'তে মাধবেন্দ্র পুরী।।
মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌরমহাপ্রভু।।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপসনাতন।।
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ।।
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভকতিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর'
হরিভজনেতে যাঁর মোদ।।
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজ জন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম।।৬৬।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'গুরুতত্ত্ব' বর্ণননামক প্রথম রত্ন সমাপ্ত।

দ্বিতীয় রত্ন

ভাগবত-তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।২)

এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আদৌ মহামুনি-শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য, পরমধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম জীবের ত্রিতাপ-নাশক শিবদ ও বাস্তব বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ইহা শ্রবণ করিবার ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। (অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি?)।।১।।

কৃষ্ণভক্তি-রস স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ-শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব।।২।। (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৪৩)

বেদকল্পতরুর প্রপক্কফল ও মুক্তকুলের উপাস্য—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।৩।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।৩)

হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্য-প্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক্-অস্থি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশ-রহিত তরল-পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।।৩।।

ভাগবত—কৃষ্ণের অপ্রকটে গ্রন্থরূপি-কৃষ্ণবিগ্রহ—
দিব্যজ্ঞানালোকবিস্তারী পুরাণসূর্য্য—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।।৪।। (ভাঃ ১।৩।৪৫)

শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চগত-লীলা অপ্রকট করিলেন, তখন

জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন এই পুরাণপ্রভাকর সমস্ত ধর্ম-জ্ঞানাদির সহিত কলিকালে নষ্টদৃষ্টি পুরুষদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সম্প্রতি উদিত হইয়াছেন।।৪।।

ভাগবত--পারমহংসী সংহিতা--

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।।৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৬-৭)

ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসারভোগ নিবৃত্তি হয়, দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন, যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোকমোহভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।।৫।।

শ্রীমদ্ভাগবত--অমলপুরাণ--পরমহংসগণের প্রিয়--

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিস্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।৬।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।১৩।১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ নির্ম্মল। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্যজ্ঞান বর্ণিত আছে। বিরাগসহিত নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়।।৬।।

শ্রীমদ্ভাগবত --(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (২) ভারতার্থ-তাৎপর্য্য, (৩) গায়ত্রীভাষ্য ও (৪) বেদার্থবিস্তার--

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।।৭।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।৩৯৪ অঙ্কধৃত গরুড়পুরাণবচন)

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত।।৭।।

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ।
'সত্যং' 'পরং'--সম্বন্ধ, 'ধীমহি'--সাধনে প্রয়োজন।।৮।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২৫।১৪০)

চারিবেদ-উপনিষদে্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়।।
যেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকনিবন্ধন।।
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক উপনিষৎ কহে 'এক'মত।।৯।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৫।৯৬-৯৮)

যেই সূত্র-কর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান।।১০।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৫।৯১)
অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'রূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ'ভাষ্য'স্বরূপ।।১১।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৩৬)
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার।।১২।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)
সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম।।১৩।। (ভাঃ ১।৩।৪২)
—এই গ্রন্থে সর্ব্ববেদ ও ইতিহাসের সারসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।।১৩।।
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।।১৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৯)
"ব্রহ্মসূত্রার্থ"—
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ।।১৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।১৩।১৫)

সর্ব্ববেদান্তের সারকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলা যায়। যিনি ইহার রসামৃতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার কখনও অন্য শাস্ত্রে রুচি থাকে না।। ১৫।।

বেদসার ও অভিন্ন -শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ--
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
' প্রেমরূপ ভাগবত' চারি বেদে কয়।।
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত।।১৬।। (শ্রীচৈতন্যভাগবত-মধ্য ২১।১৫-১৬)
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত-বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়।। ১৭।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩১২)
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।।১৮।। (চৈঃ ভঃ মঃ ২১।৮)

ভাগবত—স্বপ্রকাশ নিত্যবস্তু—
মনুষ্য-রচিত প্রাকৃত গ্রন্থ নহে—

আদি-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫০৬)
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে।।
যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা' সভার।।
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়।। (ঐ অঃ ৩।৫০৯-৫১১)
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এইমত ভাগবত-সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।। (ঐ অঃ ৩।৫১৩)
প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ।। (ঐ অঃ ৩।৫১৬)
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া।।১৯।। (ঐ অঃ ৩।৫৩৪)

ভাগবত—অধোক্ষজ মূর্ত্তবিগ্রহ—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতয়ৌ তৃতীয়তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভূজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ।।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব ভাতি।।
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্।।২০।। (পদ্মপুরাণ)

আমি আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার, অপার-সংসার-সাগর পার হইবার সেতু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ দ্বাদশটী অঙ্গ-স্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইহার পাদযুগ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ ইহার উরুদ্বয়, পঞ্চম ইহার নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ ইহার ভুজান্তর অর্থাৎ বক্ষঃস্থল। সপ্তম ও অষ্টম এই দুইটী ইঁহার দুইটী বাহু, দশম স্কন্ধ ইঁহার প্রফুল্ল মুখপদ্ম-স্বরূপ, একাদশ ইহার ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ ইহার মস্তক।।২০।।

দ্বিবিধ ভাগবত—(১) গ্রন্থ ভাগবত ও (২) ভক্ত-ভাগবত—

দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র।।২১।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫৩২)

এক ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র।।২২।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৯)
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ।।২৩।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।১০০)
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ।।২৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২)
ভাগবত-শাস্ত্রের অচিন্ত্যত্ব—
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়।।
'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ।।২৫।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।২৩-২৪)
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ-ভক্তিসার।।২৬।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।২৫)
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।।২৭।।
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২৪।৩১৫ সংখ্যোদ্ধৃত প্রাচীনকৃতশ্লোক)

মহাদেব কহিলেন—আমি জানি, শুক জানেন ব্যাস জানেন বা না জানেন। ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন; বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা হন না।।২০।।

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।।২৮।। (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১)
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ণ।।২৯।। (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১১৩)
বিপ্র কহে, মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু—আজ্ঞা মানি।।
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাও কৃষ্ণ-দরশন।
এই লাগি' গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন।।৩০।। (চৈঃ চঃ মঃ ১।৯৮, ১০১)
শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী 'গুরু' করি মানি।।
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত—ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্।।৩১।। (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১২৯ ও ১৩২)
মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ—ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে।।৩২।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৮)
যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।

তা'রাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব।।

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।

শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে।।৩৩।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৬৭-৬৮)

ভাগবত যে না মানে, সে— যবন সম।

তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম।৩৪।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৩৯)

ভাগবত পণ্যদ্রব্য বিশেষ নহেন—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-

ব্যাখ্যা-রহো জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং

বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্।।৩৫।। (ভাঃ ৭।৯।৪৬)

— মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ এবং সমাধি——এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসগণের ইন্দ্রিয়ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্য কথা হইতে বিরতি, ব্রত, পাণ্ডিত্য, ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতিদ্বারা গোস্বামিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করেন, আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গোদাসগণ ঐ সকলদ্বারা নিজের ও তাহাদের দেহসম্পর্কীয় ভোগ্য-স্ত্রীপুত্রগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে।।৩৫।।

মন্ত্র ও ভাগবত-ব্যবসায় শাস্ত্রবিগর্হিত—

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।

ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ।।৩৬।। (ভাঃ ৭।১৩।৮)

—প্রলোভনাদিদ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস ও মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে।।৩৬।।

কথঞ্চিদ্ধনাদিককামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা।।৩৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা)

—ফলভোগাবিলাষীকে কর্ম্মী বলে। যদি সেই কর্ম্মী কথঞ্চিদ্ ধনাদিকামনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলেই সে শ্রবণকীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে। অর্থাৎ ফলভোগী কর্ম্মীর ফলভোগের ব্যাঘাত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন "বিনাপশুঘ্নাৎ" অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যধ ব্যতীত আর কে-ই বা হরিকথা শ্রবণে বিরত হইবে?৩৭।।

শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নাম-বিক্রয়ী।

যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ।।৩৮।।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-প্রকৃতিখণ্ড ২১শ অধ্যায়)

বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রগণের পাচক, হরিনাম ও বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্র, 'বিপ্র' নামে পরিচিত হইলেও, বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট। বিষহীন সর্প যেরূপ বাহিরে সর্পাকৃতি থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দংশনদ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ বিপ্রগণও তাঁহাদের অনভিজ্ঞ মূর্খ শিষ্যের ভীতি উৎপাদন করিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞের নিকট কোন বাহাদুরী দেখাইতে পারেন না।।৩৮।।

অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।

শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।।৩৯।। (পদ্মপুরাণ)

—দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু; উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধেরক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সন্মুখরিত পবিত্র হরিকথামৃত-পানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদগীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। এইরূপ 'নামাপরাধ' শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহাদ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে।।৩৯।।

অষ্টাদশ পুরাণের তালিকা—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।

নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দ-সংজ্ঞিতম্।।

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।

বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্।।৪০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৭।২৩-২৪)

পুরাণ অষ্টাদশপ্রকার, যথা—ব্রহ্মপুরাম, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্য, কুর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।।৪০।।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরাণ-বিভাগ—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।

গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।।

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।

ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।।

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।

আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত।।৪১।। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

হে শুভদর্শনে! মনীষিগণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টি পুরাণকে 'সাত্ত্বিক পুরাণ' বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টি 'রাজসিক' এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টি 'তামসিক' বলিয়া কথিত হয়।।৪১।।

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরে।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।।
শক্তেরগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।।৪২।।

(তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭-সংখ্যাধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য)

সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার মহিমা তথা পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।।৪২।।

'শাস্ত্র' কাহাকে বলে?

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।।
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।।৪৩।। (মধ্বভাষ্যধৃত স্কান্দবচন)

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ওপঞ্চরাত্র—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও 'শাস্ত্র'-মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহে-ই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়।।৪৩।।

'পঞ্চরাত্র' কাহাকে বলে?

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।৪৪।। (নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৪)

'রাত্র' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। জ্ঞান—পঞ্চপ্রকার (১। বৈষয়িক, ২। যৌগিক, ৩। জন্ম-মরণাদি, ৪। মুক্তিপ্রদ ও ৫। কৃষ্ণভক্তিপ্রদ জ্ঞান।) । এই জন্য মনীষিগণ এই গ্রন্থকে 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া থাকেন।।৪৪।।

এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গন্যেতানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে।।৪৫।।

(মহাভারত-শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম্মে—৩৪৯ অধ্যায়)

সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বেদ ও আরণ্যক পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবাপন্ন অর্থাৎ একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে একীভূত ঐ শাস্ত্রগুলি 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত হয়।।৪৫।।

পঞ্চরাত্রের বক্তা—সাক্ষাৎ ভগবান্—

জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহম্।

ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবক্ত্রতঃ।।৪৬।। (নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৫)

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জন্ম, মৃত্যু ও জরানাশক পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।।৪৬।।

নারদ পঞ্চরাত্রই সর্ব্বপঞ্চরাত্র ও শাস্ত্রসার—

দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সমালোক্য জ্ঞানং সংপ্রাপ্য শঙ্করাৎ।

জ্ঞানামৃতং পঞ্চরাত্রং চকার নারদো মুনিঃ।।৪৭।। (ঐ ১।১।৫৯)

শ্রীল নারদমুনি সর্ব্বশাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে আলোচনাপূর্বক অবশেষে বৈষ্ণবপ্রবর শঙ্কর হইতে এই পঞ্চরাত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।।৪৭।।

নারদপঞ্চরাত্র— সর্ববেদেরসার—

সারভূতঞ্চ সর্ব্বেষাং বেদানাং পরমাদ্ভুতম্।

নারদীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু সুদুর্ল্লভম্।।৪৮।। (ঐ ১।১।৬১)

এই নারদীয় পঞ্চরাত্র সর্ববেদের সার, অতিশয় চমৎকার-গুণবিশিষ্ট এবং পুরাণের মধ্যে সুদুর্ল্লভ।।৪৮।।

পঞ্চরাত্রের প্রাণামাণিকতা—

পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।

সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।

যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ।।

ন চৈবমেনং জানন্তি তমোভূতা বিশাম্পতে।

তমেব শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।

নিঃসংশয়েষু সর্ব্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ।

স সংশয়াদ্ধেতু বলান্নাধ্যবসতি মাধবঃ।।

অত্র পঞ্চরাত্রমেব গরিষ্ঠমাচষ্টে পঞ্চরাত্রস্যেত্যাদৌ ভগবান্ স্বয়মিতি। দৈবপ্রকৃতয়স্তু তত্তৎসর্ব্বাবলোকনেন পঞ্চরাত্র প্রতিপাদ্যে শ্রীনারায়ণ এব পর্য্যবসন্তীত্যাহ সর্ব্বেষ্বিতি। অসুরাংস্তু নিন্দতি ন চৈনমিতি। নিঃসংশয়েষ্বিতি তস্মাৎ ঝটিতি বেদার্থপ্রতিপত্তয়ে পঞ্চরাত্রমেবাধ্যেতব্যমিতি।।৪৯।। (পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ১৮ সংখ্যাধৃত মহাভারতবাক্য)

"হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ! ভগবান্ স্বয়ং এই পঞ্চরাত্রের বক্তা। এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি-অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু-নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরমসীমা। হে বিশাম্পতে! তমোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাকে এই প্রকারে জানিতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা

মনীষিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে সেই নারায়ণকেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে সকল শাস্ত্র সংশয়রহিত, সেই সকল শাস্ত্রে হরি নিত্য বাস করিতেছেন; আর যে-সকল শাস্ত্র সংশয় যুক্ত, হেতু-বল-প্রধান অর্থাৎ তর্কপ্রধান সেই সকল শাস্ত্রে মাধব অধিবাস করেন না।"

"পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্" এই বাক্যে পঞ্চরাত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। 'সর্ব্বেষু' এই পদ্যে দৈব-প্রকৃতি-সকল সেই সেই শাস্ত্র সকল অবলোকনদ্বারা পঞ্চরাত্রপ্রতিপাদ্য নারায়ণেই নিষ্ঠাযুক্ত হন এবং 'ন চৈনং' এই পদ্যে আসুর প্রকৃতিকে নিন্দা করা হইয়াছে। 'নিঃসংশয়েষু' এই পদে অতি অল্প সময়ে বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানিতে হইলে একমাত্র পঞ্চরাত্রই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, ইহাই সূচিত হইয়াছে।।৪৯।।

ইতি ' গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে' ভাগবত-তত্ত্ব-বর্ণন-নামক দ্বিতীয় রত্ন সমাপ্ত।

তৃতীয় রত্ন

বৈষ্ণব-তত্ত্ব

বৈষ্ণবের-সংজ্ঞা—

গৃহীত–বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু–পূজাপরো নরঃ।

বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।।১।।

(হঃ ভঃ বিঃ, ১ম বিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণবচন)

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক ' বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।।১।।

পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-ভেদে বৈষ্ণববিভাগ—

দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ব্রহ্মনারদাদিদ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ।।২।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১।১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা)

হরিজনের প্রকারভেদ দুইটি মুলরুচির উপর স্থাপিত। একটি সংক্ষেপে শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মনারদাদিদ্বারা এবং অপরটি বিস্তারিতভাবে শেষসংজ্ঞক ভগবান্ হইতে সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদিদ্বারা জানিতে হইবে।।২।।

পাঞ্চরাত্রিক বা অর্চ্চনমার্গীয় ত্রিবিধ বৈষ্ণব—

(১) অর্চ্চনমার্গীয় কনিষ্ঠত্ব—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।

তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।।৩।। (পাদ্মোত্তরখণ্ড)

শঙ্খ, চক্রপ্রভৃতি বিষ্ণুর চিহ্ন-চতুষ্টয়-ধারণ, উর্দ্ধ পুণ্ড্র প্রভৃতিদ্বারা স্বদেহকে চিহ্নিত করণ এবং তাদৃশ অন্য বৈষ্ণবকে নমস্করণ—এই সকল লক্ষণদ্বারা 'কনিষ্ঠত্ব' সিদ্ধ হয়।।৩।।

(২) অর্চ্চনমার্গীয় মধ্যমত্ব—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ।।৪।। (ঐ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটীকে 'পঞ্চ-সংস্কার' বলে। এই 'পঞ্চ সংস্কার' অর্চ্চন-মার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক বিশ্বাসে মধ্যমভাগবতত্বের হেতু।।৪।।

(৩) অর্চ্চনমার্গীয়-মহাভাগবতত্ব—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।।৫।। (ঐ)

তাপাদি পঞ্চসংস্কার-বিশিষ্ট নবেজ্যাকর্ম্ম (অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সংকীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা অর্চ্চন ও বৈষ্ণবারাধন।) কারক এবং অর্থপঞ্চকবোধযুক্ত ব্রাহ্মণই 'মহাভাগবত'।।৫।।

প্রেম-তারতম্যে ভক্তমহত্ত্বের ত্রিবিধ তারতম্য—

(১) কনিষ্ঠ—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।৬।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৭)

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি 'কনিষ্ঠ' ভক্ত।।৬।।

(২) মধ্যম—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৬)

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি 'মধ্যম'-ভক্ত।।৭।।

কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী-আচরণ।
বালিশেতে কৃপা, আর দ্বেষী-উপেক্ষণ।।
করিলে মধ্যমভক্ত শুদ্ধভক্ত হন।
কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জ্জন।।৮।। (হরিনাম-চিন্তামণি ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

(৩) উত্তম—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।৯।। (ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি সর্ব্বভূতে স্বীয় অভীষ্ট ভগবদাবির্ভাব বা স্বীয় ভগবৎসেবাময়ভাব এবং নিজপ্রিয় ভগবানে যাবতীয় ভূতসমূহের অবস্থিতিদর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই 'উত্তম' ভাগবত।।৯।

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তা'র ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি।।১০।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৪)

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।১১।।

উত্তম ভক্তের তটস্থ লক্ষণ ক্রমশঃ বলিতেছেন,

যিনি ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয়সমূহ যথাযোগ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে দ্বেষ বা অনুরাগ করেন না, যিনি এই জড়বিশ্বসমুদয় বিষ্ণুমায়া-রচিত বলিয়া জানেন, তিনি 'ভাগবতোত্তম'।।১১।।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ।।১২।।

সংসারে আছেন, তথাপি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত অর্থাৎ আসক্ত না হন, সর্ব্বদা হরিস্মৃতিদ্বারা কুশলে থাকেন, তিনি 'ভাগবতপ্রধান'।।১২।।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।১৩।।

যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং কাম-কর্ম্ম-বীজ যাঁহার চিত্তে উদ্ভব না হয়, তিনি 'ভাগবতোত্তম'।।১৩।।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।।১৪।।

যে পুরুষের এই জড়দেহে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম বা জাতিদ্বারা 'অহং' ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়পাত্র।।১৪।।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।১৫।।

যাঁহার বিত্তে ও দেহে 'স্ব' ও 'পর' এরূপ ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সম ও শান্ত, তিনিই 'ভাগবতোত্তম'।।১৫।।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ।।১৬।।

হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবন প্রাপ্তির লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব বা নিমিষার্দ্ধও বিচলিত না হইয়া অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনিই 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য'।।১৬।।

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।

হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ।।১৭।।

শ্রীকৃষ্ণের উরুবিক্রম পাদপদ্মের নখমণিচন্দ্রিকাদ্বারা যাঁহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি? সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিবাবসানে চন্দ্রকিরণ পাইলে তাঁহার কি আর তাপক্লেশ থাকে? ১৭।।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।

প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।।১৮।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৮-৫৫)

অবশেও যাঁহার নাম উচারণ করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়, সেই শ্রীহরি প্রণয়রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং যাঁহার হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করেন না (অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে তিনি স্বয়ং নিরন্তর বিরাজ করেন) তিনিই প্রধান ভক্ত।।১৮।।

জ্ঞান-নিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বাচরেদবিধিগোচরঃ।।১৯।। (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

জ্ঞানবান, বিষয়-অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ মদীয় ভক্তগণ—ত্রিদণ্ডাদি আশ্রমচিহ্ন ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন।।১৯।।

চরিতামৃতোক্ত ত্রিবিধ অধিকারী—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি—অধিকারী।

'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ',—শ্রদ্ধা-অনুসারী।।

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।

'উত্তম অধিকারী' সেই তারয় সংসার।।

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়-শ্রদ্ধাবান্।

'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা—ভাগ্যবান্।।

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে— 'কনিষ্ঠজন'।

ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম'।।২০।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪-৬৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত ত্রিবিধ বৈষ্ণব—

(১) বৈষ্ণব (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৬)

প্রভু কহে, যাঁর মুখে শুনি একবার।

কৃষ্ণ-নাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার।।২১।।

২) বৈষ্ণবতর (চৈঃ চঃ মঃ ১।৬।৭২)

'কৃষ্ণ-নাম' নিরন্তর যাঁহার বদনে।

' সে—' বৈষ্ণব—শ্রেষ্ঠ', ভজ তাঁহার চরণে।।২২।।

(৩) বৈষ্ণবতম (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪)

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে 'কৃষ্ণ-নাম'।
তাঁহারে জানিহ তুমি—'বৈষ্ণব-প্রধান'।।২৩।।

বৈষ্ণব কে?

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব'।
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা 'মায়ার বৈভব'।।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব।
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ 'মাধব'।।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক—কেবল 'যাদব'।
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,
না পেল 'রাবণ' যুঝিয়া 'রাঘব'।।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত, কভু নহে 'অনিত্য-বৈভব'।
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় 'জড়ের কৈতব'।।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব।
'কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব',
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।।
মাধবেন্দ্র পুরী, ভাবঘরে চুরি,

না করিল কভু সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা,— 'শূকরের বিষ্ঠা'
তার সহ সম কভু না মানব।।
মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব।
তাই দুষ্ট মন, 'নির্জ্জন-ভজন',
প্রচারিছ ছলে 'কুযোগী-বৈভব'।।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব।
সেই দু'টী কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর 'হরিনাম-রব'।।
'ফল্গু' আর 'যুক্ত' 'বদ্ধ' আর 'মুক্ত',
কভু না ভাবিহ একাকার সব।
'কনক-কামিনী, 'প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী',
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।।
সেই 'অনাসক্ত', সেই 'শুদ্ধ-ভক্ত',
সংসার তথায় পায় পরাভব।
'যথাযোগ্য-ভোগ' নাহি তথা রোগ,
'অনাসক্ত' সেই, কি আর কহব।।
'আসক্তি-রহিত' 'সম্বন্ধ-সহিত'
বিষয়সমূহ সকলি 'মাধব'।
সে 'যুক্তবৈরাগ্য', তাহা ত' সৌভাগ্য',
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।।
কীর্ত্তনে যাহার, 'প্রতিষ্ঠা-সম্ভার'
তাহার সম্পত্তি কেবল 'কৈতব'।
'বিষয়-মুমুক্ষু' 'ভোগের বুভুক্ষু'
দুয়ে ত্যজ মন, দুই— 'অবৈষ্ণব'।।
'কৃষ্ণের সম্বন্ধ', অপ্রাকৃত-স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব।
'মায়াবাদী জন' কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।।
বৈষ্ণবের দাস, তব-ভক্তি-আশ,

কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন-আহব।

যে 'ফল্গু বৈরাগী', কহে, নিজে, 'ত্যাগী',

সে না পারে কভু হইতে 'বৈষ্ণব'।।

হরিপদ ছাড়ি', 'নির্জ্জনতা বাড়ি'

লভিয়া কি ফল, 'ফল্গু' সে বৈভব।

রাধাদাস্যে রহি' ছাড় ' ভোগ-অহি'

'প্রতিষ্ঠাশা' নহে 'কীর্ত্তন-গৌরব'।।

'রাধা-নিত্য-জন', তাহা ছাড়ি মন,

কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব।

ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,

প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব'।।

প্রাণ আছে তাঁ'র, সে হেতু প্রচার,

প্রতিষ্ঠাশা-হীন 'কৃষ্ণগাথা' সব।।

শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,

কর উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম-রব'।

কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,

সে কালে ভজন-নির্জ্জন সম্ভব।।২৪।।

(মহাজন-রচিত-গীত)

বৈষ্ণবের ২৬টী লক্ষণ—

কৃষ্ণৈকশরণত্বই—'স্বরূপ'-লক্ষণ, অবশিষ্ট সবই 'তটস্থ' লক্ষণ—

সেই সব গুণ হয়, বৈষ্ণব-লক্ষণ।

সব কহা না যায়, করি দিগ্‌' দরশন।।

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।

নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।

সর্ব্বোপকারক, শান্ত কৃষ্ণৈক-শরণ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত—ষড়্‌গুণ।।

মিতভুক্‌, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।২৫।। (চৈঃ চঃ মঃ-২২।৭৪-৭৬)

বৈষ্ণব—সমদর্শী——

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।২৬।। (গীঃ ৫।১৮)

সমদর্শনযুক্ত পুরুষগণই--পণ্ডিত। অক্ষজ বাহ্যদর্শন না থাকায় তাঁহাদের বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালের প্রতি বিষমদর্শন নাই।।২৬।।

মহৎ–সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।।২৭।।
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে।।২৮।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৫।২-৩)

পণ্ডিতগণ মহৎ-সেবাকে সংসার-মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। যিনি সকলের সুহৃদ্, প্রশান্ত (ভগবন্নিষ্ঠ), অক্রোধী, আমি যে ঈশ্বর--আমার প্রীতিকেই যিনি পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করেন, ভোজনপানাসক্ত ব্যক্তিগণের কথাতে যাঁহার রুচি নাই, পুত্র-কলত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহে যাঁহার প্রীতি নাই এবং ইহলোকে দেহযাত্রা--নির্ব্বাহোপযোগী ধন অপেক্ষা অধিক ধনে যিনি স্পৃহা করেন না, তিনিই 'মহৎ' বা ভক্ত।।২৭-২৮।।

স্বয়ং ভগবান্--ভক্তপরাধীন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।২৯।। (ভাঃ ৯।৪।৬৩)

ভগবান দুর্বাসা মুনিকে বলিতেছেন,— আমি ভক্তপরাধীন হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্ত-জনপ্রিয়।।২৯।।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।৩০।। (ঐ ৯।৪।৬৮)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।।৩০।।

বৈষ্ণব--পরমপাবন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।।৩১।। (ঐ ১।১৩।১০)

আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ।।৩১।।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে।।৩২।। (ভাঃ ৯।৫।১৬)

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই জীব নির্ম্মল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস তাঁহাদের আর কি-ই বা অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে? ৩২।।

ভক্ত-মাহাত্ম্য--

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধা কলাত্যয়ে।।৩৩।। (ভাঃ ৪।২৪।২৯)

শিব কহিলেন---বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্মনিষ্ঠ পুরুষ শত জন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন; আরও অধিক পুণ্যাচরণদ্বারা তাঁহার আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তি চক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা দেহান্তে সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন যাহা আমরা অর্থাৎ আমি মহাদেব ও অন্য আধিকারিক ভক্ত দেবতাগণ আধিকারিক কাল অতীত হইলে সেই বৈষ্ণব-পদ পাইব।।৩৩।।

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর' অনুরাগ।।
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস' নাম্।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্।।
দাস-নামে ব্রহ্মা-শিব হরিষ-অন্তর।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার।।৩৪।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৬৩-৪৬৪; ৪৭২

কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ।।৩৫।। (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত শরণাগতি)

বৈষ্ণবদাসের মহত্ত্ব-----

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে,
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
তদ্ ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।। ৩৬।। (কুলশেখর-মুকুন্দমালাস্তোত্র ২৩)

হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য, বৈষ্ণবের দাসানুদাস সেই বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।।৩৬।।

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—

সাধুনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্‌বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা।।৩৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১৪।১০।৪১)

যেমন সূর্য্যোদয়ে চক্ষুর নিকট হইতে অন্ধকার অপসারিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের সমাগমে জীবের ভববন্ধন নাশ হইয়া থাকে।।৩৭।।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।।৩৮।। (ভাঃ ১০।৮৪।১১)

জলময় স্থান হইলেই তীর্থ হয় না, মৃত্তিকা বা পাষাণময়ী প্রতিমা হইলেই দেবতা হয় না। গঙ্গাপ্রভৃতি জলময় স্থান তীর্থ হইলেও এবং শালগ্রামাদি শীলা দেবতা হইলেও বহুকাল সেবিত হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন।।৩৮।।

বৈষ্ণবপদাশ্রয় ব্যতীত "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই! হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।।
বৈষ্ণব-চরণ-জল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত।।
তীর্থজল-পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হইল ভঙ্গ।।৩৯।। (ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

বৈষ্ণবই একমাত্র পতিতপাবন—

এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই।।
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়ালু প্রভু কেবা কোথা' পায়।।
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ।।

হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।।
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন,—'মম বৈষ্ণব-পরাণ'।।
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি'।।৪০।। (ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

একান্তি-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।৪১।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৭ ও ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গরুড়-বচন)

সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটী বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।।৪১।।

ন ময্যেকান্ত-ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।।৪২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৩৬)

(শ্রীভগবান বলিতেছেন)—আমাতে একান্ত ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণের বিধি ও নিষেধ জনিত গুণদোষাদিসম্ভব হয় না। (কারণ তাঁহারা প্রকৃতির অতীত পুরুষ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন)।।৪২।।

বৈষ্ণবের সুদুর্ল্লভত্ব—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।৪৩।। (গীঃ ৭।১৯)

জীব অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে সৎসঙ্গপ্রভাবে আমার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয়, পরে আমাকে লাভ করে। তখন সে 'যাবতীয় বস্তুই বাসুদেব সম্বন্ধযুক্ত', অতএব সমস্তই বাসুদেবময়—এইরূপ উপলব্ধি করে। তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।।৪৩।।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।৪৪।। (গীঃ ৭।৩)

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্য-মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হয়।।৪৪।।

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ।।
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে।।৪৫।। (ভাঃ ৬।১৪।৩-৫)

বালুকণকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। যে সকল লোক শ্রেয় অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু। সহস্র সহস্র মুমুক্ষুলোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটী কোটী সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ-ভক্ত সুদুর্ল্লভ।।৪৫।।

মুক্তগণের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব—
তা'র মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ।।
তা'র মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।।
বেদানিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে।।
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটী-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ।।
কোটী-জ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটী-মুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত।।৪৬।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৪-১৪৮)

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে।।৪৭।।
(শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ১৩।২)

হে বৈষ্ণব! তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল; তোমার মত ব্যক্তির গাত্রস্পর্শ করাই শরীরের ফল; তোমার মত ব্যক্তির গুণ-কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল; কেন না, জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্ল্লভ।।৪৭।।

বৈষ্ণব অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নহেন—
তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ।।৪৮।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৫।৪৫)

বহির্ম্মুখ- ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ (ভগবান্ হইতে) দূরে অপহৃত, হে বিপুলকীর্ত্তে! তাহারা নিশ্চয়ই আপনার লীলাকথা-বিলাস-স্মরণ-কীর্ত্তনাদি-সম্পত্তিদ্বারা পরম কৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না।।৪৮।।

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ।।
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, কুল, ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে।।৪৯।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪০-২৪১)

বৈষ্ণব পরদুঃখদুঃখী—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ।।৫০।। (ভাঃ ১০।৮।৪)

হে ভগবন্! দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্য-মঙ্গল সাধনের জন্য মহদ্ ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন, অন্য কারণে গমন করেন না।।৫০।।

মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তা'র ঘর।।৫১।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য।।৫২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৫।৩)

প্রাক্তন-কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্ম-নিরত ও অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।।৫২।।

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ।।৫৩।। (ভাঃ ১১।২।৬)

যে ব্যক্তি যেরূপে দেবতাদিগকে ভজনা করে, ছায়ার ন্যায় দেবতারাও কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। কিন্তু সাধুগণ কর্ম্মের অনুগত নহেন। তাঁহারা দীনবৎসল।।৫৩।।

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ।।৫৪।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।১১৩ ধৃত পাদ্মোত্তরবাক্য)

বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই। বিষ্ণুর দাস বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে মুক্তিভাজন বলেন।।৫৪।।

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই।।

ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।

পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে।।৫৫।। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১৭৩-১৭৪)

বহ্নি-সূর্য্য-ব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।

ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্ম্মণাম্।।৫৬।।

(ব্রহ্মবৈবর্ত কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫৯ অধ্যায়)

অগ্নি,সূর্য্য এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্ব্বদা তেজোবিশিষ্ট। বৈষ্ণবগণের নিজ কর্ম্মসমূহের বিচার নাই, ভোগ ও নাই।।৫৬।।

বৈষ্ণবতা জাতি-কুলান্তর্গত নহে—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-

পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।

মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।।৫৭।। (ভাঃ ৭।৯।১০)

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি; কেননা তিনি (শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।।৫৭।।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা

ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।৫৮।। (ভাঃ ৩।৩৩।৭)

হে ভগবন্! যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্তমান, তাঁহারা চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যাঁহারা কীর্তন করেন, তাঁহারাই সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহারাই সাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারাই আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।।৫৮।।

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্।।৫৯।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০ম বিলাসে ৯১ শ্লোকধৃতবচন)

অভক্ত চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেও আমার প্রিয় নহে। কিন্তু আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও আমার প্রিয়। ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং তাঁহা হইতে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণীয়। আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও আমার ন্যায় ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজ্য।।৫৯।।

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।।৬০।। (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭)

মাতাপিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতে-র্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রণমামি মুর্দ্ধ্না।।৬১।। (আলবন্দারুস্তোত্র ৭ম শ্লোক)

আমাদিগের কুলপ্রভু প্রথমাচার্য্য বকুলাভিরামের শ্রীমৎ পাদ-যুগলকে আমি মস্তকদ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ব্বস্বই ঐ শ্রীমৎ পাদযুগল। তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, এবং ঐশ্বর্য্য সমস্ত শঠকোপের শ্রীচরণ।।৬১।।

দ্বাদশ মহাজন---

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।।৬২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২০)

স্বয়ম্ভু(ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতিপুত্র কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি (শুকদেব), প্রহ্লাদ, (আমি) যম-এই দ্বাদশ মহাজন।।৬২।।

বৈষ্ণবগণের নাম--

মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ।।
দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ।।৬৩।।

(লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ডে ২য় সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি ভক্তবৃন্দের সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য; অন্যথা ঘোরতর অপরাধ হয়।।৬৩।।

অম্বরীষাদি ভক্ত হইতে প্রহ্লাদের শ্রেষ্ঠতা--

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ! তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতর-কুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ।।৬৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯।২৬)

হে ঈশ! রজোগুণ-প্রভাবে যাহার উৎপত্তি এবং তমোগুণই যাহাতে প্রচুর, সেই অসুরকুলে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়, আর আপনার অনুকম্পাই বা কোথায়? ব্রহ্মা, ভব

ও রমার মস্তকে (সকলসন্তাপহারী) আপনার অনুগ্রহসূচক যে করকমল অর্পিত হয় নাই, তাহা আজ আমার মস্তকে অর্পিত হইল।। ৬৪।।

প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা—

ন তু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদগৃহান্ অভিযন্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেণ বর্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যূয়মেব ততোহপ্যস্মত্তোহপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ।।৬৫।।

(লঘু ভাঃ উঃ খঃ ১৭ সংখ্যাধৃত ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের স্বামিটীকা)

শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—প্রহ্লাদের গৃহে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন না। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন না। আর ভগবান্ প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদিরূপেও বর্ত্তমান থাকেন না। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই; এই হেতু প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের অপেক্ষা তোমারাই (পাণ্ডবেরাই) সাতিশয় ভাগ্যবান্, ইহাই শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের প্রতি নারদের উক্তি।।৬৫।।

পাণ্ডবগণ হইতে যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা—

সদাতি সন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোহপি যাদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ।।৬৬।।

(লঘু ভাগবত উত্তরখণ্ড কারিকা ১৮ সংখ্যা)

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে অবস্থান করাতে মমতাধিক্যবশতঃ কোন কোন যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।।৬৬।।

যাদবগণ হইতে উদ্ধবের শ্রেষ্ঠতা—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।৬৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৫)

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয়।।৬৭।।

নোদ্ধবোহণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ।।৬৮।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৪।৩১)

আমা হইতে উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন; যেহেতু ইনি গোস্বামী—বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না।।৬৮।।

উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠতা—

উদ্ধবের প্রার্থনা—

আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীংশ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।৬৯।। (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা অথবা ঔষধির মধ্যে কোন একটীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন।।৬৯।।

লক্ষ্মী হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠতা--

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব!
ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম।।৭০।।

(আদি-পুরাণোক্ত ভগবদ্বাক্য)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—হে অর্জুন! ব্রজদেবীগণ মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহ এসকল আমার তত প্রিয়তম নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম।।৭০।।

শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।।৭১।।

(লঘুভাগবত উত্তরখণ্ড ৪৫ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

শ্রীমতী রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডও তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেইরূপ প্রিয়স্থান। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই অত্যন্ত বল্লভা।।৭১।।

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন—
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ—স্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।৭২।। (উপদেশামৃত)

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণমধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠভক্ত হইতে ব্রজ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীমধ্যে শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত প্রিয়া। যেরূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তি সেই রাধাকুণ্ডকে অনন্যভাবে আশ্রয় না করিবেন?৭২।।

গৌরভক্ত-মাহাত্ম্য—

আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য তীর্থানি্ বিচার্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।।৭৩।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ২২ শ্লোক)

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের আচরণ, বিষ্ণুর অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা, তীর্থপর্য্যটন এবং বেদার্থবিচারে

সুনিপুণ হইয়াও শ্রীগৌরভক্তদিগের চরণসেবা-ব্যতিরেকে বেদাদিদ্বারা দুষ্প্রাপ্য বৃন্দাবনাদি স্থান কেহই লাভ করিতে পারে না।।৭৩।।

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।।৭৬।। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৫)

যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষলব্ধ বৈভববিশিষ্ট হরিজনগণের নিকটে যোগিগণারাধ্য পরমপদ কৈবল্য নরকতুল্য, কামী স্বধর্ম্মনিষ্ঠের ফলস্বরূপ স্বর্গ মিথ্যা অকিঞ্চিৎকর খ-পুষ্প, যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়িগণের পক্ষে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ উৎপাটিত-দন্ত-কালসর্পসদৃশ, জগৎ কৃষ্ণানন্দময় এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চপদারূঢ় দেবগণের লোভনীয় পদবীও কীটপদবীর তুল্য দৃষ্ট হয়, আমরা সেই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের স্তব করি।।৭৬।।

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতিহৃদ্যকস্মাদ্রাধাপদাম্ভোজ-সুধাম্বুরাশিঃ।।৭৭।।
(শ্রীচৈতন্রচন্দ্রামৃত ৮৮)

বহু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে যাদৃশী ভক্তি-লাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদপদ্মের প্রেমরূপ সুধাসমুদ্রও তাদৃশভাবে উদগত হইয়া থাকে।।৭৭।।

গৌরাঙ্গের দু'টী পদ, যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র।।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য-লীলা তা'র স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী।।
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ'—বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ।।৭৮।।
(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

অভক্ত-নিন্দা—

ভক্তিহীনের জাতি, বিদ্যা, জপ, তপঃ সকলই বৃথা—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।

অপ্রাণস্যেব দেহস্য মন্ডনং লোকরঞ্জনম্।।

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।

শ্বপাকোঽপি—বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ।।৭৯।।

(শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ৩।১১-১২)

ভগবদভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জাতিত্ব-কল্মষা দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন।।৭৯।।

শুদ্ধ গৌরভক্তই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

অভক্ত কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগী সকলেই বঞ্চিত—

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্।

কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-

ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ।।৮০।। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৩২ সংখ্যা)

নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসমূহে সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত জড়মতি অর্থাৎ যথার্থপরমার্থানুসন্ধানে বিবেকশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধিক্, উৎকট তপস্যাকারী ব্যক্তিগণকে ধিক্, শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যাদি বা যম-নিয়মাদি যোগচেষ্টায় প্রধাবিত আরোহবাদীকে ধিক্, 'আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপ শব্দোচ্চারণকারী মুক্তাভিমানী বৃথা প্রফুল্লানন ব্যক্তিদিগকে ধিক্; ইহারা সকলেই নরাকার পশু, যেহেতু উহারা ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিষয়ভোগের মদে গর্ব্বিত। এই সকল নরপশুগণের জন্য আর কি শোক করিব? হায়! ইহাদিগের কেহই গৌরপাদপদ্ম-মকরন্দের লেশও পাইল না।।৮০।।

গৌরভক্তি ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞান মূর্খতা—

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।

ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ।।৮১।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৩৭ সংখ্যা)

যাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'সাক্ষাৎ ভগবান্' বলিয়া উপলব্ধি না করেন, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও এই চৈতন্যশূন্য সংসারে অর্থাৎ হরিবিমুখতার রাজ্যেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন।।৮১।।

গৌরপ্রিয় জনের কৃপা ব্যতীত বহির্ম্মুখীতা—
বিদূরিত হওয়া অসম্ভব—

তাবদ্ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা বহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্য-পদাম্বুজ-প্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ।।৮২।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৯ সংখ্যা)

যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের প্রিয়ভক্তজনের দর্শন-লাভ না ঘটে, সেই পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-বাদীর ব্রহ্ম-বিচার ও মুক্তিমার্গ 'তিক্ত' বোধ হয় না, সেই পর্য্যন্তই লোক-মর্য্যাদা বা বেদমর্য্যাদার বিশৃঙ্খলত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, আর সেই পর্য্যন্তই বিচিত্র বহির্ম্মুখ-মার্গে পতিত শাস্ত্রজ্ঞাভিমানীদিগের পরস্পর কলহ অবশ্যম্ভাবী।।৮২।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'বৈষ্ণব-তত্ত্ব'-বর্ণননামক তৃতীয় রত্ন সমাপ্ত।

চতুর্থ রত্ন

গৌর-তত্ত্ব

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ—

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।।১।। (শ্বেতাশ্বতর ২।১২)

সেই পুরুষ মহান্ প্রভু অর্থাৎ স্বামী। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়; সাধারণ মূর্ত্ত-পদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই।।১।।

শ্রুত্যুক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষই পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।২।। (মুণ্ডক ৩।৩)

যে কালে হেমবর্ণ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন পরাবিদ্যালাভ-ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূতা পাপপুণ্য-ধারণা সম্যগ্-রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মল ও সমতা লাভ করেন।।২।।

ভাগবত-প্রমাণ--

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্যদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।৩।। (ভাঃ ১১।৫।৩২)

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্যদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।।৩।।

'কৃষ্ণ'—এই দুই বর্ণ সদা যাঁ'র মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে।।
দেহকান্ত্যে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ—বরণ।
'অকৃষ্ণ'-বরণে কহে, পীত-বরণ।।৪।। (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৫৩ ও ৫৬)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।১৩)

তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিন যুগে ধারণ করেন। (গর্গমুনি শ্রীনন্দ মহারাজকে বলিতেছেন--হে নন্দ!)

অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।।৫।।

শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত—ক্রমে চারিবর্ণ।
চারিবর্ণ ধরি' 'কৃষ্ণ' করেন যুগধর্ম্ম।।৬।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৩০)

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব-ঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম।।৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯।৩৮)

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকারে নর, তির্য্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদি অবতাররূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকীর্তনধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেননা ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।।৭।।

ভারত-প্রমাণ—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ।।৮।। (মহাভারত দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়)

সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মালা-শোভিত; এই চারিটী গৃহস্থ-লীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরিরহস্যালোচনারূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্তনরূপ মহাযজ্ঞে সুদৃঢ় নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদীর অভক্তি-নিবৃত্তিকারিণী- শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ।।৮।।

পুরাণ-প্রমাণ—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্।।৯।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮২ ধৃত উপপুরাণবচনম্)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—হে ব্রহ্মন! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক, পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।।৯।।

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা।।১০।। (আদিপুরাণ)

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার এই প্রচ্ছন্নবিগ্রহ নিত্য। আমিই নিজরূপ গোপনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করি।।১০।।

গোস্বামি পাদোক্ত প্রমাণ—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।।১১।। (তত্ত্বসন্দর্ভ ২ শ্লোক)

অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।।১১।।

অবতারীর দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি—

শুতিয়া আছিনু ক্ষীর-সাগর ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হুঙ্কারে।।১২।। (চৈঃ ভাঃ ২২।১৬)

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।।
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদাশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা।।
সেইত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁ'তে যাঁ'তে অবতারী।।
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন মত কহে যেমন যা'র মতি।।১৩।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৯-১১২)

অধোক্ষজতত্ত্ব অক্ষজবাদীর অগম্য—

ভাগবত-ভারত-শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ-অবতার প্রকট প্রমাণ।।
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব।।

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।।১৪।। (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৩-৮৫)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব—

সকল বৈষ্ণব শুন করি' একমন।
চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্রে যেমত নিরূপণ।।
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস।।১৫।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৩১-৩২)

শ্রীগৌরসুন্দরই পরমতত্ত্ব—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।১৬।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৩)

উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব, কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।।১৬।।

মহাপ্রভুই জগদ্‌গুরু—

চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তা'র গুরু অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই।।১৭।। (চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৬)

মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি—
র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ।।১৮।।
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১০১)

যিনি সৌন্দর্য্যে কোটী কন্দর্পতুল্য, যিনি কোটী চন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দজনক, স্নেহে যিনি কোটী মাতৃসদৃশ, যিনি কোটী কল্পবৃক্ষসম বদান্য এবং কোটী সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর-স্বভাববিশিষ্ট, সেই অমৃতের ন্যায় মধুর ও কোটী কোটী অদ্ভুত প্রণয়রসের প্রদর্শক শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।।১৮।।

একটী শ্লোকে মহাপ্রভুর তত্ত্ব নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।১৯।। (চৈঃ চঃ ধৃত শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য)

মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভুকে নমস্কার। (এই শ্লোকে সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব এবং নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বতঃ তিনি কৃষ্ণ, তাঁহার নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ, তাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা এবং তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান)।।১৯।।

সংকীর্তন-প্রবর্তক—

সংকীর্তন—প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে সেই ধন্য।।
সেই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম—যজ্ঞ সার।।২০।। (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৬-৭৭)

প্রেম প্রদাতা—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলি ডুবায়।।
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন।।২১।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫-২৬)
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেম দান।।
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে।।২২।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৩-২৪)

বঞ্চিত কাহারা?

মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম।।
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল।।২৩।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৯-৩০)

চৈতন্যকৃপাপাত্র পুরুষই শুদ্ধসিদ্ধান্ত জানিতে সমর্থ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্।।২৪।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।১)

নানা মতবাদরূপ কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে বন্দনা করি।।২৪।।

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ।।
এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ।।

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ।।২৫।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩৩-২৩৫)

মহাপ্রভুর প্রচার-লীলা—

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচশূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।।
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা।।
হরিদাসদ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতনদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত–বিলাস।।
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা।।২৬।। (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৪-৮৭)

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটী চন্দ্রসূর্য্য জিনি' দোঁহার নিজ ধাম।।
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ।।
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার।।
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি' করে বস্তু-তত্ত্ব দান।।
সূর্যচন্দ্র বাহিরের তমো সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘটপট আদি সে প্রকাশে।।
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই-ভাগবত সঙ্গে করান্ সাক্ষাৎকার।।২৭।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৫-৯৯)

মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার-লীলা—

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতিপদম্।।২৮।।

(স্তবমালা– শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমাষ্টক ৫ম শ্লোক)

দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে করিতে যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে, উচ্চারিত নামসংখ্যা গণনার নিমিত্ত গ্রন্থিশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত কটিসূত্রে যাঁহার বামকর শোভা পাইতেছে, যিনি বিশাল-নয়ন ও আজানুলম্বিত-ভুজ, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন? ২৮।।

শ্রীগৌরাবতারের মুখ্য ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজন—

এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম-প্রবর্তন নহে তাঁ'র কাম।।
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন।।
দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্তন।।
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন-সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে।।
এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার।।২৯।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৩৭-৪১)

শ্রীচৈতন্য-সিংহ—

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার।।
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ দ্বিরদনাশ যাঁহার হুঙ্কারে।।৩০।। (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৩০-৩১)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের বাহ্যকরণ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।৩১।।

(বিদগ্ধমাধব, ১ম অঙ্ক, ২য় শ্লোক)

সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করা হয় নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য তিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।।৩১।।

গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন ; গুহ্য কারণ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।৩২।।
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৬ ধৃত স্বরূপগোস্বামী-কড়চা)

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ,আমার অদ্ভুত মধুরিমা,যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখ উদয় হয়,--এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।।৩২।।

মুখ্যরূপে রাধাভাবে বাঞ্ছাত্রয় পুরণ, গৌণরূপে নাম-প্রেম প্রচার—
সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্য-অবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার।।৩৩।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।২২০)

গৌরলীলা নিত্যা—
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যা'র ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে।।৩৪।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৫১৩)

আসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিই চৈতন্য-বিদ্বেষী—
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন।।
কৃষ্ণ নাহি মানে তা'তে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি।।
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'রে অসুরে গণন।।৩৫।। (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৮৯,১২)

গৌরাঙ্গ নাগর নহেন—
এইমত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে।।
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা–বিদিত সংসারে।।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ নাগর" হেন স্তব নাহি বলে।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২৮-৩০)
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিও স্বভাব সে গায় বুধ-জনে।।৩৬।। (শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ১৫।৩১)

চৈতন্যনিত্যানন্দের কৃপার বিশেষত্ব—
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ' সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।।

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু, অত্যন্ত উদার।
তা'রে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার।।৩৭।। (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৩১-৩২)

বঞ্চিত জীবের দুর্ভাগ্য—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা।।
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সে জীব—ছার।
কোটি কল্পে তবে তা'র নাহিক নিস্তার।।৩৮।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৫২-২৫৩)

অবতার-সার গোরা-অবতার,
কেন না ভজিলি তা'রে।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে।।
কন্টকের তরু, সদাই সেবিলি,
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেম-কল্পতরু, (শ্রী) গৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে।।
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি,
নাসাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি' কাঠ চুষিলি,
কেমনে পাইবি মিঠ।।
হার বলিয়া' গলায় পরিলি,
শমন-কিঙ্কর-সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুন পোহালি,
পাইলি বজর-তাপ।।
সংসার ভজিলি, (শ্রী) গৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পর-কাল, দু'কাল খোয়ালি,
খাইলি আপন মাথা।।৩৯।। (মহাজন-গীতি)

নাম ও অর্চ্চারূপে মহাপ্রভুর আর দুই অবতার—

আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।
মোর অর্চ্চা—মূর্ত্তি মাতা, তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা, নামের জননী।।

এই দুই জন্ম মোর সঙ্কীর্তনারম্ভে।
দুই ঠাঞি তোর পুত্র রহুঁ অবিলম্বে।।৪০।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত কি?

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।৪১।। (শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী)

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দ প্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর অন্য মতে আদর নাই।।৪১।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'গৌরতত্ত্ব' বর্ণন নামক চতুর্থরত্ন সমাপ্ত।

পঞ্চম রত্ন

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ-দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ।।১।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৬)

সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীরবারিশায়িগণ এবং শেষের অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব—

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্য-রামঃ শরণং মমাস্তু।।২।।

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে।।৩।।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-

স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে।।৪।।

যস্যাংশাংশ শ্রীল গর্ভোদশায়ী

যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।

লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু

স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে।।৫।।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং

পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।

ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-

স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে।।৬।। (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১১)

সঙ্কর্ষণ,কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ-বিষ্ণু যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার স্মরণ-স্বরূপ হউন।।২।।

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্য-রূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।।৩।।

যাঁহার একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়স্বরূপ কারণাব্ধিশায়ী আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।।৪।।

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।।৫।।

যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিল জীবের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, এবং যাঁহার কলা পৃথ্বিধারী 'অনন্ত', সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।।৬।।

বলদেবই মূল-সঙ্কর্ষণ—

শ্রীবলরাম-গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।

পঞ্চ রূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন।।

আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়।

সৃষ্টি-লীলা-কার্য্য করে ধ'রি চারি কায়।।৭।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৮-৯)

বলদেবাভিন্ন-নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।

দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ।।৮।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪৮)

জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে।

পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।।

কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।

দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে।।৯।। (গীতাবলী ৮ নং কীর্ত্তন)

শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম।।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়।।
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি-রস প্রান্ত।।
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ।।১০।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০০-২০৪)

পতিত-পাবন নিত্যানন্দ—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার' পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে।।
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার।।১১।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৫-২০৯)

অনর্থমুক্তি ও ভক্তিলাভেচ্ছায় নিতাইর কৃপাই সম্বল—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে।।১২।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৭৭)

নিতাই—শ্রীচৈতন্যের প্রচারক—

চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশো বৈসে যাঁহার জিহ্বায়।।
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়।।১৩।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।২১৭-২১৮)

গৌরদাস্যে পাগল নিতাই—

নিত্যানন্দ-অবধূত সবাতে আগল।

চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল।।১৪।। (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৪৭)

অখণ্ডতত্ত্বকে খণ্ডবস্তুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা—পাষণ্ডতা মাত্র—

দুই ভাই এক তনু—সমান-প্রকাশ।

নিত্যানন্দ না মান', তোমার হবে সর্ব্বনাশ।।

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সন্মান।

'অর্দ্ধকুক্কুটি—ন্যায়' তোমার প্রমাণ।।

গৌর ব্যতীত নিতাই, নিতাই ব্যতীত গৌরে ছল-বিশ্বাস-ভক্তিবিরোধমাত্র—

কিম্বা, দোঁহা না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড।

একে মানি', আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড।।১৫।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭৫-১৭৭)

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'নিত্যানন্দ-তত্ত্ব' বর্ণন-নামক পঞ্চম রত্ন সমাপ্ত।

ষষ্ঠ রত্ন

অদ্বৈত-তত্ত্ব

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।

তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ।।১।।

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।

ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে।।২।। (চৈঃ চঃ আদি ১।১২-১৩)

যে মহাবিষ্ণু মায়ার দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা, ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে— সেই ভক্তাবতার—অদ্বৈতাচার্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।।১-২।।

কারণার্ণবশায়ী—নিমিত্ত এবং অদ্বৈত প্রভু—উপাদান-কারণ, কারণার্ণবশায়ী—প্রকৃতি-অন্তর্যামী; অদ্বৈতপ্রভু—

জগদুপাদান-প্রধানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা—

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।

অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হ'ন নারায়ণ।।

'নিমিত্তাংশে' করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।

'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন।।৩।। (চৈঃ চঃ আঃ ৬।১৬-১৭)

অদ্বৈতই সদাশিব—

ভক্তাবতার আচার্য্যঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।।৪।। (গৌরগণোদ্দেশ ১১ শ সংখ্যা)

যিনি শ্রীসাদশিব, তিনিই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।।৪।।

'অদ্বৈত'-নামের সার্থকতা—

মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম।।৫।। (চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৫)

'আচার্য্য'-নামের সার্থকতা—

পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন।।৬।। (ঐ ৬।২৬)

অদ্বৈতাবতারের কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই কার্য্য—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।।৭।। (ঐ ৬।২৬)

মহাবিষ্ণুর অবতার হইয়াও অদ্বৈতপ্রভুর
আপনাকে গৌরদাস জ্ঞান—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ-ঈশ্বর।
প্রভু, গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর।।৮।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৭)

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—বিষয়-জাতীয় সেবক—

এক 'মহাপ্রভু', আর 'প্রভু'—দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।।৯।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪)

অদ্বৈতশাখিগণ দ্বিবিধ—সারগ্রাহী ও ভারবাহী—

অদ্বৈতাঙ্ঘ্রব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্।।১০।। (চৈঃ চঃ আঃ ১২।১)

অদ্বৈতের অনুগত জন দুই প্রকার—'সারগ্রাহী' ও অসারবাহী'(ভারবাহী); তন্মধ্যে অসারবাহীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি।।১০।।

সারগ্রাহিগণের অদ্বৈতানুগত্যে-গৌরভক্তি,
অসারগণের স্বতন্ত্রভাবে গৌর-বিরোধ—

প্রথমে ত' একমাত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ।।
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে, দৈব-পরতন্ত্র।।
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তা'র আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে, সেই ত' অসার।।১১।। (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮-১০)

অসার অদ্বৈতদাসাভিমানিগণেরই গৌর-বিরোধ ও গৌরকৃপামৃতাভাবে ধ্বংস—

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব-কারণ।।
সৃজাইলা, জীয়াইলা, তাঁ'রে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল, তা'রে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইল।।
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তা'রে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ-শাখা শুখাইয়া মরে।।১২।। (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৬০-৬৯)

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'অদ্বৈত-তত্ত্ব'-বর্ণন-নামক ষষ্ঠ রত্ন সমাপ্ত।

সপ্তম রত্ন

কৃষ্ণ-তত্ত্ব

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১)

যাহা—অদ্বয়-জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।।১।।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্-বিচার—

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'ভগবান্'—তিন তাঁর রূপ।।২।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৫)

অদ্বয়-জ্ঞানের ভগবৎ-প্রতীতিই পূর্ণ, ব্রহ্ম-প্রতীতি অসম্যক্ ও পরমাত্ম-প্রতীতি আংশিক—

ভক্তি-যোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।।
জ্ঞানযোগ-মার্গে তাঁ'রে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁ'রে করে অনুভব।।৩।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।২৫-২৬)

ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি; শ্রুতি প্রমাণ—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।।৪।।

(কঠ ২।২।১৫, মূণ্ডক ২।২।১০) ও শ্বেতাশ্বতর ৬।১৪)

সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া মরীচিমালি প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।।৪।।

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।।৫।।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য-ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।।৬।।

(ঈশোপনিষৎ ১৫ ও ১৬শ মন্ত্র)

সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়-পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমাত্মন্! সত্যধর্ম্ম-প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন।।৫।।

হে ভগবন্! আপনি ভক্তপোষক, আপনি জ্ঞানময়, সর্ব্বনিয়ন্তা, আপনি ভক্তগণের ভক্তিবেদ্য, আপনি বেদোপদেশ-দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয়, আপনি আপনার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করুন; তাহা হইলে আপনার কল্যাণতমরূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু আপনি পূর্ণপুরুষ এবং জগৎ-প্রবিষ্ট আপনার অংশস্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা (জীব) সকলেই চিৎস্বরূপ। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই।।৬।।

ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি—
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৭।। (ব্রহ্ম সংহিতা ৫।৪০)

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য-দ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৭।।

গীতার সিদ্ধান্ত—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।৮।। (গীতা ১৪।২৬)

নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্ব আমি-ই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব,

অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস—সমুদয়ই এই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।।৮।।

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেমতৎপাদভাজাম্।।৯।।

(তত্ত্বসন্দর্ভ ৮ম শ্লোক)

যাঁহার নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক তাহার (মায়ার) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি করাইয়াছেন এবং প্রদ্যুম্নরূপে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নিজ-অংশ অবতারগণের সহিত বিভব-সংজ্ঞক লীলাবতারসমূহের প্রকট করিয়া থাকেন এবং যাঁহার নারায়ণ-নামক একটী মুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণকমলসেবী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন।।১।।

ব্রহ্ম তাঁ'র অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।।১০।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৯)

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ-কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁ'রে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।।১১।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।১২)

ভগবান্ নির্ব্বিশেষ-গুণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া 'নিত্য সবিশেষ'—

তাঁ'রে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।।১১।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪০)

"ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্"।।১৩।। (ভগবৎসন্দর্ভ ৮)

ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।।১৩।।

পরমাত্মা—

যোগিগণের আরাধ্য সর্ব্বান্তর্যামী অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।১৪।। (গীঃ ১৮।৬১)

সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই প্রদান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন।।১৪।।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।১৫।। (গীতা ১০।৪২)

অধিক কি বলিব, হে অর্জ্জুন! (সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, —আমার এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান।।১৫।।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।।১৬।। (গীতা ৯।১০)

আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষকরি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া, এই চরাচর জগৎ প্রকৃতি-ই প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।।১৬।।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।।১৭।। (গীতা ৯।২৪)

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে উপাসনা করে, তাহাদিগকেই প্রতীকোপাসক বলা যায়। তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নহে, অতএব অতাত্ত্বিক উপসনাবশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যূত হয়।।১৭।।

পরমাত্মা কৃষ্ণের একাংশ—

পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।

আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংশ।।১৮।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৬।১৬১)

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।

চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি।।১৯।। (ভাঃ ২।২।৮)

কোনও কোনও যোগী পুরুষ স্ব-স্ব-দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্ প্রাদেশপরিমিত পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন।।১৯।।

পরতত্ত্ব বিচার—

পরতত্ত্ব-ভগবান সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদাদিনী শক্তির

শক্তিমৎ-তত্ত্ব— অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত-পুরুষ—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।২০।। (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই। তিনি পরাৎপর বস্তু। তাঁহার সমান বা অধিক কোন বস্তু নাই। তিনি অবিচিন্ত্য পরা-শক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা

সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা।।২০।।

বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরা-

ততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে

বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।।২১।। (ঋগ্‌বেদ ১।২২।২০)

আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ বর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরম পদ দর্শন করেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।।২১।।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।

স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁ'র হয় অবস্থান।।২২।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭)

কৃষ্ণই স্বরাট্ পুরুষ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজো-বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।২৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।১)

এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অন্বয় ও তদ্বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎ কর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদি কবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, যেরূপ তেজ ও মৃত্তিকার পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর জ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতীতি হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জড়ধর্ম্ম যাঁহাতে অসম্ভব, যাঁহাতে কপটতার অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্য-স্বরূপলক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য-তত্ত্ব—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।২৪।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫।১৫)

আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত। আমা হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান, সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা এবং বেদান্ত-বিৎ।।১৪।

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ-ভগবান্—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।২৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮)

পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহবা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহবা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্যনিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণের মূলপুরুষ, আদ্যপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি।।২৫।।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্।।২৬।। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।।২৬।।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান।।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত-অবতার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ সবার আধার।।
সচ্চিদান্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বরস-পূর্ণ।।২৭।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৩-১৩৫)

ভগবচ্ছব্দের সংজ্ঞা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।।২৮।। (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৪)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য' সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টীর সমাহার 'ভগ'-নামে খ্যাত, এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণ অঙ্গাঙ্গিভাবে যাহাতে ন্যস্ত, 'তিনিই ভগবান্'।।২৮।।

যাঁ'র ভাগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা।।২৯।। (চৈঃ চঃ আঃ ২-৮৮)

কৃষ্ণই সর্ব্বসেব্য, সর্ব্বভোক্তা, স্বরাট্ পুরুষ—

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব-শুদ্ধ-সখ্য-বাৎসল্যাদিময়।।
তিঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা।
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশদেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন।।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো—সর্ব্বদেব—অবতংস।।
তিঁহো যে করেন কৃষ্ণের দাস্য—প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে, শিব—'মুঞি কৃষ্ণদাস'।।
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর।।
পিতামাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয়।।
এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব, তাঁ'র সেবকানুচর।।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর।।
কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁর দাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ।।৩০।। (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৭৪-৮৩)

কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।।৩১।। (স্কন্দপুরাণ)

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে মহেশ্বরি! আমরা সেই নিমিত্ত-পুরুষ হইতেই জাত হইয়াছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের কারণ।৩১।।

কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।।৩২।।
(ভাঃ ১০।১।১—ভাবার্থ-দীপিকা)

দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।।৩২।।

কৃষ্ণই মূলপুরুষ—

অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস।।
কৃষ্ণ—এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ—সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব—বিশ্বের বিশ্রাম।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।।
পরম-ঈশ্বর-কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।৩৩।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।৭০, ৯৪, ১০৬)

কৃষ্ণ ও নারায়ণ তত্ত্বতঃ 'এক' হইলেও রসগত-বিচারে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।৩৪।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ব বিভাগ ২।৩২ শ্লোক)

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।।৩৪।।

কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ,
নারায়ণ—কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য বিলাসবিগ্রহ—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ-
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।।৩৫।। (ভাঃ ১০।১৪।১৪)

(ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার)—হে অধীশ, আপনি কি নারায়ণ নহেন ? আপনিই নারায়ণ; কেন না আপনি সর্বদেহধারী জীবসমূহের আত্মস্বরূপ অর্থাৎ নার-শব্দের অর্থ জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন (আশ্রয়) যিনি তিনিই নারায়ণ—আপনিই সেই। (আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ এই যে) আপনি অখিল-লোক-সাক্ষী অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি জানেন, তিনিই নারায়ণ। অতএব ত্রিকালজ্ঞ আপনিই নারায়ণ। নর হইতে উদ্ভূত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব; তাহা হইতে জাত জল যাঁহার অয়ন (আশ্রয়), তিনি নারায়ণ। সেই নারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাসমূর্তি। উহা পরম সত্য। বিরাট্স্বরূপের ন্যায় আপনার নারায়ণ-রূপ মায়িক নহে।

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদ-কান্তিশ্চিদুদয়ঃ।।৩৬।। (দশমূল শিক্ষা)

ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তি মাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎ প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশ-বৈভবমাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ।।৩৬।।

ব্রহ্মা-রুদ্রাদিদেবতা সকলেই কৃষ্ণের অধীন-তত্ত্ব—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।

সেশং পুণ্যত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ।।৩৭।। (ভাঃ ১।১৮।২১)

যাঁহার পদনখ-নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অর্ঘ্য-স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই 'মুকুন্দ' ভিন্ন অন্য কে 'ভগবৎ'-শব্দবাচ্য হইতে পারেন?।।

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্।।৩৮।। (ভাঃ ৩।২৮।২২)

যে চরণ প্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিব-স্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র-নিক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার মনের কল্মষ ধ্বংস হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করিবে।।৩৮।।

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।৩৯।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।১৩।১)

ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুদগণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদ-বচনসকল দ্বারা সামগণ যাঁহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায় তদগতচিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।।৩৯।।

অসংখ্য ব্রহ্মারগণ আইলা ততক্ষণে।।
দশ-বিশ-শত সহস্রাযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যার্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন।।
রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-নয়ন।।

* * * * *

আসি' সব ব্রহ্মা, কৃষ্ণ-পাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদ-পীঠে লাগে।।

* * * * *

পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদ-পীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি।।
যোড় হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলে প্রভু, দেখাইলে চরণ।।
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি'।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি'।।৪০।। (চৈঃ চঃ মঃ ২১।৬৬-৭৪)

কৃষ্ণের অংশাংশদ্বারাই সৃষ্টি-স্থিতি-ক্রিয়া সাধিত হয়—

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা।।৪১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৫।৩১)

যাঁহার অংশাংশের অংশদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্যাদি হইয়া থাকে, আমি সেই বিশ্বাত্মা আদিপুরুষের শরণাগত হই।।৪১।।

দ্বিভূজ -মূরলীধর বৃন্দাবনচন্দ্র গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ—

কৃষ্ণঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃপরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি।।৪২।।

(লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্ব খণ্ড ১৬৫ সংখ্যাধৃত যামল-বচন)

যদুকুলে অবতীর্ণ বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না অর্থাৎ প্রকটলীলায় দ্বারকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে ব্রজেন্দ্র নন্দনত্ব আচ্ছাদন করিয়া গমনাগমন করিলেও অপ্রকট-লীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন।।৪২।।

দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভূজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা।।৪৩।।

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ড ১৬৫ সংখ্যাধৃত যামল-বচন)

এই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কোন কালে চতুর্ভূজ নহেন। তিনি প্রধানা গোপী রাধার সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।।৪৩।।

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার, শুন, সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোরশেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর।।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ—'পর'-নাম।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁ'র গোলোক—নিত্যধাম।।৪৪।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২-১৫৩, ১৫৫)

বেদে লীলা-পুরুষোত্তম গোপেন্দ্রনন্দনের কথা—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম।

স ধ্রীচীঃ স বিষূচির্বসান আবরীবর্তিভুবনেষ্বন্তঃ।।৪৫।।

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ২২ অনুবাক্, ১৬৪ সূক্ত, ৩১ ঋক্)

দেখিলাম এক গোপাল, তাঁহার কখনও পতন নাই; কখন নিকটে কখন দূরে—নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটলীলা বিস্তার করিতেছেন।।৪৫।।

কৃষ্ণই মূল বস্তু, কৃষ্ণসেবাতেই নিখিল বস্তুর তৃপ্তি—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।৪৬।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জল-সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে বিভিন্নস্থানে জল-সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অন্নলেপন দ্বারা তদ্রূপ হয় না), সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না।)।।৪৬।।

বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জানিয়া অধীনতত্ত্ব ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতার প্রতিও দ্বেষ করা উচিৎ নহে—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।।৪৭।। (পদ্ম-পুরাণ)

সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীহরিই একমাত্র সর্ব্বদা আরাধ্য। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্য দেবতাকেও কখনও অবজ্ঞা করিবে না।।৪৭।।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।। ৪৮।। (গীঃ ১০।৮)

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন— অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত—সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি-স্থান বলিয়া আমাকে জান। এইরূপ অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ ভাব অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তিসহকারে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন।।৪৮।।

একই কৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—(ক) স্বয়ংরূপ, (খ) তদেকাত্মরূপ ও (গ) আবেশরূপ—

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ—নাম।

প্রথমেই তিন রূপে রহেন ভগবান্।।৪৯।।

(ক) স্বয়ং মূর্ত্তি—দ্বিবিধ; (১) স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ও (২) 'স্বয়ংপ্রকাশ'—

'স্বয়ংরূপ', 'স্বয়ংপ্রকাশ'—দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।

স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি।।৫০।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৫-১৬৬)

স্বয়ংপ্রকাশ দ্বিবিধ—(ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব—

(ক) প্রাভব-প্রকাশরূপে বহুরূপে লীলা বা বিলাস,

যথা রাসে—

প্রাভব, বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।

এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে।।৫১।।

যথা মহিষী—মহিষী-বিবাহে—

মহিষী—বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।

প্রাভব-বিলাস—এই শাস্ত্র—পরসিদ্ধি।।৫২।।

বৈভব—প্রকাশের সংজ্ঞা—

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।

ভাবাবেশ-ভেদে নাম বৈভব-প্রকাশে।।৫৩।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৮, ৭১)

(খ) বৈভব-প্রকাশে—(১) শ্রীবলরাম (২) কৃষ্ণরূপি-দ্বিভুজবাসুদেব বা দেবকীনন্দন, (৩) কৃষ্ণরূপিচতুর্ভুজ-বাসুদেব বা দেবকীনন্দন—

বৈভব—প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।

বর্ণমাত্র ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান।।

বৈভব—প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।

দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ।।৫৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭৪-১৭৫)

কৃষ্ণরূপী চতুর্ভূজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন প্রাভব-বিলাস।

উক্ত চতুর্ভূজ—উক্ত দ্বিভুজেরই প্রকাশ-বিগ্রহ; ব্রজেন্দ্রনন্দনে গোপাভিমান ও বাসুদেবে ক্ষত্রিয়াভিমান; বাসুদেব অপেক্ষা নন্দ-নন্দনে চারিটী অধিক চমৎকারিতা—

যে কালে দ্বিভুজ নাম—বৈভব-প্রকাশ।

চতুর্ভূজ হৈলে, নাম—প্রাভব-বিলাস।।

স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।

বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান।।

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য-বিলাস।

ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ইহা অধিক উল্লাস।।৫৫।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭৬-১৭৮)

(খ) তদেকাত্মরূপের সংজ্ঞা—

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবা-বেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তাঁ'র।।৫৬।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৩)

উহা দ্বিবিধ—(১) বিলাস ও (২) স্বাংশ—

তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ'—দুই ভেদ।
বিলাস-স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ।।৫৭।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৪)

বিলাসের দ্বিবিধ বিলাস—(ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব।

(ক) প্রাভব-বিলাসে-মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে আদি-চতুর্ব্যূহের চারি মূর্ত্তি—

প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন।।৫৮।। (চৈঃ চঃ ২০।১৮৬)

তন্মধ্যে এক মূর্ত্তিতেই বলরাম—ব্রজে গোপাভিমানী ও পুরে ক্ষত্রিয়াভিমানী; বর্ণবেশাদিভেদই বিলাস- হেতু—

ব্রজে গোপ-ভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ তা'তে 'বিলাস' তাঁ'র নাম।।৫৯।। (চৈঃ চঃ মঃ২০।১৮৭)

বৈভব-প্রকাশরূপে ও প্রাভব-বিলাস রূপে ভাব- ভেদে একই বলরাম—

বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে।।৬০।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৮)

প্রাভব-বিলাস আদি চর্তুর্ব্যূহই সমগ্র চতুর্ব্যূহরূপী বৈভব-বিলাসগণের কারণ—

আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ।।৬১।।

তাঁহারাই পুরের (মথুরা ও দ্বারকা-ধামের) অধীশ্বর—

কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস।।৬২।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৯-৯০)

(১) আদিচুর্ব্যূহ হইতে নাম ও অস্ত্রবৈচিত্র্যে চব্বিশটী মূর্ত্তি—'বৈভব-বিলাস'—

এই চারি হইতে চব্বিশ-মূর্ত্তি-পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভব-বিলাস।।৬৩।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯১)

(ক) পর হইতে আদি চতুর্ব্যূহ সহ কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সহ নারায়ণরূপে বিলাস-বিগ্রহ—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণ-রূপে।।
তাহা হইতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ-পরকাশ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁ'র বাস।।৬৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯২-১৯৩)

(খ) দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের প্রত্যেকের তিনমূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ-বিগ্রহ--১২ মাসের ও ১২টী তিলকের ১২ মূর্ত্তি দেবতা--

চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি।।৬৫।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯৪)

স্বাংশের প্রধানতঃ দুই রূপ--(১) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-চালক, (২) সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশকরূপে নানা অবতার---

সঙ্কর্ষণ-মৎস্যাদিক—দুই ভেদ তাঁ'র।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি-লীলা অবতার।।৬৬।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৪)

ছয় প্রকার অবতার—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর।।
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাতার।।৬৭।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৫-২৪৬)

'স্বয়ং ভগবান্' কাহাকে বলে ?—

যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা।।৬৮।।

অবতারী ও অবতারের দৃষ্টান্ত---কৃষ্ণই অবতারী---

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন।।
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।।৬৯।। (চৈঃ চঃ আঃ ২৮৮-৯০)

অবতার ও অবতারী অভিন্ন----

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽহনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্ম বরাহঃ।
নৃসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহমিতি।।৭০।।

(চতুর্ব্বেদ শিখা)

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন,—কৃষ্ণ আমি, আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; আমিই বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম; আমিই বুদ্ধ ও আমিই কল্কি।।৭০।।

সকলেই চিচ্ছক্তিমান্ মহেশ্বর—

নৈবৈতে জায়ন্তে নৈবৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি।।৭১।। (চতুর্ব্বেদ-শিখা)

এই সকল অবতার বদ্ধজীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না, বদ্ধজীবের ন্যায় ইঁহাদের

জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বা মুক্ত হয় না। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দ স্বরূপ।।৭১।।

অবতার-কাল ও প্রয়োজন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭২।। (গীঃ ৪।৭)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই।।৭২।।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৭৩।। (গীঃ ৪।৮)

আমি আমার পরমভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শনলালসোত্থ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ এবং ভক্তদ্রোহিগণের বিনাশ ও শ্রবণকীর্ত্তনাদি নিত্যধর্ম্ম সংস্থাপন-জন্য প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই।।৭৩।।

বিষ্ণুর কার্য্য—সাধু-পরিত্রাণ ও দুস্কৃত বিনাশ, স্বয়ং কৃষ্ণের কার্য তাহা নহে—
অবতারী কৃষ্ণের অবতরণকালে তাঁহার সহিত অবতার বিষ্ণুর মিলন—
দেহস্থিত অংশ-বিষ্ণুদ্বারা জগতের ভার-হরণ ও পালন-লীলা—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন।।
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ কাল তা'তে হইল মিশাল।।
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁ'তে আসি' মিলে।।
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।।৭৪।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮-১০, ১৩)

কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।।৭৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৬)

সূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন—হে ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ অক্ষয়সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্রপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময়, চিদানন্দনসমুদ্র ভগবান্ শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকটিত হন।।৭৫।।

(ক) সর্ব্বপ্রথমে তিনটী পুরুষাবতার—

(১) কারণার্ণবশায়ী, (২) গর্ভোদকশায়ী, (৩) ক্ষীরোদকশায়ী

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।। ৭৬।।

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ড ৫ম অঙ্কধৃতসাত্বততন্ত্রবচন)

নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ। প্রথম—মহত্তত্ত্বেরস্রষ্টা-কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয়--গর্ভোদকশায়ী সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ; তৃতীয়—ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তার্গত পুরুষ; ইনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এই পুরুষাবতারত্রয় প্রকৃতির ভর্ত্তা জানিতে পারিলে জীবের পুরুষাভিমানে মূর্ত্তিমতী-প্রকৃতি-স্ত্রীর সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। তৎকালেই তিনি ভোগপর-জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হন এবং সাধুসঙ্গে হরিসেবা করিবার সুযোগলাভ করেন।।৭৬।।

প্রপঞ্চাতীত-ধাম হইতে কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রাকট্য বা অবতরণই 'অবতার'—

সৃষ্টি–হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে।।
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম।।৭৭।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৬৩-২৬৪)

(১) সঙ্কর্ষণই প্রকৃতি-বীক্ষণ ও বীজ বপনকারী আদিপুরুষাবতার।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক-সিসৃক্ষয়া।।৭৮।। (ভাঃ ১।৩।৯)

ভগবান্ শ্রীহরি লোকসৃষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধি, মহদহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রসম্ভূত একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত--এই ষোড়শ পদার্থ যাঁহাতে অংশরূপে বর্ত্তমান, সেই কারণার্ণবশায়ী নামক আদ্য-পুরুষাবতার লীলা প্রকট করেন।।৭৮।।

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট, স্থাষ্ণু চরিষ্ণু ভূম্নঃ।।৭৯।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৬।৪২)

প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ভগবানের প্রথম অবতার। কালস্বভাবাদি তাঁহার কর্ম্ম; কার্য্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মতত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, সমষ্টিশরীররূপ পাতালাদি, সমষ্টিজীব, হিরণ্যগর্ভ, স্থাবরজঙ্গমরূপ ব্যাষ্টিশরীর—এই সকল পরমেশ্বর-সম্বন্ধি বস্তু।।৭৯।।

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি রোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৮০।। (ব্রঃ সং ৫।৪৮)

ব্রহ্মাণ্ড-নাথসকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার নিশ্বাসকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার অংশ বা কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।৮০।।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।

তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্।।৮১।। (ব্রঃ সং ৫।২)

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণধাম গোকুল। তাহা অনন্তের অংশদ্বারা নিত্য প্রকটিত। সেই গোকুল চিন্ময়-সহস্র-পত্রবিশিষ্ট কমলের ন্যায়। তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাস-স্থান।।৮১।।

কারণার্ণবশায়ী পুরুষের অপ্রাকৃত-স্বরূপ—

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।

তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্।।৮২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।৩)

কারণোদকশায়ী শ্রীহরি হইতে তাঁহার পাতাল প্রভৃতি শ্রীচরণাদি সন্নিবেশক্রমে লোক-বিস্তারকারী বিরাট্ রূপ—প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ শ্রীহরির রজস্তমোহীন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ।।৮২।।

(১) প্রদ্যুম্নরূপী দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী—

ইনিই ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিত সমষ্টিবিষ্ণু—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতার ও মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহাদি লীলাবতারগণের মূল। হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি-জীবের অন্তর্যামী— এই গর্ভোদকশায়ীই ঋক্ সূক্তের স্তবনীয় মায়াধীশ-তত্ত্ব—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁ'র, 'গুণাবতার'।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে তিনের অধিকার।।

হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী।

'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই।।৮৩।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৯১-২৯২)

(৩) অনিরুদ্ধরূপী তৃতীয়-পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বা গুণাবতার-বিষ্ণু। তিনিই সর্ব্বভূতস্থ অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ও পালক—

বিরাট্ ব্যষ্টি—জীবের তিঁহো অন্তর্যামী।

ক্ষীরোদকশায়ী, তিঁহো পালন-কর্ত্তা, স্বামী।।৮৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৯৫)

ত্রিবিধ গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; রজোগুণে ব্রহ্মা,—কখনও মহত্তম জীবের বৈরাজ-ব্রহ্মাত্ব, কখনও তদভাবে গর্ভোদকশায়ীরই হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মাত্ব—

ভক্তিমিশ্রকৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।

রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁ'র মন।।

গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।

ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি।।৮৫।।

ব্রহ্মার ভেদাভেদ-প্রকাশত্বে উপমা— আতস-কাচ ও সূর্য্যের দৃষ্টান্ত—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ

স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।

ব্রহ্মা য এষ জগদন্ড—বিধান-কর্ত্তা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৮৬।। (ব্রঃ সং ৫।৪৯)

সূর্য্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয়শক্তি আধানপূর্ব্বক ব্রহ্মা হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।।৮৬।।

তমোগুণে রুদ্র; মায়াসঙ্গিরূপে গর্ভোদশায়ীরই রুদ্রতত্ত্ব—

নিজাংশ—কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি'।

সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি'।।৮৭।।

কৃষ্ণের স্বাংশরূপে বস্তুতঃ অভিন্নাংশ ঈশ্বর-কোটি হইয়াও রূদ্র মায়াসঙ্গ-বিকারে জগৎসংহারকরূপে বিভিন্নাংশ জীব—

মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।

জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।।৮৮।।

রুদ্রের ভেদাভেদ-প্রকাশতত্ত্বের উপমা—দুগ্ধ ও দধির দৃষ্টান্ত—

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপধরে।

দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হইতে নারে।।৮৯।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩০৭-৩০৯)

ব্রহ্ম-সংহিতায় সমর্থন-বাক্য—

ক্ষীরং যথা দধি-বিকার-বিশেষ-যোগাৎ

সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথিগস্তি হেতোঃ।

যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৯০।। (ব্রঃ সং ৫।৪৫)

অম্লাদি-বিকারসংযোগে দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং দুগ্ধ হইতে দধির পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলেও দধি যেমন দুগ্ধ পরিচয়ে পরিচিতি হইতে পারে না, সেইরূপ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সংহারকার্য্যের জন্য তমোগুণ অঙ্গীকার করিয়া শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া শম্ভু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে ভিন্ন একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন; আবার শম্ভুও বিষ্ণু-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। আমি সেই মায়াতীত বিষ্ণু-অংশী আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।।৯০।।

রুদ্র ও বিষ্ণুর পার্থক্য—

শিব–মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।

মায়াতীত, গুণাতীত 'বিষ্ণু'—পরমেশ।।৯১।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১১)

ব্যবহারতঃ রুদ্র সর্ব্বদা গুণ-মায়া-মিলিত—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।

বৈকারিক–স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।।৯২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৮।৩)

(শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে বলিতেছেন;— হে মহারাজ!) বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিন প্রকার অহঙ্কারদ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই শিব।।৯২।।

বিষ্ণুর গুণ-মায়াতীতত্ব ও অধোক্ষজত্ব—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

সঃ সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।।৯৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৮৫)

(শ্রীশুকদেব পুনরায় বলিতেছেন, হে রাজন্!) প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ হরি। তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদেষ্টা, তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়।।৯৩।।

সত্ত্বগুণে বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীরই বিলাস, কৃষ্ণের কলা—

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।

সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত, তা'তে গুণ-মায়া-পার।।

স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণ-সমপ্রায়।

কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায়।।৯৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১৪-৩১৫)

দীপের দৃষ্টান্ত—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য

দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা।

যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৯৫।। (ব্রঃ সং ৫।৪৫)

আমরা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। দীপরশ্মি যেরূপ পৃথগ্‌বর্ত্তিগত হইয়া পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানভাবে আলোক প্রদান করে, কেননা আলোক প্রদানাদি ধর্ম্ম উভয়েরই সমান, সেইরূপ গোবিন্দ পালনাদি কার্য্যের নিমিত্ত গুণাবতার বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হইলেও ব্রহ্মা-রুদ্রাদির ন্যায় তাঁহার (বিষ্ণুর) সহিত স্বয়ং ভগবান্ গোবিন্দের কোন ভেদ থাকে না অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বাংশে উভয়েই সমান।।৯৫।।

বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের স্বরূপ; ব্রহ্মা ও শিব বশ্যতত্ত্ব এবং কৃষ্ণ হইতে ভিন্নাকৃতি; বিষ্ণু ঈশতত্ত্ব ও কৃষ্ণের সমাকৃতি—

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।

পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার।।৯৬।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১৭)

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।।৯৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৬।৩২)

(ব্রহ্মা বলিতেছেন,—)হরির নিয়োগমতে আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন। ত্রিগুণমায়াশক্তিধর (অথবা অন্তরঙ্গ—বহিরঙ্গ-তটস্থ-শক্তিধর) সেই হরি পরমাত্মরূপে বিশ্বকে পালন করেন।।৯৭।।

ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি লীলা অপ্রাকৃত ও নিত্য—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।।৯৮।।

(শ্রীভগবান বলিতেছেন,—) হে অর্জ্জুন! আমি অচিন্ত্য চিচ্ছক্তিদ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম স্বীকার করি, তাহা (পূর্ব্বোক্ত) তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি দেহ-ত্যাগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।।৯৮।।

কৃষ্ণের নিত্যলীলা-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—

তা বাং বাস্তুন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।

অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণিঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।।৯৯।। (১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্)

(ঋঙ্মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—

তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি, যেখানে গাভীসকল প্রশস্তশৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভাবহবিধিরূপ ভক্তেচ্ছা বর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে। (শুভাবহ বিধিরূপ অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে সমর্থ কামধেনু সকল)।।৯৯।।

'অপাণিপাদঃ'-অর্থে প্রাকৃত-হস্তপদাদি-রহিত অপ্রাকৃত-দেহবান্—

'অপাণিপাদঃ'- শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।

পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ।।১০০।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৫০)

অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রভাবেই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।১০১।। (গীতা ৪।৬)

আমি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর এবং অব্যয়স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বস্বরূপে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হই।।১০১।।

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব প্রাকৃতবুদ্ধির অগম্য—

অপ্রাকৃত-বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।

বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর।।১০২।। (চৈঃ চঃ মঃ ২।১৯৫)

অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম।।১০৩।। (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২)

যে ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে— উহা প্রকৃতির অতীত।।১০৩।।

"তর্কাঽপ্রতিষ্ঠানাৎ"।।১০৪।। (ব্রহ্ম সূত্র ২।১।১১)

ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টার নাম তর্ক। এই অপ্রাকৃত তত্ত্বের কথা কি, প্রাকৃত বিষয়েও উহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না।।১০৪।।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।। ১০৫।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।২৯)

ব্রহ্মা ভগবানকে বলিতেছেন, হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমার বিষয় জানিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।।১০৫।।

অনুমান—প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।

কৃপা বিনা ঈশ্বর-তত্ত্ব কেহ নাহি জানে।।১০৬।।

পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে।।১০৭।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮২, ৮৭)

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ

সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।

প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ—বিদাং মতৈশ্চ

নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্।।১০৮।। (যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৫ শ্লোক)

হে ভগবন্! প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্রদ্বারা এবং তোমার শীল, রূপ, চরিত ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়াও রাজস ও তামসভাব-বিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।।১০৮।।

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ী-

সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।

মায়াবলেন ভবতাপি নিগৃহ্যমাণং

পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।।১০৯।।

হে ভগবন্! দেশ, কাল ও চিন্তা—এই তিনটী সীমাদ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ। কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয়শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তোমার

অনন্য ভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।।১০৯।।

শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃত বস্তু—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য।।১১০।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৬-১৬৭)

নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—একতত্ত্ব, সকলই সচ্চিদানন্দস্বরূপ—শ্রীবিগ্রহের দেহ- দেহীতে ভেদ নাই—

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'–তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি, –তিন 'চিদানন্দরূপ'।।
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের- ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'।।
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', ' দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।।১১১।।
(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩১, ১৩২, ১৩৪)

মূঢ়ব্যক্তিগণই নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপকে অনাদর করে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভুত-মহেশ্বরম্।।১১২।। (গীঃ ৯।১১)

মূঢ়লোক আমার এই সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকে মানব-তনু মনে করিয়া আদর করে না। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা তাহারা জানিতে পারে না।।১১২।।

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁ'রে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃতকায়।।
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁ'রে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ-সমান।।
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে তার এই গতি।।
আর এক করিয়াছ পরম–প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা অপরাধ।।
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ।।১১৩।। (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১১৮-১২২)

শ্রীঅর্চ্চাবতার অষ্টবিধরূপভেদে প্রপঞ্চে প্রকটিত—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।।১১৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৭।১২)

ভগবানের অর্চ্চা-মূর্ত্তি আট প্রকার; যথা—(১) শিলাময়ী, (২) কাষ্ঠময়ী, (৩) লৌহ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃণ্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী, (৮) মণিময়ী।।১১৪।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'কৃষ্ণতত্ত্ব'-বর্ণন-নামক সপ্তম রত্ন সমাপ্ত।

অষ্টম রত্ন

শক্তি-তত্ত্ব

ভগবচ্ছক্তির অনন্তত্ব—

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।

যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ।।১।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৮।১৯)

(শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে কহিলেন,— হে ঋষিগণ!)যিনি মহত্তমগণের একান্ত পরমাশ্রয়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলে যে নীচকূলে জন্ম ও তজ্জনিত মনঃপীড়া বিদূরিত হইবে, এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব ? যাঁহার শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ নিজেও অনন্ত, যাঁহার গুণ প্রতি মহদ্বস্তুতেই আছে, সুতরাং লোকে যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া জানেন, তাঁহার নামকীর্ত্তনকারীর যে নীচ জাতিতে জন্ম ও তজ্জনিত মনোবেদনা অপনীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?।।১।।

অনন্তশক্তিমধ্যে তিনশক্তি প্রধান—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে।

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।। ২।। (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই। কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম 'পরা' শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিক 'পরা' শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ) বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা।।২।।

অনন্ত-শক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম।।
ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা।।
ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিনশক্তি মেলি' প্রপঞ্চ রচন।।
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ।।
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়।।
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ।।৩।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৫২-২৫৭)

ত্রিবিধ শক্তির পরিচয়—

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি-নাম।।
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি সবার উপরে।।৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫১-১৫২)
সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয়।।
কৃষ্ণের স্বাভাবিক-তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি।।৫।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৯,১১১)

চিচ্ছক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।। ৬।।
(শ্বেতাশ্বতর ১।৩)

ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানের নিজ প্রভাবদ্বারা সংবৃতা ও আত্মভূতা চিচ্ছক্তিকে নিখিল-কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ একমাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব। তিনি কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি নিখিল-কারণসমূহকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।।৬।।

চিচ্ছক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৭।। (গীঃ ৪।৬)

(শ্রীভগবান বলিতেছেন—) আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় করিয়া আমি তদ্দ্বারা স্বস্বরূপে জীবের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই।।৭।।

জীবশক্তি-বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ, জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ, সংসারমোক্ষস্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ।।৮।। (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৬)

তিনি (ভগবান্) বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা ও আত্মযোনী। তিনি জ্ঞানী, কালকর্ত্তা, গুণী ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি প্রধান অর্থাৎ জড়, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব-শক্তির অধীশ্বর ও গুণেশ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরও শক্তিমত্তত্ত্ব এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের মূল কারণ।।৮।।

জীবশক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।৯।।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।১০।। (গীঃ ৭।৪-৫)

(শ্রীভগবান বলিতেছেন—) হে অর্জ্জুন! আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটভাগে বিভক্ত, (হে মহাবাহো!) এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।।৯-১০।।

মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।

অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।।১১।। (শ্বেতাশ্বতরঃ ৪।৫)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী বহু প্রজার জনয়িত্রী সমানরূপা প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা অজ (জন্মাদি-রহিত) পুরুষ সেবা করিয়া থাকেন। অন্য বিজ্ঞানাত্মা অজ-পুরুষ ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন।।১১।।

মায়াশক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।১২।।

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—) হে অর্জ্জুন! আমি আমার ত্রিগুণাত্মিকা

জড়া প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই সকল ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। সৃষ্ট্যাদি জড় ব্যাপারে আমি স্বরূপতঃ উদাসীন। অতএব আমার ইচ্ছাবশে প্রকৃতি হইতেই এই সকল সৃষ্টি-কার্য্যাদি হইয়া থাকে।।১২।।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।।১৩।। (গীঃ ৯।১০)

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেশ্বর আমি যে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।।১৩।।

মায়া দ্বিবিধা—গুণমায়া ও জীবমায়া—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।১৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩৩)

স্বরূপ-তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপ-তত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়া বৈভব বলিয়া জানিবে। স্বরূপতত্ত্ব সূর্য্যস্থানীয় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাসস্থানীয়া জীবমায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণমায়া।।১৪।।

জড়মায়া যোগমায়ার ছায়া—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।১৫।। (ব্রঃ সং ৫।৪৪)

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভূবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।১৫।।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।

বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।।১৬।। (ভাঃ ২।৫।১৩)

যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার (ভগানের) দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেই মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি' ও তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আমার'— এইরূপ প্রলাপ-বাক্য বলে।।১৬।।

হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী—এই তিনটী শক্তির বৃত্তি—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।।১৭।। (বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ ১২।৪৮)

হে ভগবন্! সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি হ্লাদকারী, তাপকরী ও মিশ্রা—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা।।১৭।।

সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ।।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যা'রে জ্ঞান করি' মানি।।১৮।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫৪-১৫৫)

কৃষ্ণই ত্রিশক্তির অধীশ্বর—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ, স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ।।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ, কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ।।১৯।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।২১)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই, তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণকাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল পূজোপহার সমর্পণপূর্ব্বক কোটি কোটি কিরীটসংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন।।১৯।।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।২০।। (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তিঃ তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা শক্তি—চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি—জীবশক্তি, অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞারূপা শক্তির নাম মায়া।।২০।।

কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি—

ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক—লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ—আর।।
ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে স্বয়ং ভগবান্।।২১।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৭৯-৮০)

রাধিকা কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তুভেদ নাই, শাস্ত্রপরমাণ।।
মৃগমদ,তাঁ'র গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ।।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা এক-ই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।২২।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৬-৯৮)

রাধাই সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী—
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার।।
বৈভবগণ যেন তাঁ'র অঙ্গ–বিভূতি।
বিম্ব–প্রতিবিম্ব–রূপ মহিষীর ততি।।
লক্ষ্মীগণ তাঁ'র বৈভব–বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ।।
আকার-স্বরূপ ভেদ ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁ'র রসের কারণ।।২৩।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৭৬-৭৯)

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'শক্তিতত্ত্ব'-বর্ণন-নামক অষ্টম রত্ন সমাপ্ত।

নবম রত্ন

ভগবদ্রস–তত্ত্ব

কৃষ্ণই অখিল-রসামৃত-সিন্ধু—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩।১৭)

(শ্রীল শুকদেব কহিলেন—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ! অখিল রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যেই রস তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন।) বীর-রসের মল্লগণ দেখিল, যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হইলেন এবং মধুর-রসাশ্রিতা স্ত্রীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন করিলেন। নরসমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যাশ্রিত গোপসকল তাঁহাকে স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে

দর্শন করিতে লাগিল। পিতামাতা তাঁহাকে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্‌রূপে, শান্ত-রসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।।

(এখানে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যোগিগণের 'শান্ত', বৃষ্ণিগণের 'দাস্য', হাস্যপ্রিয় গোপবালকগণের 'সখ্য' ও নন্দাদি গোপগণের 'বাৎসল্য' ও 'করুণ', স্ত্রীগণের 'মধুর', মল্লগণের 'বীর', নরগণের 'অদ্ভুত', ভয়ার্ত্ত রাজগণের 'রৌদ্র, ভোজপতির 'ভয়ানক,' জড়বুদ্ধি জনগণের 'বীভৎস'-রসের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ এই পঞ্চ মুখ্য ও সপ্তগৌণ-রস বিদ্যমান। এই জন্য তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি।)

অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্বই রস—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।।২।। (তৈত্তিরীয় ২।৭)

সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কেই-ই বা শরীর ও প্রাণ-চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন; তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।।২।।

পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধূর-রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রস-মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।।৩।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৮৫)

সপ্ত গৌণরস—

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়।।৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৮৭)

শ্রুতিতে শান্তরস-বর্ণন—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।।৫।। (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)

এই সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে এবং অন্তিমকালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে, অতএব আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই ব্রহ্ম অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব-বিচারে 'ব্রহ্ম' ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। সুতরাং শান্তভাবে তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। (এইরূপ উপাসনা মমতা-গন্ধহীন বলিয়া উহাকে 'শান্তরস' বলা হইয়াছে)।।৫।।

শ্রীমদ্ভাগবতে শান্তরস-বর্ণন—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ।।৬।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৬।৪৭)

দিগম্বর, ঊর্ধ্বরেতা, ভিক্ষু, শান্ত, শুদ্ধ, সন্ন্যাসী, ঋষিগণ (ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্লেশ স্বীকার করিয়া কোনও প্রকারে) ব্রহ্মলোকে গমন করেন।।৬।।

ভগবন্নিষ্ঠাই শান্তের গুণ—

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।

তিতিক্ষা দুঃখ সন্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ।।৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৯।৩৬)

মন্নিষ্ঠতা (ভগবন্নিষ্ঠতা) বুদ্ধি হইতেই 'শম' গুণ, ইন্দ্রিয়সংযম 'দম', দুঃখসহনের নাম 'তিতিক্ষা', জিহ্বা ও উপস্থ-জয়ের নাম 'ধৃতি'।।৭।।

শান্তরসের গুণ ও স্বরূপ—

শান্তরসে—কৃষ্ণে নিরপেক্ষভাব—

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।

'কৃষ্ণ—নিষ্ঠা', 'তৃষ্ণা—ত্যাগ'—শান্তের 'দুই' গুণে।।

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা—গন্ধ-হীন।

'পরব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'—জ্ঞান-প্রবীণ।।৮।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।২১৪, ২১৭)

দাস্যরসে—শান্তরস+সেবা—

কেবল 'স্বরূপজ্ঞান' হয় শান্তরসে।

'পূর্ণৈশ্বর্য্য—প্রভু-জ্ঞান' অধিক হয় দাস্যে।।

ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম—গৌরব প্রচুর।

'সেবা' করি' কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।।

শান্তের গুণ দাস্যে আছে,—অধিক 'সেবন'।

অতএব দাস্যরসের এই 'দুই' গুণ।।৯।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ১৯।২১৮-২২০)

শ্রীমদ্ভাগবতে দাস্যরস-বর্ণন—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা, দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ, সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।।১০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১২।১১)

দাস্যের উদাহরণ—রক্তক-চিত্রকপ্রমুখ কৃষ্ণের দাস্যরসের ভক্তগণ অতিশয় সুকৃতিশালী। তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ নিজভক্তদিগকে আত্মপর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি পরদেবতা। মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকটে তিনি নররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।।১০।।

ভগবদ্দাস্যমহিমা—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।।১১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৬।৪৬)

শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—হে ভগবন্! আমরা তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। তোমার নির্ম্মাল্য, বস্ত্র, গন্ধ, অলঙ্কার প্রভৃতি তোমারই প্রদত্ত জানিয়া অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে করিতে তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব।।১১।।

ভগবদ্দাস্যের মহত্ত্ব—

অল্প করি' না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করেন ভগবান্।।
অগ্রে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।।১২।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-মধ্য ১৭।১০৩-১০৪)

শ্রুতিতে সখ্যরস-বর্ণন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তরোরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।১৩।। (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬)

সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন।।১৩।।

শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্রম্ভ সখ্যরসের উদাহরণ—

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্।।১৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৮।২৪)

মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে এবং বলদেব ছদ্মবেশী প্রলম্বকে বহন করিতে লাগিলেন।।১৪।।

সখ্যরসে—শান্ত-ক্রোড়ীভূত দাস্যরস+ বিশ্রম্ভ-মমতা—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা সখ্যে, 'বিশ্বাস'ময়।।
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন।।
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব—সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্য-রসের 'তিন' গুণ—চিহ্ন।।
'মমতা' অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম—জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্।।১৫।। (চৈঃ চঃ মঃ-১৯।২২১-২২৪)

বাৎসল্য-রসে—দাস্য-ক্রোড়ীকৃত সখ্যরস + কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান—

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম—'পালন'।।

সখ্যের গুণ—'অসঙ্কোচ', 'অগৌরব' সার।
মমতাধিক্যে তাড়ণ-ভর্ৎসন—ব্যবহার।।
আপনাকে 'পালক'-জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
'চারি' গুণে বাৎসল্য-রস—অমৃত—সমান।।১৬।। (চৈঃ চঃ মঃ-১৯।২২৫-২২৭)

মধুররসে—দাস্য ও সখ্য-ক্রোড়ীভূত বাৎসল্য +
নিজাঙ্গদ্বারা সেবা—

মধুর-রসে অবশিষ্ট চারি-রস অনুস্যূত—
মধুর-রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন-মমতাধিক্য হয়।।
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসের হয় 'পঞ্চ' গুণ।।
আকাশাদিগুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে।।
এই মত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।।১৭।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।২৩০-২৩৩)

স্থায়িভাব বা রতিসহ সামগ্রী-মিলনে রসোৎপত্তি;
রতিই—মুখ্য আধার বা রসের মূল—

প্রেমাদি স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি-রসরূপে পায় পরিণামে।।
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি'।।১৮।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪৩-৪৪)

রসের ' হেতু'-বিভাব দ্বিবিধ—(১) আলম্বন ও (২) উদ্দীপন—

দ্বিবিধ 'বিভাব'—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি—আলম্বন।।১৯।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪৬)

বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ—

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপিচ।।২০।। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-দক্ষিণবিভাগ ১।৭)

গৌণ ও মুখ্য রসের বিষয় (সেব্য) কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তগণই রসের আধারস্বরূপ। পণ্ডিতগণ এই 'দুই'কে 'আলম্বন' বলেন।।২০।।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়-জাতীয় আলম্বন—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।২১।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ২।৩২)

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন। এই রূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।।২১।।

আশ্রয়গণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই শ্রেষ্ঠা—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।২২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।২৮)

(শ্রীব্রজগোপীগণ কহিতেছেন) হে সহচরী। আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে।।২২।।

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধশৃঙ্খলাম্।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।।২৩।। (গীতগোবিন্দ-৩য় সর্গ, ১ম শ্লোক)

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণ সাররূপ রাসলীলা-বাসনার শৃঙ্খলস্বরূপা রাধাকে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।।২৩।।

রসের 'কার্য্য'—অনুভাবের ১৩ প্রকার ভেদ; ৮ প্রকার সাত্ত্বিকও রসের 'কার্য্য'—

'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।

স্তম্ভাদি 'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর।।২৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪৭)

রসের 'সহায়'—ব্যভিচারী-ভাব ৩৩টী—

নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।

সব মিলি' 'রস' হয় চমৎকার-কারী।।২৫।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪৮)

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'ভগবদ্রসতত্ত্ব'-বর্ণন-নামক নবম রত্ন সমাপ্ত।

দশম রত্ন

জীব-তত্ত্ব

জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব—

স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।।

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ,—অবতারগণ।

বিবিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন।।১।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮-৯)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।২।। (গীঃ ১৫।৭)

(শ্রীভগবান বলিতেছেন,—) আমি সর্ব্বেশ্বর। জীবসকল আমার অংশ (বিভিন্নাংশ) ও নিত্য অর্থাৎ ঘটকাশাদির ন্যায় কল্পিত নয়, এই প্রপঞ্চে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় পদনিগড়ের (শৃঙ্খলের) ন্যায় বহন করিতেছে।।২।।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ চিন্ময়—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্—

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।৩।। (গীঃ ২।২০)

জীবাত্মা ষড়্বিকার-রহিত। সুতরাং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই। পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি, কি বৃদ্ধি হয় নাই বা হইবে না। তাঁহার অপক্ষয় বা নাশ নাই। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্ম-মরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না।।৩।।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।৪।।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।।৫।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।২৩-২৪)

জীবাত্মা অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে আর্দ্র হন না এবং বায়ুদ্বারা শুষ্ক হন না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য অশোষ্য, নিত্য সর্ব্বগত, স্থাণু ও অচল। ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।।৪-৫।।

জীব—পরমাত্মরূপ—সূর্য্যের কিরণ-কণ—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে

প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।।৬।।

(বৃহদারণ্যক ২।১।২০)

যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসকল বহির্গত হয়, সেইরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখাদি, কর্ম্মফল, সর্ব্বদেবতা, আব্রহ্ম-স্তম্ভ সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা হইতেই উদগত হইয়া থাকে।।৬।।

তত্ত্ববস্তু—সূর্য্যসদৃশ, জীব—তৎকিরণ-কণ—

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।

জীবের স্বরূপ-যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।।৭।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৬)

জীব—অণুচৈতন্য ; শ্রুতি—প্রমাণ—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।৮।। (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)

সেই জীবকে কেশাগ্রের শত-ভাগের শতাংশতুল্য শূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য-লাভের যোগ্য। (আনন্ত্য-শব্দে বিভুত্ব বুঝিতে হইবে না। অন্ত—মৃত্যু ; তদ্‌রাহিত্যই 'আনন্ত্য' অর্থাৎ মোক্ষ)।।৮।।

অণুর্হ্যেষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ।।৯।।

(২।৩।১৮ সূত্রে মধ্ব-ভাষ্যোদ্ধৃত গৌপবন-শ্রুতি বাক্য)

এই আত্মা অণু, ইহাতে পাপপুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে।।৯।।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।

প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং

যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা।।১০।। (মুণ্ডক ৩।১।৯)

এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিশুদ্ধচিত্তে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট প্রাণবায়ু—প্রাণ,অপান, ব্যান, সমান, উদান—এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া চেতনা যাঁহাতে বিরাজমান এবং যাঁহার শক্তি জীবগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত সেই আত্মা বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রকাশিত হন।।১০।।

অণুচৈতন্য জীবের দেহব্যাপিত্ব—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।১১।। (শ্রীমদ্ভগবতগীতা ১৩।৩৩)

হে ভারত! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সেইরূপ চেতন-ধর্ম্মদ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে।।১১।।

বেদান্ত-প্রমাণ--

গুণাদ্বালোকবৎ।।১২।। (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।২৬)

দীপাদি-আলোক যেরূপ গৃহের একস্থানে থাকিয়াও সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, আত্মাও সেইরূপ দেহের একদেশে থাকিয়াও স্বীয় চেতনা শক্তিদ্বারা সর্ব্বদেহব্যাপী হইয়া থাকে।।১২।

'বদ্ধ' ও 'মুক্ত'-ভেদে জীব দুই প্রকার--

সেই বিভিন্নাংশ জীব--দুই ত' প্রকার।
এক--'নিত্যমুক্ত', এক--নিত্যসংসার'।।
'নিত্যমুক্ত'--নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ।।
'নিত্যবদ্ধ'কৃষ্ণ হৈতে --নিত্য--বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভূঞ্জে, নরকাদি-দুঃখ।।
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দন্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে।।১৩।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০-১৩)

জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত---

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা--শক্তি' ' ভেদাভেদ-প্রকাশ'।।
সূর্য্যাংশু--কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার 'শক্তি' হয়।।১৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-১০৯)

জীব--কৃষ্ণের নিত্যদাস--

স ব্রহ্মকাঃ স রুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্।।১৫।।

(প্রমেয়রত্নাবলী ৫।২ ধৃত মহাভারত বাক্য)

বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র, বহু ইন্দ্র, বহু মহর্ষির সহিত দেবতাগণ সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীনারায়ণ হরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।।১৫।।

জীব--কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোক-
স্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে
উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।।১৬।। (বৃহদাঃ ৪।৩।৯)

এই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার দুইটী স্থান আছে--ইহলোক ও পরলোক। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিরূপ 'স্বপ্নস্থান' তৃতীয়। তিনি (জীবাত্মা) সন্ধিরূপ তৃতীয় স্থানে থাকিয়া জাগ্রদ্রূপ পরলোক এবং সুষুপ্তিরূপ ইহলোক--এই উভয়স্থানই অবলোকন করেন।।১৬।।

জীব—ঈশ্বরের ভেদাভেদ-প্রকাশ—

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ।।
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে।।১৭।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২-১৬৩)

ভগবান্—মায়াধীশ্, জীব—মায়াবশযোগ্য—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।১৮।।

ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন।।১৮।।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।১৯।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৪-৫)

সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব— সত্ত্ব, রজঃ তমঃ--এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত 'প্রাকৃত' বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমানবশতঃ উহার অনর্থ ঘটিয়া থাকে।।১৯।।

জীবের বহুত্ব ও ভেদের নিত্যত্ব—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।।২০।। (কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ-ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।।২০।।

একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাত্তাদৃশা মিথঃ।
ভিদ্যন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ।।২১।। (প্রমেয় রত্নাবলী ৪।৫)

(পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অর্থ যোজনা করিয়া বলিতেছেন,) যখন নিত্যচৈতন্যস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বর হইতে, তাদৃশ চেতনময় বহু জীব পরস্পর ভিন্ন, তখন পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ নিত্য।।২১।।

শুদ্ধাদ্বৈত-মতে 'জীব' ও 'ঈশ্বর' ভিন্ন—

যথা সমুদ্রে বহুবস্তরঙ্গা স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভুরি জীবাঃ।

ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব।।২২।।

(তত্ত্বমুক্তাবলী ১০)

রে জীব! যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে তেমনি আমরাও চিৎসমুদ্র-স্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ কখনই 'সমুদ্র' বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে?।।২২।।

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।

স্বর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।২৩।। (শ্রীমদ্ভগবতগীতা ১৪।২)

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,) —এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ নির্গুণতা লাভ করিলে সৃষ্টিসময়ে জড়জগতে জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্ম-বিনাশরূপ ব্যথাও পায় না।।২৩।।

অভেদ-শ্রুতির তাৎপর্য্য—

প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতঃ যথা।

তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে।।২৪।। (প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬)

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে

প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি।।২৫।। (ছান্দোগ্য ৫।১।১৫)

(শ্রুতিতে যে সকল অভেদসূচক বাক্য আছে অর্থাৎ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি'-এই সকল নির্ব্বিশেষপর বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—) বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের যেমন একমাত্র মুখ্য প্রাণেরই অধীনতা- নিবন্ধন 'প্রাণ'-শব্দেই অভিধান ও প্রাণরূপত্ব; সেইরূপ চিজ্জড়াত্মক জগতেরও ব্রহ্মেরই অধীনতা-হেতু 'ব্রহ্ম' শব্দবাচ্যত্ব ও ব্রহ্মপরত্ব। নেত্রদ্বয়, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মন তত্তৎ-নামে অভিহিত হয় না, উহারা সকলেই 'প্রাণ' এই নামেই আখ্যাত হয়; যেহেতু প্রাণই ঐ সকল বাগাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা।।২৪-২৫।।

শঙ্করাচার্য্যও বস্তুতঃ ভেদবাদী—

শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো

যৎকর্ম্ম কর্ত্তুর্ব্ব্যপদেশ উক্তঃ।

ব্যাখ্যা কৃতা ভাষ্যকৃতা তথৈব

গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদ বাক্যৈঃ।।২৬।। (তত্ত্বমুক্তাবলী ৫।৮)

'কর্ম্মকর্ত্তুর্ব্যপদেশাচ্চ' (ব্রহ্মসূত্র ১।২।৪)—এই সূত্রে সূত্রকার বেদব্যাস জীব ও

ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে" (কঠ ১।৩।১)—এই বচন লক্ষ্য করিয়া "গুহাং প্রাবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ"—(ব্রহ্মসূত্র ১।২।১১) এই সূত্রের অর্থ-বিচারে পূর্ব্বপক্ষ তুলিলেন,—'আত্মানৌ' শব্দে কি 'বুদ্ধি' 'জীব' অথবা জীব ও পরমাত্মাকে বুঝাইবে? সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন, বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব শঙ্করাচার্য্য মহাশয় সূত্রকারের ভেদমতই বস্তুতঃ স্বীকার করিয়াছেন।।২৬।।

যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে।।
যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি।।
তবু তোমা হইতে সে হইয়াছি 'আমি'।
আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি।।
যেন সমুদ্রের সে 'তরঙ্গ' লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে।।
অতএব জগৎ তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোক পরলোক তুমি সে রক্ষিতা।।
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন।।
এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৭, ৪৯—৫৪)

কৃষ্ণ-বৈমুখ্যই জীবের অবিদ্যা বা ক্লেশমূল—
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি।।২৮।।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।২৯।।
(মুণ্ডক ৩।১।১-২, শ্বেতাশ্বতর ৪।৬-৭)

সর্ব্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহিরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যজন মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন! কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই আত্মবৃক্ষে অবস্থিত হইয়া নিজযোগ্যতাকে (বুঝিতে না পারিয়া) মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া

স্থূলসূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি-জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন।।২৮-২৯।।

স্থূল ও লিঙ্গদেহে আত্মাভিমানজন্য সংসারক্লেশ—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পন্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।৩০।।

(কঠ ১।২।৫)

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই কুটিলস্বভাববিশিষ্ট অবিবেকিগণ দুর্গম পথে অন্ধগণের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অধঃপতিত হয়।।৩০।।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দন্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।।৩১।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭-১১৮)

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভই মুক্তি বা আত্যন্তিক-ক্লেশ-নিবৃত্তি—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ।।৩২।। (শ্বেতাশ্বতর ১।১১)

পরমেশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইলে স্থূল-দেহ-পাশ এবং লিঙ্গদেহ বা দৈহিকমমতা-পাশ ছিন্ন হয়। পাশজন্য ক্লেশ খর্ব্ব হইলে জন্ম-মৃত্যুরূপ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না। জীব ভগবৎ-অভিধ্যান অর্থাৎ অনুশীলনক্রমে শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হন অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে প্রাপ্ত হন। তখন তিনি পূর্ণকাম হইয়া থাকেন।।৩২।।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।।৩৩।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২০)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত—'চিৎ' ও 'অচিৎ' সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর—

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোহন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।।৩৪।।

(বৃঃ আঃ ৩।৭।১৫)

যিনি সকল ভূতে অবস্থিত কিন্তু ভূতসকল যাঁহাকে জানে না, ভূতসকল যাঁহার শরীর, যিনি ভূতসকলের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই আত্মার অন্তর্য্যামী পুরুষ।।৩৪।।

'জীব'-বিষয়ে দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত—

জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীর—যোগ-বিয়োগ—যোগ্যম্।

অণুং হি জীবং প্রতিদেহ-ভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ।।৩৫।।

(নিম্বার্ক-কৃত দশশ্লোকী)

(নিম্বার্ক-মতে) জীব-জ্ঞান-স্বরূপ ও জ্ঞাতৃ-স্বরূপ, সংখ্যায় অনন্ত, অণু ও হরির অধীন। অণুত্বপ্রযুক্ত তাঁহার মায়িক শরীরের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। জীব এক নহে, প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করে।।৩৫।।

শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।

স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।।৩৬।। (ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য বা ভাঃ ১।৭।৫-৬ টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামীবাক্য)

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর।৩৬।।

বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব।।৩৭।।

(ভাবার্থ-দীপিকা ১।১।২)

ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু, সেই বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া এবং বস্তুর কার্য্য—এই জড় জগৎ, সুতরাং সকলই বস্তু হইতে অভিন্ন বলিয়া এক অদ্বয় বাস্তববস্তুই সিদ্ধান্তিত হইল।।৩৭।।

মুক্তগণেরও অপ্রাকৃত-সিদ্ধ-দেহে ভগবৎসেবা—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।।"৩৮।।

(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরধৃত সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)

মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ কর্ম্মজনিত নহে) শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া থাকেন।।৩৮।।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদমতে মুক্তাবস্থায়ও জীবের পৃথক অবস্থান—

"পার্ষদতনুনামকর্ম্মারব্ধং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ।।"৩৯।।

(ভাবার্থ-দীপিকা ১।৬।২৯)

ভগবৎ-পার্ষদ-শরীরসমূহে জন্ম-মৃত্যুর মূল কারণ প্রারব্ধকর্ম্ম নাই; উহা নিত্য ও শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ।।৩৯।।

জীব ও ঈশ্বরে সমজ্ঞানই 'পাষণ্ডতা'—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া।।৪০।।

(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

শ্রুতিগণ কহিলেন;—হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীবসংখ্যার অন্ত নাই। 'জীব অনন্ত'-—এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে 'জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত'-—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, 'জীব' ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং আপনি 'ঈশ্বর' তাহার শাসক। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও আপনি সেব্য—এই নিয়ম স্থির থাকে না। সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ। 'সর্ব্বগ' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ব্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা সূর্য্যসদৃশ, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণকণ-স্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময় স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভুত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জীবকে স্বতত্ত্ব হইতে বাহির না করিয়া দিয়া আপনার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্ব্ববিষয়ে সমান জ্ঞান করে, তাহাদের মত— মত-বাদে দূষিত।।৪০।।

যেই মূঢ় কহে,—'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' 'পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম।।৪১।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৫)

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'জীবতত্ত্ব'-বর্ণন-নামক দশম রত্ন সমাপ্ত।

একাদশ রত্ন

অচিন্ত্য–ভেদাভেদ–তত্ত্ব

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।।১।। (কঠ ২।২।১২)

যিনি এক হইয়াও সকলের নিয়ন্তা, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন, যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখলাভ করেন, অন্যের তাহা হয় না।।২।।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে ভাগবত-প্রমাণ—

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।২।।

স্বরূপতত্ত্বই অর্থ অর্থাৎ যথার্থতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয়, এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, এবং স্বরূপতত্ত্ব ব্যতীত যাহার অস্তিত্ব নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—স্বরূপতত্ত্ব সূর্য্যস্বরূপ। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—আভাস ও তমঃ। আভাসস্থানীয় জীবমায়া ও তমঃস্থানীয় গুণমায়া।।২।।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।

প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩৩-৩৪)

পঞ্চমহাভূত যেমন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান, আমিও সেইরূপ ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট হইয়াও পৃথক্ ভগবদ্‌রূপে নিত্য বিরাজমান।।৩।।

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।

স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।।৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৫।৪)

(একদা রামকৃষ্ণ বসুদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ! হে রাম!) কার্য্যস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎসকলই ভগবান্ অর্থাৎ কারণস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ— পুরুষ ও প্রধান। তোমরা তদুভয়েরও ঈশ্বর বা নিয়ামক এবং সর্ব্বকারকের অর্থাৎ কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ ও সম্প্রদানের— একমাত্র আশ্রয়স্থল।।৪।।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।।৫।।

অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যক্ত আছি। চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়। আমি চৈতন্য-স্বরূপ। আমার শক্তি-প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন। আমি পূর্ণ চৈতন্যরূপে লব্ধস্বরূপ একটী পৃথক্‌তত্ত্ব।।৫।।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।।৬।। (গীঃ ৯।৪-৫)

আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত। তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত, যেহেতু আমার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে আমার অলৌকিক-শক্তি, আমার শক্তিকার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া—ইহা স্থির করিবে যে, আমাতে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ।।৬।।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত—

একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব

স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে

সূর্য্যান্তর্মন্ডলস্থ-তেজইব মন্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছ-

বিরূপেণ দুর্ঘট-ঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্।।৭।। (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ১৬ সংখ্যা)

পরতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি প্রকারে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, সূর্য্যমণ্ডল, তাহার বহির্গত রশ্মি, তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল। তাৎপর্য্য এই যে চতুর্দ্ধা প্রকাশ যেরূপ নিত্য, পরমতত্ত্বের একত্বও সেইরূপ নিত্য। এই দুইটী বিরুদ্ধব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন,— অচিন্ত্য অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট জীববুদ্ধির অগম্য। দুর্ঘট-ঘটকত্বই অচিন্ত্যত্ব। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।।৭।।

অপরে তু 'তর্কাহপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১১) ভেদেহপ্য ভেদেহপি নির্ম্মর্য্যাদ-দোষসন্ততি দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতু মশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোহচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র

বাদরপৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্কর মতে চ। মায়া বাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।।৮।। (পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী)

অপর এক সম্প্রদায় বেদান্তিগণ বলেন, সীমারাহিত্যনিবন্ধন তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। ভেদ এবং অভেদ উভয় স্থলেই সাধুতার সীমাতিক্রান্ত নিখিল দোষ লক্ষিত হওয়ায় ভিন্ন বা অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না, সুতরাং ঐ দুইটী স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা সম্ভব নহে। যাঁহারা অভেদ চিন্তা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভেদসাধন করা যেরূপ অসম্ভব, ভেদ-সাধকগণের পক্ষেও সেইরূপ। এইরূপে ভেদাভেদসাধনেই চিন্তার অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া ইঁহারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। বাদর, পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ। ভাস্করভট্ট উপচারিকভাবে ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলি ভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের মত সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ এবং মধ্বচার্য্য শুদ্ধদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ভেদবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। পরমেশ্বর অচিন্ত্য-শক্তিময় বলিয়া স্বীয়মতে অচিন্ত্যভেদাভেদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।।৮।।

শক্তিপরিণামবাদ-ব্রহ্ম-সূত্রে স্বীকৃত—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তাহা উঠাইল বিবাদ।।
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি।।
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত' প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি' হয় বিবর্ত্তের স্থান।।
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পায় পরিণাম।।
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি।।
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।।
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি,—ইথে কি বিস্ময়।।৯।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২১-১২৭)

পরিণাম ও বিবর্ত্তের অর্থ—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।

অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।।১০।।

(সদানন্দ যোগিকৃত বেদান্তসার ৫৯)

কোন সত্যবস্তু অন্যরূপ ধারণ করিলে তাহাকে বিকার বা পরিণাম বলা হয়। দৃষ্টান্ত, যথা—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্যবস্তু নাই অথচ তাহাতে যে অন্য বস্তুর ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত, যথা—রজ্জুতে সর্প ভ্রম।।১০।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-তত্ত্ব-বর্ণন-নামক একাদশ-রত্ন সমাপ্ত।

দ্বাদশ রত্ন

অভিধেয়—তত্ত্ব

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—দ্বিবিধ পন্থা—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে।।১।।

(কঠ ১।২।২)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীরব্যক্তি ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটী—মুক্তির কারণ, অপরটী—বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।।১।।

চরম-কল্যাণ-লাভের চেষ্টা করা জীবমাত্রের কর্ত্তব্য—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তেমানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।২।।

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অনেক জন্মের পর মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীরব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম-কল্যাণ-লাভের চেষ্টা করিবেন, কেননা বিষয় সর্ব্বত্রই আছে।।২।।

শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—এই ত্রিবিধ উপায়—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।।৩।।

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,----হে উদ্ধব! চরমকল্যাণলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের অধিকারভেদে নিঃশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী যোগ বলিয়াছি। এই ত্রিবিধ উপায় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।।৩।।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী কে?

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেম্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম।।৪।।

(ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,---) হে উদ্ধব! যাঁহাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী; আর যাহাদের ফলভোগ বাসনা দূর হয় নাই, সেই সকল কামিগণই কর্ম্মযোগের অধিকারী।।৪।।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।৫।।

পূর্ব্ব সুকৃতিফলে আমার কথায় যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অথচ সংসারে অত্যধিক বিরক্তি বা অত্যাসক্তি নাই, তাঁহার পক্ষেই অভিযোগ সিদ্ধিদায়ক হন।।৫।।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বেদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।৬।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৬-৯)

যে কাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকালপর্য্যন্তই কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।।৬।।

অধিকার নিষ্ঠাই গুণ---

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।।৭।। (ভাঃ ১১।২১।২)

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহারই নাম গুণ। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। এইটাই গুণ ও দোষের নির্ণয়।।৭।।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।।৮।। (গীতা ৩।৩৫)

নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত না হইলেও তদধিকারীর পক্ষে তাহাই ভাল। পরধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও তাহা ভীতিজনক। কেননা স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অধিকারোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি পতন হয়, তবে তাহাও অমঙ্গলজনক হয় না; কিন্তু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে।।৮।।

বেদ-তাৎপর্য্য-গ্রহণে দেবতাদিগেরও মোহ—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।

বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ।।৯।।
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।১০।।
নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ।।১১।।
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্মং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।।১২।। (ভাঃ ১১।৩।৪৩-৪৬)

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয় তাহাও বেদবাদ। বেদ স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী সূরিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্য প্রকারে বর্ণন করার নাম পরোক্ষবাদ। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অজ্ঞ, অশান্ত, বালস্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য-জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্ম নিবৃত্তির উদ্দেশেই কর্ম্মবিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।।৯-১২।।

গুরু কখনও কর্ম্মোপদেষ্টা নহেন—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ।।১৩।। (ভাঃ ৬।৯।৪৯)

রোগী ইচ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য যেমন তাহাকে কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তিও তেমন স্বয়ং নিঃশ্রেয় অর্থাৎ চরম-কল্যাণ অবগত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখন প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেন না।।১৩।।

কর্ম্মযোগের ফল অভয় নহে—

ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্।।১৪।।

(ভগবান্ কহিলেন,—) হে উদ্ধব! বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মযোগে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধীয় যজ্ঞ-পরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। তথায় কর্মফলানুসারে দেবতাদিগের ন্যায় দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিতে থাকেন।।১৪।।

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ।।১৫।। (ভাঃ ১১।১০।২৩, ২৬)

যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্যক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলে তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।।১৫।।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে।।১৬।। (গীঃ ৯।২১)

কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি-পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করে, তথায় প্রভূত সুখ-ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপে কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে।।১৬।।

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্মজ্ঞানাদির নিন্দা—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে

ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম।।১৭।। (ভাঃ ১।৫।১২)

নিষ্কর্ম্মের ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। উহাতে কর্ম্মকাণ্ডের বিচিত্রতা নাই; সুতরাং উহা একাকার স্বরূপ। ঐরূপ কর্ম্ম বিচিত্রতাহীন নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান স্থূল-লিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ঔপাধিক ধর্ম্মের নিবর্ত্তক হইলেও যখন অচ্যুতভাব বর্জ্জিত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম এবং অকাম্যকর্ম্মও যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলের ঐ সকল কর্ম্ম কি প্রকারে শোভা পাইতে পারে? ১৭।।

বহির্ম্মুখ কর্ম্মের নিন্দা—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।

ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।১৮।। (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতরবিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।।১৮।।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।১৯।।

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথাশ্রম মাত্র।।১৯।।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।

নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।।২০।।

আপবর্গিক বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞানপর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। ধর্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই।।২০।।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।।২১।। (ভাঃ ১।২।৮-১০)

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। যতদিন জীবন থাকে, ততদিন কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনেরর মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে।।২১।।

বেদে কর্ম্মনিন্দা—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।।২২।। (মুণ্ডক ১।২।৭)

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশপুরুষোক্ত (যজ্ঞনির্ব্বাহক ষোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও যজমান-পত্নীর) কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই চরমকল্যাণ-লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশর করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।।২২।।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিষন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।২৩।। (মুণ্ডক ১।২।৮)

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞব্যক্তি অন্ধব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।।২৩।।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।।২৪।। (মুণ্ডক ১।২৯)

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহু অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই 'আমারা কৃতার্থ হইয়াছি'—এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশত প্রকৃততত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।।২৪।।

বিষ্ণু ব্যতীত দেবতান্তর-পূজা অবিধি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।২৫।। (গীঃ ৯।২৩)

শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্ব জীবকে উপদেশ করিতেছেন—যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপসনাদ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ নিত্যফললাভ হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছফলপ্রদ।।২৫।।

বেদে কেবলজ্ঞান-ধিক্কার—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।২৬।। (ঈশোপনিষৎ ৯)

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষজ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।।২৬।।

স্মৃতিতে কেবলজ্ঞান-ধিক্কার—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।২৭।। (গীঃ ১২।৫)

নির্ব্বিশেষব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ততত্ত্বে যে নিষ্ঠা—তাহাতে দুঃখমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।।২৭।।

আরোহপন্থা শাস্ত্রে নিন্দিত—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব

জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-

র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।২৮।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৩)

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌতপন্থা। জ্ঞানলাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে ভগবানের অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও, তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিললোকে অজিত হইয়াও জিত, অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।।২৮।।

শ্রেয়সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।২৯।। (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কষ্টই সার হয়; তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই হইয়া থাকে।।২৯।।

আরোহ ও অবরোহপন্থীর গতি—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।৩০।। (ভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।।৩০।।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।৩১।। (ভাঃ ১০।২।৩৩)

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ্ (সুদৃঢ় প্রীতি যুক্ত)। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হ'ন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।।৩১।।

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।।৩২।।

(বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ-পরিশিষ্ট-বচন)

অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন।।৩২।।

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার-বাসনাম্।

যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ।।৩৩।। (ঐ)

জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভগবানে একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন যোগীগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিলিপ্ত হন না।।৩৩।।

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।।৩৪।।

(রথযাত্রা—প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণবাক্য)

মূঢ়তা-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি, শ্রীমূর্ত্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হয়।।৩৪।।

প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, তপস্যাদি, কর্ম্ম, জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ-যোগাদি দ্বারা ভগবান্‌কে দেখিয়াও দেখা যায় না—

অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।

পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্।।৩৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২৯।৪৪)

বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই।।৩৫।।

বেদে অবরোহ-মার্গের উপদেশ—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।৩৬।।

(গুরুপরাম্পরা-ক্রমে যে প্রণালীতে তত্ত্ব-বস্তু সৎসম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, সেই প্রণালীর নাম অবরোহ-মার্গ বা শৌতপন্থা। এই মন্ত্রে শ্রুতি তাহাই উপদেশ করিতেছেন;)—এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন এবং তিনি যাঁহাকে নিজের আশ্রিতরূপে গ্রহণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।।৩৬।।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-

প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো

ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।৩৭।। (ভাঃ ১০।১৪।২৯)

হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপালেশমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা-তত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।।৩৭।।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।

সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।৩৮।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-৬।৮৩)

জ্ঞান-কর্ম্মাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ ব্যুদস্তান্যভাবো-

হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।

ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং

তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি।।৩৯।। (ভাঃ ১২।১২।৬৮)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মজ্ঞানানন্দে মগ্ন হইয়া অন্যভাব দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহিনী লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং তিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই পরমার্থ-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই ভাগবতপ্রকাশক অখিলপাপনাশক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি। ইহাতে ভাগবত-বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃষ্ণলীলায় আসক্তি এবং ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেমানন্দের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইতেছে।।৩৯।।

অষ্টাঙ্গ-যোগ-পন্থা—সভয়—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।

মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।৪০।। (ভাঃ ১।৬।৩৬)

মুকুন্দসেবাদ্বারা সদা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত-অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বনদ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।।৪০।।

প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন নিগৃহীত হয় না—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্ম্মনঃ।

অক্ষীণবাসনং রাজন্দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্।।৪১।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫১।৬১)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু, হে রাজন! তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।।৪১।।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।

বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ।।৪২।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।।৪২।।

প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ কালক্ষেপণ-হেতুমাত্র—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।

ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ।।৪৩।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৫।৩৩)

এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধনচেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।।৪৩।।

প্রকৃত যোগী বা ত্যাগী কে?

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।।৪৪।। (গীঃ ৬।১)

কেহ নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী হইলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ নয়, এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে বসিয়া দৈহিক চেষ্টাশূন্য হইলেই যে যোগী হয়, তাহাও নহে। যিনি কর্ম্মফলত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল আচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী।।৪৪।।

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।

তাহারে সে বলি 'যোগী' সন্ন্যাস-লক্ষণ।।

বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।

কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে।।৪৫।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪১-৪২)

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।

কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন।।৪৬।।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।৪৭।। (গীঃ ৬।৪৬-৪৭)

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। যে ব্যক্তি আমাতে আসক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে (বাসুদেবকে) ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী,—ইহাই আমার মত।।৪৬-৪৭।।

ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্ লভ্য নহেন—

ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।।৪৮।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২০)

(শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—) হে উদ্ধব! প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ আমাকে

সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য জ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না।।৪৮।।

বিবিধ উপায়-মধ্যে একমাত্র শুদ্ধভক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ লভ্য—

বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়।।
এই স্থানে আছে ধন বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে।।
পশ্চিমে খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাতে ন পড়য়।।
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে।।
পূর্ব্বদিকে, তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে।।
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।।
অতএব ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায়।
অভিধেয় বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।।
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়।।
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়।।
দারিদ্র্যনাশ, ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয়।।৪৯।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৩১-১৩৬, ১৩৯-১৪২)

(এই বর্ণনায় ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোলতাদ্বারা 'কর্ম্মকাণ্ড', যক্ষদ্বারা 'জ্ঞানকাণ্ড' এবং কৃষ্ণবর্ণ অজগরদ্বারা যোগগত 'কৈবল্য' উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ ভক্তিতে ধন অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয়। অন্য তিন দিকে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে, জ্ঞানকাণ্ডে ও যোগমার্গে সমূহ বিপদ; তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমের কোনও আশা নাই।)

ভক্তের গতি ও কর্ম্মিজ্ঞানীর গতি একপ্রকার নহে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।৫০।। (গীঃ ১০।১০)

নিত্য ভক্তিযোগদ্বারা যাঁহারা সতত প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি শুদ্ধ-জ্ঞান-জনিত সেই বিমল প্রেমযোগ দান করি, যাহাদ্বারা তাঁহারা আমার পরমানন্দ-ধাম প্রাপ্ত হন।।৫০।।

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ।।৫১।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৪)

যোগ, তপ ও সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা নির্ম্মল। ঐ সকল মার্গে যোগিগণ মহর্লোক, তপোলক ও সত্যলোক লাভ করেন কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন।।৫১।।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্।।৫২।। (গীতা ৯।২৫)

অন্যান্য দেবোপাসকগণ স্ব-স্ব উপাস্য দেবতার অনিত্য লোক লাভ করেন। পিতৃলোকের উপাসকগণ অনিত্য পিতৃলোক এবং ভূতপূজকগণ ভূতত্বই প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।।৫২।।

ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুহাঁর গতি।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি।।৫৩।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৬)

ভক্তের চরিত্র কি প্রকার?

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।৫৪।। (গীঃ ১০।৯)

অনন্য ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া সতত পরমানন্দে অবস্থান করেন।।৫৪।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'অভিধেয়-তত্ত্ব'-বর্ণন নামক দ্বাদশ-রত্ন সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ রত্ন

সাধনভক্তি-তত্ত্ব

জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তি—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।১।। (গীঃ ১৮।৫৪)

ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ দেহাভিমানশূন্য প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কখনও নষ্ট দ্রব্যের জন্য শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আমাতে (ভগবানে) পরা ভক্তি লাভ করেন।।১।।

কর্ম্ম-মিশ্রা-ভক্তি—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।২।। (গীঃ ৯।২৭)

(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন,—হে অর্জ্জুন!) তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। অর্থাৎ আমারই প্রীতির উদ্দেশে তদনুকূলে সে সকল অনুষ্ঠান কর।।২।।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।

বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্।।৩।। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।৯)

বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমাচার-নিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারাই পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হন। তাঁহার এইরূপ আরাধনাই তাঁহার সন্তোষ-লাভের একমাত্র পন্থা; অন্য পন্থ নাই।।৩।।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।৪।। (গীঃ ৩।৯)

হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞ-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম সে সমুদয়ই কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবত্তুষ্টির জন্যই সমুদয় কর্ম্ম আচরণ কর।।৪।।

ভক্তির সংজ্ঞা—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।।৫।। (শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র, ১।২)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।৬।। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ১।৯)

অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত

অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও ঈশ্বর সাযুজ্যানু সন্ধানপর যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে।।৬।।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।

হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।৭।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্র)

(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধানরহিত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মরূপ আবিলতাদ্বারা আচ্ছন্ন নহে।।৭।।

শ্রুতিতে ভক্তিমাহাত্ম্য—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।।৮।।

(৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর-শ্রুতি-বচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকটে লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।।৮।।

ওঁ অমৃতরূপা চ।।৯।।

ভক্তি অমৃতস্বরূপিণী।।৯।।

ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতীভবতি তৃপ্তো ভবতি।।১০।।

সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন এবং আত্মতৃপ্ত হন।।১০।।

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।।১১।।

(নারদ-সূত্র ১।৪-৫)

ভক্তিলাভ করিলে জীবের কোন বিষয়বাসনা, শোক, দ্বেষ এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না।।১১।।

বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে 'সাধন-ভক্তি' দুই প্রকার—

(১) বৈধীভক্তি—

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা।

বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে।।১২।।

শাস্ত্রোক্ত প্রবলমর্য্যাদাযুক্ত এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্য্যাদামার্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।।১২।।

(২) রাগাত্মিকা ভক্তি—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।।১৩।।

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী হইলে রাগাত্মিকা নামে উক্ত হন।।১৩।।

বৈধী ভক্তির উদাহরণ—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদ্।।১৪।।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ২।৮ শ্লোকধৃত পঞ্চরাত্রবাক্য)

হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলেন। এই বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।।১৪।।

রাগানুগা ভক্তির উদাহরণ—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম।।
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজপরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন।।
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন।।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।।
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর।।
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।।
আত্ম—সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার।।
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।।১৫।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৭-১৭২,১৭৪-১৭৫)

নবধা ভক্তি—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।১৬।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।১৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩-২৪)

যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধান (জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া, তদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণ-ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি; অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।।১৬-১৭।।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্।।১৮।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ২।১২৯)

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তচ্চরণে সর্ব্বস্ব দান ও আত্মনিবেদন দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।।১৮।।

নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের শ্রেষ্ঠতা—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্।।১৯।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।২।৩৬)

শ্রীল শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে ভগবৎপ্রেমলাভের উপায় কীর্ত্তন করিতেছেন—হে রাজন্, (যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই, সেই ভক্তিযোগ যাঁহা হইতে উদিত হয়) সেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপ ভক্ত্যঙ্গসমূহ সর্ব্বাত্মদ্বারা সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।।১৯।।

শ্রবণ—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।২০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ! সংসারে যাঁহারা তোমার— তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আরাধিত, সর্ব্বপাপনাশক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক কথামৃত বর্ষণ করেন, অর্থাৎ গান করেন, তাঁরারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য।।২০।।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।।২১।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।৪)

নিবৃত্ততৃষ্ণ (বাসনা-বর্জ্জিত) মুক্তকুল সতত শ্রীকৃষ্ণ-গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা ভব-রোগের ঔষধস্বরূপ; তাহা অখিল ভুবনে শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে আত্মঘাতী (ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মার অধঃপাতসাধনকারী) বা পশুঘাতী (পশুহননকারী ব্যাধবৃত্ত জন) ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি বিরত হইতে পারে?।।২।।

ক্রম-প্রাপ্ত-শ্রবণ—

তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্।।২২।। (ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

(শ্রীভগবান্ ও ভক্তের) নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দসমূহ শ্রবণ-পথগত হইলে তাহাকে শ্রবণ বলা যায়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম-শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়-মল-মুক্ত হইলে ভগবানের রূপসম্বন্ধী কথা শ্রবণ এবং তাহার ফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়হেতু যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হইলে, গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে, পরিকরবর্গের সেবাবৈচিত্র্য এবং তৎসহ তল্লীলা-বৈশিষ্ট্যও স্ফূরিত হয়। এইরূপে তদীয় নাম-রূপাদির স্ফূরণে তাঁহার লীলা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না হইয়া সুন্দরভাবে স্ফূরিতা হন। সেই শ্রবণের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ কিন্তু পরম শ্রেষ্ঠ ।।২২।।

শ্রবণ-মাহাত্ম্য—

পিবন্তি যে ভাগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদুষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্।।২৩।। (ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সমীপে উপনীত হন।।২৩।।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।।২৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১৭)

যাঁহারা কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরু-রূপে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ের কামাদিবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।।২৪।।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ।।২৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। ইহাদ্বারা জ্ঞাপিত হইল যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ--"শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্"--শ্রীচক্রবর্ত্তী।।২৫।।

'কীর্ত্তন' শব্দের অর্থ—

নাম-লীলা—গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।।২৬।। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।৬৩)

নাম,রূপ, গুণ ও লীলাদি উচ্চৈঃস্বরে কথনকেই কীর্ত্তন বলে।।২৬।।

কৃষ্ণবিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনাদি প্রাকৃত শ্রোত্রবাগাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে—

নিজেন্দ্রিয়মনঃ কায়চেষ্টারূপাঃ ন বিদ্ধি তাম্।
নিত্যসত্যঘনানন্দরূপা সা হি গুণাতিগা।।২৭।।
(বৃহদ্‌ভাগবতামৃত পূঃ বিঃ ২।৩।১৩৩)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি ভক্তি শ্রোত্র, বাক, মন ও দেহের ব্যাপার নহে। ঐ ভক্তিকে নিত্যা, সত্যা, ঘনানন্দরূপা, গুণাতীতা এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া জানিবে।।২৭।।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।২৮।।
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।১০৯)

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।।২৮।।

কীর্ত্তন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।২৯।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনমার্গে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাদ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল হরিকীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।।২৯।।

নাম-মহিমা—

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি।।৩০।। (পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪৬ অধ্যায়)

যিনি নিরপরাধে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তাঁহার কখনও বিপথগতি হয় না, তিনি বিমুক্তির পথানুসরণেই বদ্ধপরিকর।।৩০।।

ধ্যায়ন্ কৃতে জপন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্।।৩১।। (পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪২ অধ্যায়)

ধ্যান ও জপের দ্বারা সত্যযুগে, যজ্ঞদ্বারা ত্রেতাযুগে, অর্চ্চন দ্বারা দ্বাপরযুগে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে তাহা হরিণামগুণকীর্ত্তন দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে।।৩১।।

গুণ-কীর্ত্তন—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা

স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।

অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো

যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্।।৩২।। (ভাঃ ১।৫।২২)

(নারদ কহিলেন,—) " হে ব্যাস! উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে গুণানুবর্ণন, তাহাকেই পণ্ডিতগণ তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দান— এই সকল কর্ম্মেরই নিত্যফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।।৩১।।

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য

নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।

তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ–

পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্।।৩৩।। (ভাঃ ৩।১৩।৪)

(হে মুনে!) যাঁহাদেরর হৃদয়-দেশে ভগবান্ মুকুন্দের পাদারবিন্দ বিরাজিত, তাঁহাদের গুণানুবাদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু-আয়াসসাধ্য বেদ-অধ্যয়নের ফল,--ইহা পণ্ডিতগণ স্তুতিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।।৩৩।।

ভগবানের গুণ-মহিমা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।৩৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।১০)

ব্রহ্মানন্দে মগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না, ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে তিনি আত্মরামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।।৩৪।।

নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ—

পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজসদাসঙ্গত্যপেক্ষয়া।

নামসংকীর্ত্তন প্রায়ং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর।।৩৫।। (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৪৪)

(হে মন!) তুমি যদি (ভৃঙ্গের ন্যায়) ভগবৎপাদপদ্মের সদা সঙ্গলাভে অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নামসংকীর্ত্তনবহুলা বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর।।৩৫।।

হরিনামবিনা জীবের গতি নাই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।৩৬।।
(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২১ সংখ্যাধৃত বৃহন্নারদীয়-বচন)

'হরের্নাম'-শ্লোকের ব্যাখ্যা—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার।।
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার।।
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ।।
অন্যথা যে মানে, তা'র নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার।।৩৭।। (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২-২৫)

স্মরণ—

এতাবান্ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ।।৩৮।। (ভাঃ ২।১।৬)

স্ব-স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মের পালন, সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা অন্তে নারায়ণস্মৃতিই পুরুষের জন্মলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল।।৩৮।।

ভগবৎ-স্মৃতি ও বিষয়-স্মৃতি এবং তাহার ফল—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।।৩৯।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।।২৭)

(শ্রীভগবান বলিতেছেন—) সদা-বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তির চিত্ত যেমন বিষয়েই নিমগ্ন হয়, সেইরূপ মদীয় ধ্যানাসক্ত ব্যক্তির চিত্তও আমাতে লীন অর্থাৎ তন্ময় হইয়া যায়।।৩৯।।

ভগবৎস্মৃতির ফল—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।৪০।। (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্তা প্রেম-লক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।।৪০।।

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-মধ্যে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—

যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-
সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্।।৪১।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

যদ্যপি কলিকালে অপর আটটী ভক্ত্যঙ্গও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তথাপি সে-সকল কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই সাধন করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—"সুধীগণ সংকীর্ত্তন- প্রধান যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।" "তাহাতে স্বতন্ত্রভাবে নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতাও বর্ণিত হইয়াছে।।৪১।।

পাদ-সেবন——

যৎ পাদ–সেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতি সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ।।৪২।। (ভাঃ ৪।২১।৩১)

শ্রীভগবানের চরণসেবাভিরুচি তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সুরধুনীর ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবগণের অশেষ-জন্ম সঞ্চিত কামাদিবাসনাময় চিত্তের মালিন্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে।।৪২।।

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্ব-পরি-ক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা।।৪৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৮।৬)

কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণগাথা শ্রবণ-সংস্পর্শে যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না। যেমন, যদি কোনও পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহশান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যান না।।৪৩।।

পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব নির্দ্দিষ্টঃ। ততঃ সেবায়াঃ সাদরত্বং বিধীয়তে। অস্য শ্রীমূর্ত্তি দর্শনস্পর্শন পরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দির গঙ্গা পুরুষোত্তমদ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়তীর্থস্থানগমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ।।৪৪।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

পাদসেবনে পাদ-শব্দে ভক্তিই নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে সেবার সমাদরই বিহিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুব্রজ্যা (অনুগমন) এবং ভগবন্মন্দির তথা গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি তৎসম্বন্ধীয় তৎপদাঙ্কলাঞ্ছিত তীর্থাদিতে গমনও পাদসেবনের অন্তর্গত।।৪৪।।

পাদসেবনের ফল—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।।৪৫।। (ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

অবন্তী-দেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।।৪৫।।

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ- সেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ।।
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ।।
সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।।৪৬।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ৩।৭-৯)

অর্চ্চন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।৪৭।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে, উহার স্কন্ধ শাখা উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে (অর্থাৎ ভোজন করিলে) যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিলদেবপিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।।৪৭।।

বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ।
ফলং দদাতি সুলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ।।৪৮।।
(মধ্বমুনি-রচিত-শ্রীকৃষ্ণামৃত-মহার্ণব)

কোনরূপ আয়োজনবিশেষের সংযোগ-সামর্থ্য না থাকিলে, কেবল সলিলদ্বারাও সজ্জানানুমোদিত বিধানে পূজিত হইলে শঙ্খচক্রধারী দেব-দেবেশ শ্রীহরি সহজেই ফল প্রদান করেন।।৪৮।।

যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবলস্মরণাদি-নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্য প্রতি পত্তিঃ স্যাৎ। পরদ্বারা সম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্। ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ। তথা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মস্য দেবতাযাগরূপস্য শাখাপল্লবাদিসেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চ্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। দীক্ষিতানাং চ সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে। ননু

ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ, তত্র বিশেষণ নমঃ শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ, শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষঃ , শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি ভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্ত দানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা ? উচ্যতে, যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎ সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।।৪৯।। (ভাঃ ৫।৭।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদেরর অর্চ্চনমার্গই প্রশস্ত। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদিতে নিষ্ঠাবান্ হইলে বিত্তশাঠ্য বা অর্থকার্পণ্য প্রতিপাদিত হয়। অর্চ্চনাদি কার্য্য অপরের দ্বারা সম্পাদন ব্যবহারিক নিষ্ঠা অথবা আলস্যের পরিচায়ক। অতএব শ্রদ্ধারাহিত্যহেতু তাদৃশ কার্য্য হীন বলিয়া পরিগণিত। এইস্থলে দেবযজ্ঞরূপ যে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, তাহা বৃক্ষের শাখাপল্লবাদিতে জলসেচনের ন্যায়; আর ভগবৎপূজা— মূলে জলসেচনস্বরূপ। সুতরাং এই হেতুও তাঁহাদের শ্রীভগবানের পূজা না করিলে মহান্ দোষ হইয়া থাকে। দীক্ষিত ব্যক্তিসকল ভগবৎপূজা না করিলে, তাঁহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়; শাস্ত্রে ইহা শুনা যায়। এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে,—মন্ত্রসকল নিশ্চয়ই ভগবান্নামাত্মক। নাম হইতে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র 'নমঃ'-শব্দাদিদ্বারা অলঙ্কৃত ভগবন্নাম। ঐ মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবান্ ও মহর্ষিগণকর্ত্তৃক কোন বিশেষ শক্তিতে আহিত এবং ভগবানের সহিতজীবাত্মার সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক। অতএব, কেবল ভগবন্নামই যখন নিরপেক্ষভাবেপরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ, তখন ঐরূপ বিশেষশক্তিসমন্বিত ভগবন্নামাত্মক মন্ত্র যে কেবল নাম হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অধিক শক্তিসম্পন্ন তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রে আবার দীক্ষাদির অপেক্ষা কি জন্য কথিত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন, যদিও দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই স্বভাবতঃ দেহে আত্মবুদ্ধিহেতু অসদাচারে রত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ঐ সকল বৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ঋষিগণ ঐরূপ অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে দীক্ষার মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।।৪৯।।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।৫০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮১।৪ ও গীতা ৯।২৬)

বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক গ্রহণ করি।।৫০।।

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্র দ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ।।৫১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৪।৩৭)

পঞ্চসূনা যজ্ঞ তৎপর দ্বিজাতি (ত্রৈবর্ণিক) দিকের একমাত্র মঙ্গলময় পন্থা এই যে- -তাঁহারা ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিবেন।।৫১।।

বন্দন—

তৎপাদপদ্মপ্রবণৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ।

প্রণামো বাসুদেবস্য বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ।।৫২।। (হরিভক্তিকল্পলতিকা ৯।১)

বাসুদেবের পাদপদ্মে অনুরক্ত ব্যক্তিগণের তদুদ্দেশে কায়, মন ও বাক্যদ্বারা যে প্রণাম তাহাকেই বুধগণ 'বন্দন' নামে অভিহিত করিয়াছেন।।৫২।।

কিং বিদ্যয়া পরমযোগপথৈশ্চ কিন্তৈরভ্যাসতোঽপি শতশো জনিভির্দুরূহৈঃ।

বন্দে মুকুন্দমিহ যন্নতিমাত্রকেণকর্ম্মাণ্যপোহ্য পরমং পদমেতি লোকঃ।।৫৩।।

(হরিভক্তিকল্পলতিকা ৯।২)

যাহার শত-শত-বার অভ্যাসের ফলেও দুরূহ জন্ম-নিবৃত্তি হয় না, তেমন শাস্ত্রজ্ঞান বা প্রসিদ্ধ যোগমার্গ অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি সেই মুকুন্দকে বন্দনা করি, জগতে যাহার পাদপদ্মে প্রণতি হইতেই জীব কর্ম্মসম্বন্ধরহিত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে।।৫৩।।

বন্দন-মাহাত্ম্য—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে

জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।৫৪।। (ভাঃ ১০।১৪।৮)

জীব প্রকৃত কর্ম্মফল সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐসকল নিজকৃত কর্ম্মফল 'ভগবানেরই কৃপা'—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়বাক্য এবং মনের দ্বারা ভবদীয় (শ্রীভগবানের) পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী।।৫৪।।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ

কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।

রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।৫৫।। (মুকুন্দমালাস্তোত্র ৬)

হে হরে! আমি বিষয়সুখের জন্য অথবা গুরতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনবনে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা সমূহে বিহার করিবার জন্যও তোমার চরণ-যুগল বন্দনা করি না; কিন্তু, কেবল ভক্তির প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয় মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।।৫৫।।

ভগবদ্দাস্য—

দেহধীন্দ্রিয়বাক্‌চেতোধর্ম্মকামার্থকর্ম্মণাম্।

ভগবত্যর্পণং প্রীত্যা দাস্যমিত্যভিধীয়তে।।৫৬।।

প্রীতিসহকারে দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্, চিত্ত, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও কর্ম্মসকল শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে তাহা দাস্য নামে অভিহিত হয়।।৫৬।।

দাস্যে খলু নিমজ্জন্তি সর্ব্বা এব হি ভক্তয়ঃ।

বাসুদেবে জগন্তীব নভসীব দিশো দশ।।৫৭।।

দশদিক্ যেমন আকাশে লীন হয়, বাসুদেবে যেমন জগৎ লীন হয়, সেইরূপ সমস্ত ভক্তিই দাস্যে পর্য্যবসিত হয়।।৫৭।।

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যান-পাদসেবনমর্চ্চনম্।

বন্দনং স্বার্পণং সখ্যং সর্ব্বং দাস্যে প্রতিষ্ঠিতম্।।৫৮।।

(হরিভক্তিকল্পলতিকা ১০।১-৩)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, আত্মসমর্পণ এবং সখ্য সকলই দাস্যে প্রতিষ্ঠিত।।৫৮।।

ভগবদ্দাস্যের অঙ্গ—

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।।৫৯।।

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।

ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিসর্জনম্।।৬০।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৯।২১-২২)

(শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—) আমার (শ্রীভগবানের) সেবায় আদর, আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে অমার সম্বন্ধ-দৃষ্টি, আমার নিমিত্ত অখিল চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণবর্ণন, আমাতে চিত্ত-সমর্পণ, সর্ব্বপ্রকার ভোগত্যাগ—এই সমস্তই আমার দাস্যের অঙ্গ।।৫৯-৬০)।।

ভগবদ্দাস্য-প্রার্থনা—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্ন্নিদেশা-

তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।৬১।।

হে ভগবন! আমি কামাদিরিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; আমারও লজ্জা ও উপশান্তির উদয় হইল না; হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।।৬১।।

'সখ্য'-ভক্তির সংজ্ঞা—

অতিবিশ্বস্তচিত্তস্য বাসুদেবে সুখাম্বুধৌ।

সৌহার্দ্দেন পরা প্রীতিঃ সখ্যমিত্যভিধীয়তে।।৬২।। (হরিভক্তি কল্পলতিকা ১১।১)

সর্ব্বসুখের আকর শ্রীবাসুদেবে যাঁহার একান্ত দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনি সৌহার্দ্দের সহিত সেই বাসুদেবে যে পরমপ্রীতি করিয়া থাকেন, তাহাই 'সখ্য'-নামে অভিহিত হয়।।৬২।।

বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি-ভেদে সখ্য দুই প্রকার—

বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্।।৬৩।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ২।৮৪)

শাস্ত্রে সখ্যের বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তিভেদে দুইপ্রকার বিষয় কথিত হইয়াছে।।৬৩।।

এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।

প্রীতি র্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।।৬৪।। (ভাঃ ৫।৫।৬)

(ঋষভদেব কহিলেন) জীবাত্মার পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, মন কর্ম্মের অধীন হইয়া জীবকে কর্ম্মনিষ্ঠ করে। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত না তাহার আমাতে—শ্রীবাসুদেবে প্রীতি (সখ্য) জন্মে, তাবৎ তাহার দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় না।।৬৪।।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্।।৬৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৩২)

অহো নন্দমহারাজ ও ব্রজবাসিগণের কি ভাগ্য! — কি মহাভাগ্য! তাঁহাদের অপরিচ্ছিন্ন সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে মিত্ররূপে লাভ করিয়াছেন।।৬৫।।

'আত্ম-নিবেদন'-সংজ্ঞা—

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্ম্মমস্যাপহঙ্কৃতেঃ।

মনসস্তৎ স্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্।।৬৬।। (শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ১২।১)

শ্রীকৃষ্ণের সেবায়, তাঁহারই ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় যিনি দেহ উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি তদিতর বিষয়ে মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার, সেই কৃষ্ণগতচিত্তজনের মনে যে ভগবৎস্বরূপতা (অর্থাৎ ভগবৎসুখতাৎপর্য্যে আত্মসুখচেষ্টারাহিত্য) তাহাই শাস্ত্রে 'আত্মনিবেদন' বলিয়া অভিহিত হয়।।৬৬।।

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।

তদয়ং তব পাদপদ্মযোরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ।।৬৭।। (স্তোত্ররত্ন ৫২)

দেহাদি বিষয়ে আমার যে কোন আখ্যাই হউক্ না কেন, অথবা গুণবিচারে আমার

যে কোন পরিচয়ই হউক্ না কেন, হে ভগবন্! অদ্যই এই আমি আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম, অর্থাৎ আজ হইতে আমি তোমারই হইলাম।।৬৭।।

শরণাগতি—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।।৬৮।। (ভাঃ ১১।৫।৪১)

হে রাজন্! যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবই সকল—এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্যে বা ঋণপাশে বদ্ধ নহেন।।৬৮।।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৯।। (শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ১৮।৬৬)

(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্বগুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন—) হে অর্জ্জুন! তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐ সকল ধর্ম্ম ত্যাগের জন্য অনুশোচনা করিও না। সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব।।৬৯।।

ভক্তির অনুকূল ধর্ম্ম—

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্।।৭০।।
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্ব-দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ।।৭১।।
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ।।৭২।।
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি।।৭৩।।
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।।৭৪।।
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্।।৭৫।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।২৩-২৮)

প্রথমেই সকল বিষয় হইতে মনকে অনাসক্ত করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। পরে হীন ব্যক্তির প্রতি দয়া, সমান লোকের সহিত মিত্রতা এবং আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির

প্রতি সম্মান—এইরূপ সর্ব্বভূতের সহিত যথাযথ ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। শৌচ, তপঃ, সহিষ্ণুতা, বৃথাবাক্যালাপ-বর্জ্জন, ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, মান-অপমান- প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিষয়ে সমতা, সর্ব্বত্র আত্মরূপ ঈশ্বরদর্শন, ঐকান্তিকতা, গৃহাদিতে ভোগবুদ্ধিরাহিত্য, নির্জ্জনবাস, সামান্য-বসন-পরিধান, যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ, শ্রীমদ্ভাগবতে দৃঢ়বিশ্বাস, অন্য শাস্ত্রের অনিন্দা, কায়-বাক্য - মনের নিগ্রহ, সত্য, শম, দম, অলৌকিক-লীলা-পরায়ণ ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণসকলের শ্রবণ, কীর্ত্তণ, ধ্যান, তদর্থে অখিলচেষ্টা, ইষ্ট-বিষ্ণু বিষয়ক যাগ, দান, তপঃ,একাদশ্যাদি ব্রতপালন, জপ, সদাচার নিজপ্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু এবং স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণ-- এই সকল আপন প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন, সমস্ত বিষয়ই তাঁহার প্রীতিসাধন-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে, ভক্তির অনুকূল হয়। নতুবা ভক্তির অন্তরায় হইয়া উঠে।।৭০-৭৫।।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি।।৭৬।। (উপদেশামৃত ৩য় শ্লোক)

উৎসাহ, দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্তি--এই ষড় গুণ হইতে ভক্তি সিদ্ধ হন।।৭৬।।

অনাসক্তভাবে বিষয়-অঙ্গীকার ভক্তির অনুকূল—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।৭৭।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।৭৮।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।৭৯।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।২০।২৭-২৯)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"আমার নাম-গুণ-লীলা-কথায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; যাঁহার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে এবং সেই সকল কর্ম্মফলে আসক্তি দূর হইয়াছে; যিনি কাম-ভোগসকলকে দুঃখপরিণাম বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই; সেই শ্রদ্ধালু ভক্ত, ভক্তিদ্বারাই সমস্ত অভাব দূর হইবে বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া, তখন ঐসকল দুঃখ-পরিণাম বিষয়ভোগ করিতে করিতে এবং তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে প্রীতিভরে আমারই ভজনা করেন। এইরূপে মদুক্ত ভক্তিযোগে যে মুনি ('মন' ধাতু জানা —যিনি মদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন) অনুক্ষণ আমার ভজন-রত থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া আমি স্বয়ং তাঁহার সমস্ত কাম-মল ধ্বংস করি।।৭৭-৭৯।।

যুক্তবৈরাগ্য—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।

নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।৮০।।

(শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ২।১২৫)

কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে।।৮০।।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।।৮১।। (শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা ২।৫৯)

দেহধারি ব্যক্তি রোগাদিভয়ে আহারাদি বর্জ্জন করিলেও বিষয়-নিবৃত্তি হয়; কিন্তু, তাহাতে বিষয়-তৃষ্ণা নষ্ট হয় না। পরন্তু, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্ব-প্রকাশানন্দ পরম তত্ত্বের রসমাধুর্য্য অনুভব করিয়া প্রাকৃত বিষয়-তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হন।।৮১।।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের ভক্তি-অনুকূল আচরণ—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।

হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।৮২।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।৯৩ শ্লোকধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন)

হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষি-ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবায় অনুকুলা হয় সেইরূপ করিবেন।।৮২।।

একাদশ্যুপবাস ভক্তির অনুকূল—

তুলস্যশ্বত্থধাত্র্যাদি-পূজনং ধামনিষ্ঠতা।

অরুণোদয়-বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ।।

জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ।।৮৩।। (প্রমেয়-রত্নাবলী ৮।৯)

শ্রীতুলসী, অশ্বত্থ ও ধাত্রীপূজন, শ্রীমথুরাদিস্থানে বসতি (এই শরীরের দ্বারা, সামর্থ্যাভাবে সিদ্ধদেহে তত্তদ্‌ধামে বাস বুঝিতে হইবে), 'অরুণোদয়বিদ্ধ' পরিত্যাগ করিয়া জন্মাষ্টম্যাদিব্রত পালন করিবে।।৮৩।।

বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা।

উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।।৮৪।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।১০৯ শ্লোকধৃত নারদীয়-বচন)

যে স্থলে (একাদশীর উপবাস-দিন-নির্ধারণে) বহু বিভিন্নমত - হেতুসন্দেহ উপস্থিত হয়, তথায় দ্বাদশীতে উপবাসপূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করাই কর্ত্তব্য।।৮৪।।

ভক্তির কন্টক কি?—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।।৮৫।। (উপদেশামৃত ২ শ্লোক)

অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয়-চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োদ্দম, অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়মে অনাদর অথবা ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, ভক্ত ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ এবং নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য—এই ছয়টি দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়।।৮৫।।

ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষে কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান।।
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল।।
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।।
তাতে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন।।৮৬।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ১৬।৫৯-৬২)

মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তত্তক্ষণে দ্বিজাঃ।।৮৭।।

হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কিছুদ্রব্য সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যখাদ্য বিচার করিবে না।।৮৭।।

ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।।৮৮।।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।।৮৯।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯।১৩৪ শ্লোকধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন)

হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণু সদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।।৮৮-৮৯।।

কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্।।৯০।।

মহাপ্রসাদ-সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়।।৯০।।

অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।৯১।।

(স্কন্ধপুরাণ, উৎকল খণ্ড ৩৮।১৯-২০)

কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। তদ্বিয়ে কোন প্রকার বিচার করা উচিত নহে।।৯১।।

বহির্ম্মুখ-গৃহাসক্তি ভক্তি-প্রতিকূল—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপেদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।।৯২।।
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।৯৩।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।৩০-৩১)

(মহাভাগবত প্রহ্লাদ, পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন,— হে পিতঃ!) গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিংবা পরস্পর হইতে, কোন প্রকারেই কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয়সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধকর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না; সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন।।৯২-৯৩।।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুদেবে মর্ত্যজীববুদ্ধি ও বিষ্ণুকে অন্যদেবতার সহিত সাম্যবুদ্ধি ভক্তি-প্রতিকূল—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-র্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি—
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।৯৪।। (পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলিমলনাশক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল-কল্মসবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।।৯৪।।

অসৎসঙ্গ ভক্তি-প্রতিকূল—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।৯৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৬।২৬)

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু, সাধুগণ উপদেশদ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন।।৯৫।।

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়।।৯৬।।
দুঃসঙ্গ কহিয়ে 'কৈতব' আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা অন্য কামনা।।৯৭।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২৪।৯৩-৯৫)

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।৯৮।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

(শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায়!) ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।।৯৮।।

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।৯৯।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।৮৪)

নিষিদ্ধাচার ভক্তির প্রতিকূল—

(১) সঙ্গত্যাগ

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্।।১০০।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।৫১ শ্লোকধৃত কাত্যায়নসংহিতা-বাক্য)

প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত না হয়।।১০০।।

(২) শিষ্যাদির দ্বারা অনুবন্ধ—

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ।।১০১।। (ভাগবত ৭।১৩।৮)

প্রলোভনদ্বারা কাহাকেও শিষ্য করিবে না; বহু গ্রন্থের অভ্যাস করিবে না; শাস্ত্রাদিব্যাখ্যাদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে।।১০১।।

(৩) ব্যবহারে অকার্পণ্য—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ।।১০২।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূঃ বিঃ ২।৫২ শ্লোকধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আচ্ছাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা লব্ধ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকেই স্মরণ করিবেন।।১০২।।

(৪) শোকাদির অবশবর্ত্তিতা—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি-সম্ভাবনা ভবেৎ।।১০৩।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূঃ বিঃ ২।৫৩ শ্লোকধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

যাহার হৃদয় শোক ও ক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তির হৃদয়ে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তি কিরূপে হইবে? ।।১০৩।।

(৫) অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞাশূন্যতা—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।।১০৪।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।৫৩ শ্লোকধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর, অতএব তিনিই সর্ব্বদা আরাধ্য; কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণ কখনও অবজ্ঞার পাত্র নহেন।।১০৪।।

(৬) প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি।।১০৫।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূঃ বিঃ ২।৫৩ শ্লোকধৃত মহাভারত-বচন)

যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া করুণ পিতার ন্যায় পুত্র নির্ব্বিশেষে অবলোকন করেন, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি শ্রীভগবান হৃষীকেশ অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট থাকেন।।১০৫।।

ফল্গুবৈরাগ্য—ভক্তির পরিপন্থী—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।১০৬।।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ২।১২৬)

মুমুক্ষুগণ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, গুরু প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাই 'ফল্গুবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হয়।।১০৬।।

ভক্তিপ্রতিকূল স্থান-পঞ্চক—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।।১০৭।।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।।১০৮।।
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নির্দ্দেশকৃৎ।।১০৯।।
অর্থৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ।।১১০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৭।৩৮-৪১)

সূত বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত (অর্থাৎ অবৈধ ক্রিয়া), পান (মদ্যাদি-সেবন), স্ত্রী (অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম আছে সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন। (উক্ত চতুর্ব্বিধ স্থান পাইয়াও) পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণদানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গমজনিতকাম, রজোমূলে হিংসা এই চারিটী স্থান ও পঞ্চম শত্রুতারূপ স্থানটী প্রদত্ত হইল। অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটি স্থানে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বদা অনুচিত।।১০৭-১১০।।

শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল অসৎসঙ্গ—

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঞি।।
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি।।১১১।।

যোষিৎসঙ্গ—ভক্তিপ্রতিকূল—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।১১২।। (ভাগবত ৯।১৯।১৭)

মাতা, ভগ্নী অথবা দুহিতার সহিতও সঙ্কীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না, কেননা বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বন্ধমোক্ষবিদ্ বিদ্বান্ পুরুষের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।।১১২।।

যোষিৎ-স্মরণও নিন্দার্হ—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।

তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনঞ্চ।।১১৩।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-দক্ষিণ বিভাগ ৫।৩৯)

যেদিন হইতে আমার মন নবনব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে নারীসঙ্গম স্মরণে আসিলেও আমার মুখবিকার এবং তৎপ্রতি অত্যন্ত থুৎকার হয়।।১১৩।।

দারুপ্রকৃতি দর্শন পর্য্যন্ত নিন্দনীয়—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।১১৪।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ২।১১৮)

স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগেশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্।।১১৫।।
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কূর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগেষু চ।।১১৬।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩২।৩৩-৩৫)

অসৎ সঙ্গে সত্য, শৌচ, দয়া মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়িণী বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, সহিষ্ণুতা, শম, দম ও ভগ (উন্নতি)—এই সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, শোচ্য, যোষিৎক্রীড়া-মৃগ অসাধুদিগের সঙ্গ করিবে না।। ১১৫-১১৬।।

গৃহমেধীর ধর্ম্মের নিন্দা—

যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ।।১১৭।। (ভাগবত ৭।৯।৪৫)

গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয় কণ্ডুয়ণের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই দৃষ্ট হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহুদুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধসুখে পরিতৃপ্ত হয় না। (ভগবানের কৃপায়) কোন কোন ধীরব্যক্তি কণ্ডুতির (চুলকানির) ন্যায় কামকে ধারণ করিতে সমর্থ হন।।১১৭।।

রাজস-তামসাদি আহার ভক্তি-প্রতিবন্ধক—

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিণঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।১১৮।। (গীতা ১৭।৯)

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, লঙ্কা-মরিচাদি অতি তীক্ষ্ণ এবং ভৃষ্টচনক-সর্যপাদি অতিবিদাহী দ্রব্যসকল রাজসপ্রকৃতির জনগণের প্রিয় আহার; ইহারা দুঃখ, শোক ও রোগোৎপাদক।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ম্।।১১৯।। (গীতা ১৭।১০)

এক প্রহরের অধিক কাল পক্ক হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈত্যলাভ করে সেই দ্রব্য, নীরস খাদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত এবং পর্য্যুষিত অন্ন, গুরুজন ব্যতীত অন্যের উচ্ছিষ্ট ও মদ্যমাংসাদি অপবিত্র দ্রব্যসকল তামস লোকের প্রিয়।।১১৯।।

মাংসাদি অমেধ্য-ভোজন ভক্তি-প্রতিকূল—

যে ত্বনেবং বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।১২০।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।১৪)

ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সদভিমানী যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে।।১২০।।

মৎস্যাদি-অমেধ্য-দ্রব্য-ভোজন ভক্তির বাধক—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।।১২১।। (মনুসংহিতা ৫।১৫)

যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয়, কিন্তু মৎস্যভোজী, সর্ব্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস্য গরু-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণিমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎস্যভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব মৎস্যভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।।১২১।।

বিষয়োন্মুখী ইন্দ্রিয়—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।।১২২।। (ভাগবত ৭।৯।৪০)

হে অচ্যুত! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে অর্থাৎ যেদিকে মধুরাদি রস, সেইদিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে; এইরূপ শিশ্ন অন্যদিকে, ত্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া যে কোন আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে।।১২২।।

জিহ্বা-বেগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও ভক্তিপ্রবন্ধক—

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।

ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।।১২৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৮।২১)

যে-কাল পর্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। রস জয় হইলেই সকল জয় হয়।।১২৩।।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।১২৪।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ৬।২২৭)

ভক্তিসাধনে কয়েকটী প্রধান অন্তরায়—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতি মাতা।

উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি' যায় পাতা।।

তা'তে মালি যত্ন করি' করে আবরণ।

অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্‌গম।।

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।

ভূক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা।।

নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন।

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।।

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।

স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়।। ১২৫।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ১৯।১৫৬-১৬০)

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা প্রাকৃতবুদ্ধি প্রাকৃত-সহজিয়ার ধর্ম্ম; অতএব ভক্তিপ্রতিকূল—

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।

তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।

জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি' মরে।।১২৬।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-মধ্য ১০।১০০-১০২)

মনোধর্ম্ম ভক্তির প্রতিকূল—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।

এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম।।১২৭।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ৪।১৭৬)

বহির্ম্মুখ জগতের ব্যবহার—

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।

তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব।।

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে।।
গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।।
এই মত বিষ্ণু-মায়া-মোহিত সংসার।
দেখি' ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার।।
কেমতে এ সব জীব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়সুখেতে সব মজিল সংসার।।
বলিলেও কেহ নাহি লয় 'কৃষ্ণনাম'।
নিরবধি বিদ্যাকূল করেন ব্যাখান।।১২৮।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ২।৬৭-৬৮, ৭২-৭৫)

ঢঙ্গ ভাগবত বা ভাগবত ব্যবসায়ী—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি।।১২৯।।

(অত্রিসংহিতা ৩৭৫ শ্লোক)

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের অভাব হইলে, তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, তাহাতেও তাঁহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবত-পাঠক বা ভণ্ড-ভাগবত পাঠক হইয়া পড়েন।।১২৯।।

মৌন, তপস্যা, শাস্ত্রব্যাখ্যাদি মোক্ষপ্রাপক উপায়ই অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবিকা; উহা ভক্তিপ্রতিকূল—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্মব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্।।১৩০।।

(ভাগবত ৭।৯।৪৬)

হে অন্তর্যামিন! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রনৈপুন্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্মশাস্ত্রব্যাখা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই দশটি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐগুলি প্রায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে এবং দম্ভের ফল নিয়ত একরূপ নহে বলিয়া দাম্ভিক ব্যক্তিগণের পক্ষে কখনও জীবনোপায় হয়, কখনও বা নাও হইয়া থাকে।।১৩০।।

ভুক্তিমুক্তি-বাসনা হইতে ভক্তি অন্তর্হিতা হন—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা, আদি এই সব।।
তার মধ্যে 'মোক্ষবাঞ্ছা', কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে 'কৃষ্ণভক্তি' হয় অন্তর্ধান।।
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম।।১৩১।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ১।৯০,৯২,৯৪)

বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের অসারতা—
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে।।১৩২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।১৮)

বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর গ্রাম্যপশুসকল কি আহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করে না? ১৩২।।

শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ।।১৩৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।১৯)

যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুরবিষ্ঠাভোজী গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।।১৩৩।।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ।।১৩৪।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।২০)

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতগোস্বামীকে বলিলেন,--হে সূত! যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণসম্পন্ন শ্রীভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথাছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বতুল্যা ও দুষ্টা।।১৩৪।।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ কাঞ্চনকঙ্কণৌ বা।।১৩৫।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।২১)

পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটদ্বারা উত্তমাঙ্গ মস্তক শোভিত থাকিলেও তাহা যদি মুকুন্দের শ্রীচরণে প্রণত না হয়, উহা কেবল ভারমাত্র। যে করদ্বয় সুবর্ণকঙ্কণে দীপ্তিমান্ হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন-কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, সেই করদ্বয় মৃতকের হস্তসদৃশ।।১৩৫।।

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ।।১৩৬।।

(ভাঃ ২।৩।২২)

যে সকল পুরুষের নয়ন বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করে, তাহাদের নেত্র ময়ূরপুচ্ছের অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক। যে সকল মনুষ্যের পদদ্বয় হরির লীলাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ না করে; তাহাদের পদ বৃক্ষতুল্য স্থাবর।।১৩৬।।

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।।১৩৭।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।২৩)

যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ না করে, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ শবতুল্য। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসী ঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয় সে ব্যক্তি নিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মৃতক-তুল্য।।১৩৭।।

চৈতন্য-কৃপাই ভক্তিপথের কন্টক অপসারণে সমর্থ—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কন্টককোটি-রুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।১৩৮।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪৯)

বর্ত্তমান কাল কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগ। এই যুগে ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুবর্গ অত্যন্ত প্রবল। অতএব পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ফল্গুবৈরাগ্য, কুতর্কাদি বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটী কোটী কন্টকে অবরুদ্ধ। হে চৈতন্যচন্দ্র তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে, হায়! আমি ঐ সকলদ্বারা বিকল হইয়া কোথায় যাইব, কি করিব?।।১৩৮।।

ষড়্‌বিধা শরণাগতি—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।।১৩৯।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৭ শ্লোকধৃত বৈষ্ণব-তন্ত্রবাক্য)

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূল-বর্জ্জনে সঙ্কল্প, ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতি।।১৩৯।।

শরণাগতি ব্যতীত কখনই চরমকল্যাণ লাভ সম্ভব নহে—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।১৪০।।

(ভাঃ ৩।৯।৬)

যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন, সুহৃদ্‌বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের

বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর পরাভাব, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে 'আমি' ও 'আমার'—এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।।১৪০।।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।১৪১।।

(শ্রীমদ্ভগবতগীতা ২।৭)

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—(হে কৃষ্ণ!) আমি ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত (কোন্‌টী ধর্ম, কোনটী অধর্ম তন্নির্ণয়ে অসমর্থ) ও কার্পণ্যদোষে (কার্পণ্য—অতত্ত্বজ্ঞতা) অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তাহাই আপনি নির্ণয় করিয়া আমাকে উপদেশ দিন। আমি আপনার শিষ্য, আপনারই শরণাপন্ন হইলাম' এক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।।১৪১।।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।১৪২।। (গীতা ৭।১৪)

শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—সত্ত্বাদি গুণবিকারাত্মিকা আমার এই অলৌকিকী মায়া। উহা জীবের পক্ষে দুরতিক্রর্ম্যা। যাঁহারা কেবল আমার শরণাগত হন, তাঁহারাই ঐ মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন।।১৪২।।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।১৪৩।।

(ভাগবত ২।৭।৪২)

ভগবান অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্যদেহে- "আমি ও আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না।।১৪৩।।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।১৪৪।। (গীতা ৯।২২)

যাঁহারা অনন্যচিত্তে আমার চিন্তা পোষণ ও ভজন করেন, সেই সকল একনিষ্ঠ ভক্তের ভরণপোষণ সংরক্ষণের ভার আমি বহন করিয়া থাকি।।১৪৪।।

শরণাগত ভক্তের দেহ প্রাকৃত নহে—

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিক বিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা।।১৪৫।। (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।৪৫)

কৃষ্ণভক্তি-রস-সুধা পান করিয়া দেহিজীবগণ স্থূল লিঙ্গদেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তু বিস্মৃত

হন। তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়।।১৪৫।।

শরণ্যবস্তুর ন্যায় শরণাগতের দেহ অপ্রাকৃত—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম।।১৪৬।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।১০০)

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।১৪৭।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩)

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।।১৪৮।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯০)

হে সজ্জনবৃন্দ! আমি দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক পদযুগলে নিপতিত হইয়া দৈন্যের সহিত প্রার্থনা করি যে, আপনারা সর্ব্বধর্ম্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে অনুরক্ত হউন।।১৪৮।।

দৈন্য—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা।।১৪৯।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২।৪৫ শ্লোকধৃত মহাপ্রভুপাদোক্ত-শ্লোক)

(হে সখি!) কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। যাঁহার বদনে বংশী বিশেষভাবে নৃত্য করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা।।১৪৯।।

আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায়—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।।১৫০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৩০)

নিমিরাজ নবযোগেন্দ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নিষ্পাপ ঋষিগণ! আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তদিগের দর্শন অতিশয় দুর্লভ, সুতরাং আমি আপনাদের নিকট নিরতিশয় মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালমাত্রও সাধুসঙ্গ মানবগণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ আনন্দনিধিস্বরূপ।।১৫০।।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।১৫১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৮।১৩)

ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকালমাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও কিঞ্চিন্মাত্রও তুলনা হয় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদির কথা আর কি বলিব? ।।১৫১।।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।১৫২।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৩৭)

ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি, এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণেতর অনাত্মবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলেই দেহাদি সুহৃদ্‌বর্গের নিমিত্ত ভয় হয়; অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরম-প্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে ভজনা করিবেন।।১৫২।।

শ্রুতিতে ভক্তপূজা ও সাধুসঙ্গের একান্ত কর্ত্তব্যতা—
তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ।।১৫৩।। (মুণ্ডক ৩।১।১০)
বিভূতিকাম ব্যক্তি আত্মজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের পূজা করিবে।।১৫৩।।

সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপায় নাই—
রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।।১৫৪।।
(ভাগবত ৫।১২।১২)

হে রহূগণ! মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।।১৫৪।।

অল্পসুকৃতিমানের পক্ষে মহৎগণের সেবালাভ সম্ভব নহে—
দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।।১৫৫।। (ভাগবত ৩।৭।২০)

কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর (অথবা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠের) প্রাপ্তির পথস্বরূপ মহদ্‌ব্যক্তিগণের সেবা অল্পসুকৃতিমান্ ব্যক্তির পক্ষে দুর্ল্লভ। এই ভক্তজনসমাজেই ভূতভাবন ভগবান্ নিত্য কীর্ত্তিত হন।।১৫৫।।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।১৫৬।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।৩২)

যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্‌ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ- নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।।১৫৬।।

ভক্তেই নিখিলগুণের সমাবেশ, অভক্তের কোনও গুণ নাই—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।১৫৭।।

(ভাগবত ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার-নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত-গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়? ১৫৭।।

সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তির উদয়—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।১৫৮।।

(ভাগবত ৩।২৫।১৫)

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে আমার বীর্য অর্থাৎ সম্যগ্-অনুভবাত্মক যে-সকল হৃৎকর্ণসুখদায়ক-কথা আলোচিত হয়, তাহা (প্রীতির সহিত) সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা অর্থাৎ সাধনভক্তি, পরে রতি অর্থাৎ ভাবভক্তি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইয়া থাকে।।১৫৮।।

দৈন্যময়ী, লালসাময়ী, মনঃশিক্ষাময়ী-ভেদে বহুবিধ—
বিজ্ঞপ্তির মধ্যে সম্প্রার্থনাত্মিকা-বিজ্ঞপ্তি—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।১৫৯।।

(শ্রীশিক্ষাষ্টক ৪)

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এই মাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।।১৫৯।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে, 'সাধনভক্তি-তত্ত্ব' বর্ণন নামক ত্রয়োদশরত্ন সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ রত্ন

বর্ণধর্ম-তত্ত্ব

বর্ণাশ্রম দ্বিবিধ—দৈব ও আসুর—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ ল্যেকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।।১।। (পদ্মপুরাণ)

এই লোকে দৈব ও আসুর-ভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণু ভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা তদ্বিপীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।।১।।

দৈব-বর্ণাশ্রম—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।

বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্।।২।।

(বিঃ পুঃ ৩।৮।৯ ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫৩ অঃ)

পরমেশ্বর বিষ্ণু, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার, ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কারণ নাই।।২।।

আসুর-বর্ণাশ্রমীর চরিত্র—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।

অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্।।৩।। (গীতা ১৬।৮)

আসুর-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এই জগৎকে মিথ্যা, আশ্রয়হীন, অনীশ্বর ও প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে; সুতরাং (তাহাদের মধ্যে) প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগহেতু কাম ব্যতীত ইহার আর অন্য কোন নিমিত্ত নাই।।৩।।

আসুর-বর্ণাশ্রমীর চরিত্র—

অসৌ ময়াঃ হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।।৪।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৬।১৪)

এই শত্রুটীকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব; আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান্, আমিই সুখী।।৪।।

আসুর-বর্ণাশ্রমীর পরিণাম—

তানহং দ্বিষত ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।৫।।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।৬।।

(শ্রীমদ্ভগবতগীতা ১৬।১৯-২০)

সেই বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যেই অশুভ আসুরী-যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব-জনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আসুরভাব-ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।।৫-৬।।

আসুরবর্ণাশ্রমিগণের ত্রিবিধ জন্ম, কুল ও বিদ্যা নিরর্থক—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্‌ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৩।৩৯)

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক-রূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, তাহাদের বিদ্যা, ব্রত ও বহুজ্ঞতায় ধিক্, তাহাদের উচ্চকুল ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্; (এই বলিয়া বহির্ম্মুখ যজ্ঞে দীক্ষিত মাথুর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিকে ধিক্কার করিয়াছিলেন)।।৭।।

জীবের স্বভাব চারিপ্রকার—(১) ব্রহ্মস্বভাব, (২) ক্ষত্রস্বভাব, (৩) বৈশ্যস্বভাব ও (৪) শূদ্রস্বভাব।

স্বভাবানুসারে বর্ণনির্ণয়ই বিজ্ঞান-সম্মত ও আর্য্যঋষি-সম্মত—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্।।৮।।
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্।।৯।।
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্।।১০।।
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্।।১১।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।২১-২৪)

শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ। শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য—এই কয়েকটি ক্ষত্র-লক্ষণ। দেবতা, গুরু ও অচ্যুত ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ-পরিপোষণ, আস্তিক্য অর্থাৎ বেদে বিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য—এই কয়েকটি বৈশ্য-লক্ষণ। সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে প্রভুরসেবা, অমন্ত্র যজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য, গোবিপ্ররক্ষা—এই কয়েকটি শূদ্র-লক্ষণ।।৮-১১।।

গীতার প্রমাণ—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। (গীতা ১৮-৪১)
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ।।১২।।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। হে পরন্তপ! এই স্বভাবজনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে।।১২।।

ব্রহ্মস্বভাবজ কর্ম্ম—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্।।১৩।। (গীতা ১৮।৪২)

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।।১৩।।

ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম—

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজম্।।১৪।। (গীতা ১৮।৪৩)

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোক নিয়ন্তৃত্ব—এই কয়েকটি ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম।।১৪।।

বৈশ্য ও শূদ্র-স্বভাবজ কর্ম্ম—

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।১৫।। (গীতা ১৮।৪৪)

কৃষি, গোরক্ষণ, ব্যাণিজ্য—এই কয়েকটি বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মজ কর্ম্মই শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। (এই চারিপ্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপত হয়, কেবল শৌক্রজন্মদ্বারা হয় না।)।।১৫।।

গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগই ভগবানের অভিপ্রেত—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।।১৬।। (গীতা ৪।১৩)

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের বিশেষত্ব সৃষ্টি করিয়াছি। সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে আমি কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের সৃষ্টি আমার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে। আমি স্ব-স্বরূপে ঐ সকল কার্য্য হইতে উদাসীন থাকি।।১৬।।

ভাগবত-প্রমাণ—

মুখবাহূরূপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।১৭।।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।১৮।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।২-৩)

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।২৬)

বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজপিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।।১৭-১৮।।

প্রাচীনযুগের বর্ণধর্ম্ম; সত্যযুগে একটীমাত্র-বর্ণ—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ।।১৯।।
ত্রেতাযুগে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ।।২০।।
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ।।২১।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।১০, ১২-১৩)

(ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব!) সত্যযুগের প্রারম্ভে মানবদিগের 'হংস'-নামে একটী বর্ণ ছিল। সেই যুগে যে সকল প্রজাবর্গ জন্ম গ্রহণ করিত, তাহারা জন্মমাত্রই কৃতকৃত্য হইত, এইজন্য ইহাকে লোকে 'কৃতযুগ' বলিয়া জানে। হে মহাভাগ! ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে আমার হৃদয় ও প্রাণ হইতে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীবিদ্যা উৎপন্ন হয়। তাহার পর আমি হোত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদগাত্র—এই তিন যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। পরে বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে স্ব-স্ব আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল।।১৯-২১।।

পূর্ব্বে সকলেই 'ব্রাহ্মণ' ছিলেন, পরে গুণকর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণবিভাগ—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্।।২২।। (মহাভারত-শল্যপর্ব্ব ১৮৮।১০)

(ভৃগু কহিলেন,—) ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের কোনপ্রকার পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মদ্বারা বিভিন্ন বর্ণ-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।।২২।।

কলিকালে বর্ণ-ধর্ম্মের অবস্থা—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাপপরায়ণাঃ।
নিজাচারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।।২৩।।
বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহ-পরায়ণাঃ।

অত্যন্তকামিনঃ ক্রূরা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।।২৪।।

বেদনিন্দাকরাশ্চৈব দ্যূতচৌর্য্যকরাস্তথা।

বিধবাসঙ্গলুব্ধাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ।।২৫।।

বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ মহাকপটধর্ম্মিণঃ।

রক্তাম্বরা ভবিষ্যন্তি জটিলাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।।২৬।।

কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্ম্মিণঃ।।২৭।।

(পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে ১৭শ অধ্যায়)

কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণই স্ব-স্ব আচারবিহীন পাপপরায়ণ হইবে। বিপ্রগণ—বেদবিহীন, যজনাদি অপর পাঁচটি ব্রহ্মণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল প্রতিগ্রহপরায়ণ, অত্যন্ত কামুক ও ক্রুরপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে। কলিকালে দ্বিজগণ বেদনিন্দক, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, চৌর্য্যবৃত্তিবিশিষ্ট এবং বিধবা-সঙ্গলোলুপ হইবে। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন কোন মহাকপটধর্ম্মী ব্রাহ্মণ রক্তবস্ত্র পরিধান এবং জটীল কেশশ্মশ্রু ধারণ করিবে। কলিতে ব্রাহ্মণগণ এইরূপ শূদ্রধর্ম্মে অবস্থান করিবে।।২৩-২৭।।

কলিকালের ব্রাহ্মণব্রুব—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিতা জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।

উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্।।২৮।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৬শ-অধ্যায়ধৃত বরাহপুরাণ-বচন)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেবদ্বিজদ্রোহী যে-সকল অসুর বর্ত্তমান ছিল তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণ-কূলে উৎপন্ন হইয়া সুবিরল (স্বল্পসংখ্যক) শ্রৌতপথাবলম্বী ব্যক্তিগণকে উৎপীড়ন করিয়া থাকে।।২৮।।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ—

এই সকল রাক্ষস 'ব্রাহ্মণ'-নাম-মাত্র।

এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র।।

কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্র-ঘরে।

জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে।।

এ-সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।

ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার।।২৯।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ১৬।৩০০, ৩০২, ৩০৩)

শৌক্রবিচারে বর্ণ-নিরূপণ দূষিত কেন ?—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।

সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ।।৩০।।

সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।

বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃনাম্।।৩১।।

(মহাভারত-বনপর্ব্ব ১৮০।৩১-৩২)

(যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিলেন,—) হে মহামতে মহাসর্প! মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে সাঙ্কর্য্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি-নিরূপণ-কার্য্য—দুষ্পরীক্ষ্য, ইহাই আমার বিশ্বাস; যেহেতু সকলবর্ণের মানবগণ সকলবর্ণের স্ত্রীতেই—সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সকলবর্ণেরই একই প্রকার।।৩০-৩১।।

সত্যপ্রিয় বৈদিক ঋষিগণের অভিমত—

"ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি"।।৩২।।

(মহাভারত-বনপর্ব্ব ১৮০।৩২ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা-ধৃত শ্রুতি)

আমরা জানি না, আমরা 'ব্রাহ্মণ'—কি 'অব্রাহ্মণ'; সত্যপ্রিয় ঋষিগণের চিত্তে এইপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল।।৩২।।

বৃত্তগত-বর্ণ-নিরূপণই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদি-দ্বারা সমর্থিত—

(১) শ্রুতি-প্রমাণ—

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম কিং ধার্ম্মিক ইতি। তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন, অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেকদেহ-সংভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন, আচণ্ডালাদিপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণ-ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-সাম্যদর্শনাদ্ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদি-শরীর- দহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি-দোষসম্ভবাচ্চ তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেক জাতি-সংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্ত-কন্যায়াম্। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাম্। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামিকর্ম্ম-সাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তঃ জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্তীতি। তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতি-গুণ-

ক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদিসর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পং অশেষকল্পাধারং অশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানং অন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবমপ্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষী-কৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদি-দোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে, এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।।৩৩।। (বজ্রসূচিকোপনিষৎ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ। বর্ণদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। ইহাই বেদবচনানুরূপ, স্মৃতিতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণ কে? জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক—ইহার মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' কে? এই প্রশ্নে প্রথমতঃ জীবকে 'ব্রাহ্মণ' বলিলে, তাহা সত্য নহে। অতীত-অনাগত অনেক শরীরগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-হেতু, একরূপেরও কর্ম্মবশে অনেক দেহ-সম্ভবনাহেতু এবং সর্ব্বদেহগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-নিবন্ধন, 'জীব' ব্রাহ্মণ নহেন। তাহা হইলে কি 'দেহ' ব্রাহ্মণ? ইহাও নহে। চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরূপত্ব-হেতু-জরা-মরণ, ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা দর্শন-হেতু, 'ব্রাহ্মণ'—'শ্বেতবর্ণ' 'ক্ষত্রিয়'—'রক্তবর্ণ', 'বৈশ্য'—'পীতবর্ণ' 'শূদ্র—'কৃষ্ণবর্ণ' এইরূপ নিয়ম না থাকায়, 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। শরীর-দহনে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপাশ্রয় করে না। সে জন্য 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'জাতিই ব্রাহ্মণ'? —তাহাও নহে। মৃতপিত্রাদির অন্যজাতীয় প্রাণিমধ্যে জাত্যুদ্ভুত মহর্ষিগণ উৎপন্ন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুকঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শুনা যায়; এতদ্ব্যতীত লব্ধজ্ঞান ভিন্নজাত্যুৎপন্ন বহু ঋষি আছেন; তজ্জন্য 'জাতি'ই 'ব্রাহ্মণ' নহে। তাহা হইলে কি 'জ্ঞানই ব্রাহ্মণ'? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ-পরমার্থদর্শী। সে জন্য 'জ্ঞান'ও 'ব্রাহ্মণ' নহে। তাহা হইলে কি 'কর্ম্ম'ই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। সকল প্রাণীর প্রারব্ধসঞ্চিত আগামী কর্মসাধর্ম্য আছে। কর্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্মসমূহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য 'কর্ম্ম'ই 'ব্রাহ্মণ' নহে। তাহা হইলে কি 'ধার্ম্মিকই' ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেক হিরণ্যদাতা থাকেন, সেজন্য 'ধার্ম্মিক' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যে কেহ আত্মাকে অদ্বিতীয়, জাতিগুণক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাব' ইত্যাদি সর্ব্বদোষরহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প অশেষকল্পাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অর্ন্তবাহ্য-অনুস্যূত, অখণ্ড-আনন্দ-স্বভাব-সম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈকবেদ্য এবং অপরোক্ষ-প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত আমলক-ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কামরাগাদি-দোষশূন্য, শমদমাদিসম্পন্ন, ভাব-

মাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশা-মোহাদিরহিত এবং দম্ভাহঙ্কারাদিদ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়া বর্ত্তমান—এই প্রকার কথিত-লক্ষণ-বিশিষ্ট যিনি, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'; ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।।৩৩।।

(২) ভারত-প্রমাণ—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্মং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।।৩৪।। (মহাভারত-শল্যপর্ব্ব ১০৮।৮)

শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রলক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্র শূদ্রবাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।।৩৪।।

(৩) ভাগবত-প্রমাণ—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।৩৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৩৫)

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেস্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না)।।৩৫।।

(৪) বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা-সম্বন্ধে প্রাচীন টিকাকারগণের অভিমত—

শ্রীনীলকণ্ঠের মত—

এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্মশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।।৩৬।।**

(মহাভারত-বনপর্ব্ব ১৮০।২৩-২৬ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা)

এইরূপ সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইবেন। কামাদি শূদ্রের লক্ষণসমূহ ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রমধ্যে থাকে না। শূদ্রকূলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি শমাদি-গুণদ্বারা ভূষিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 'ব্রাহ্মণ'। আর ব্রাহ্মণকূলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি কামাদিগুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 'শূদ্র'—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।।৩৬।।

(৫) বৃত্ত ব্রাহ্মণতা সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামিপাদের অভিমত—

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাং। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থ্য।।৩৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা)

শমাদি গুণ-দর্শনদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতিদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'যস্য যল্লক্ষণম্' (ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত

অশৌক্রব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই, এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণদ্বারা তাঁহার 'বর্ণ' নিরূপণ করিবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে।।৩৭।।

(৬) মহাপ্রভুর 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ—

সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।।
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম-পবিত্র-স্থান 'অপবিত্র' কৈলা।।৩৮।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-মধ্য ১৫।২৭৪-২৭৫)

(৭) স্মৃতি-প্রমাণ—

এতন্মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেঽনঘ।
ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ।।
স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাঽথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি।।৩৯।।

(মহাভারত-অনুঃ শল্যপর্ব্ব ১৪।৩।৫,৮)

উমা বলিলেন,—হে দেব! ভূতপতে! অনঘ! তিনবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কি প্রকারে নিজস্বভাবদ্বারা ব্রাহ্মণতা লাভ করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। মহশ্বের তদুত্তরে কহিলেন,—ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মবৃত্তি জীবিকায় দিনযাপন করেন, তাহা হইলে তাদৃশাচরণকারি-ব্যক্তি ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন।।৩৮-৩৯।।

স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে বৃত্তবিচার—

মহাভারতে—

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।।৪০।।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।।৪১।।

(মহাভারত-বনপর্ব্ব ২১৫।১৩-১৫)

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে কহিলেন,—আমার বিবেচনায় তুমি সম্প্রতি ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই। কারণ, যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্যপরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্রতুল্য; যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই

আমি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ ব্রাহ্মণ হইবার কারণই একমাত্র 'সচ্চরিত্রতা'।।৪০-৪১।।

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।।৪২।।
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।।৪৩।।

(মহাভারত-শল্যপর্ব্ব-মোঃ ধঃ ১৮৮।১৩, ১৮৯।৭)

হিংসা, মিথ্যাভাষণ, লোভ ও সর্বকর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ, অসৎ কার্য্যদ্বারা শুচিভ্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সকল দ্রব্যভোজনে রতিবিশিষ্ট, সকলকর্মকারী, অশুচি, ত্যক্তবেদধর্ম ও অনাচারী, সেই ব্যক্তি 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হয়।।৪২-৪৩।।

বৃত্তবিচারে স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুজ্ঞা—

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।।৪৪।। (মহাভারত-বনপর্ব ১৮০।২৬)

হে সর্প! যাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণ-স্বভাব না থাকিলে তিনি 'শূদ্র'।।৪৪।।

শ্রুতিতে বৃত্তব্রাহ্মণতার উদাহরণ—

(১) সত্যকামজাবাল ও গৌতম--

তাং হোবাচ কিং গোত্রো নু সৌম্যাসীতি। স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহং অস্মি। অপৃচ্ছং মাতরম্। সা মা প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহং এতৎ ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামা অহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসীতি। সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি। তং হোবাচ—নৈতদব্রাহ্মণো বিবুক্তুমর্হতি সমিধং সৌম্য আহর। উপ ত্বা নেষ্যে। ন সত্যাদ্গা ইতি।।৪৫।। (ছাঃ ৪৪।৪)

গৌতম তাহাকে কহিলেন,—"হে সৌম্য! তুমি কোন্ গোত্রীয়?" তিনি কহিলেন,—"আমি জানি না, আমি কোন্ গোত্রীয়। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছেন,—'আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহু লোকের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা। তোমার নাম সত্যকাম।' সেই আমিই সত্যকাম জাবাল।" গৌতম তাহাকে কহিলেন,—" হে বৎস! তুমি যে সত্য বলিলে, ইহা অব্রাহ্মণ বলিতে পারে না। অতএব তুমি 'ব্রাহ্মণ', তোমাকে গ্রহণ করিলাম। হে সৌম্য! সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব; তুমি সত্য হইতে চ্যুত হইও না।।৪৫।।

বৈদিকযুগের বৃত্ত বা দৈক্ষ্য-ব্রাহ্মণতার উদাহরণ

শ্রুতি ও বৈদিকাচার্য্যগণদ্বারা সমর্থিত—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।

গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ।।৪৬।।

(ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্যকৃত সাম-সংহিতা-বাক্য)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমতগৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্যসংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।।৪৬।।

বেদান্তসূত্রের প্রমাণ—

(২) চিত্ররথের উদাহরণ—

''শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্দ্রবণাৎ সূচ্যতে হি''।। (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৪)। **নাসৌ, পৌত্রায়ণঃ শূদ্রঃ শুচাদ্দ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্।** (পূর্ণ-প্রজ্ঞদর্শনে মাধ্ব-ভাষ্য) **রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ। প্রাণবিদ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান্।।৪৭।।**

(পদ্মপুরাণ)

শোকদ্বারা যিনি দ্রবীভূত, তিনিই শূদ্র। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় রৈক্কমুনি কর্ত্তৃক 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই রৈক্কমুনি হইতে প্রাণবিদ্যা লাভ করিয়া পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।।৪৭।।

''ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ'' (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৩৫)

ভাষ্যে—

''অয়ং অশ্বতরীরথ ইতি চিত্ররথ-সম্বন্ধিত্বেন লিঙ্গেন পৌত্রায়ণস্য ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ। রথস্ত্বশ্বতরীযুক্তশ্চিত্র ইত্যভিধীয়তে ইতি ব্রাহ্মে। যত্র বেদো রথস্তত্র ন বেদো যত্র নো রথ ইতি চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।।''৪৮।।

''এই যে অশ্বতরীযুক্ত' রথ,—এই চিত্ররথসম্বন্ধী চিহ্নদ্বারাই পৌত্রায়ণের ক্ষত্রিয়ত্বোপলব্ধি ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে। রথে অশ্বতরীসংযোগে 'চিত্র' আখ্যা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-মতে,—যেখানে বেদ, তথায় রথ; যেখানে বেদ নাই রথও সেখানে নাই। চৈত্ররথ চিহ্নদর্শনে উত্তরত্র ক্ষত্রিয়ত্ব-উপলব্ধি। (এই সকল বৈদিক আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষণ-দর্শনে বর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়াছে)।।৪৮।।

(৩) স্মৃতিতে বৃত্তব্রাহ্মণতার উদাহরণ—

নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।।৪৯।। (হরিবংশ ১১ অধ্যায়)

নাভাগ এবং দিষ্টপুত্র এই বৈশ্যদ্বয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন।।৩৯।।

অসংখ্য-উদাহরণ-মধ্যে কয়েকটী—

এবং বিপ্রত্বমগমদ্বীতহব্যো নরাধিপঃ।

ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।।৫০।।

তস্য গৃৎসমদঃ পুত্রো রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ।
স ব্রহ্মচারী বিপ্রর্ষিঃ শ্রীমান্ গৃৎসমদোঽভবৎ।।৫১।।
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি সুচেতা অভবদ্দ্বিজঃ।
বর্চ্চাঃ সুচেতসঃ (সুতেজসঃ) পুত্রো বিহব্যস্তস্য চাত্মজঃ।।৫২।।
বিহব্যস্য তু পুত্রস্তু বিততস্য চাত্মজঃ।
বিততস্য সুতঃ সত্যঃ সন্তঃ সত্যস্তস্য চাত্মজঃ।।৫৩।।
শ্রবাস্তস্য সুতশ্চর্ষিঃ শ্রবসশ্চাভবত্তমঃ।
তমসশ্চ প্রকাশোঽভূত্তনয়ো দ্বিজসত্তমঃ।।৫৪।।
প্রকাশস্য চ বাগিন্দ্রো বভূব জয়তাং বরঃ।
তস্যাত্মজশ্চ প্রমিতির্বেদ—বেদাঙ্গপারগঃ।।৫৫।।
ঘৃতাচ্যাং তস্য পুত্রস্তু রুরুর্নামোদপদ্যত।
প্রমদ্বরায়াস্তু রুরোঃ পুত্রঃ সমুদপদ্যত।
শুনকো নাম বিপ্রর্ষির্যস্য পুত্রোঽথ শৌনকঃ।।৫৬।।

(মহাভারত-অনুঃ শাল্য পর্ব্ব ৩০।৬৬, ৫৮, ৬০-৬৫)

রাজা বীতহব্য এই প্রকারে ব্রাহ্মণতা লাভ করিলেন। হে ক্ষত্রিয়র্ষভ রাজেন্দ্র, বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ভৃগুর প্রসাদে বিপ্র হইলেন। তাঁহার আত্মজ গৃৎসমদ–রূপে, অপর ইন্দ্রের তুল্য। তিনি ব্রহ্মচারী ও বিপ্রর্ষি হইয়াছিলেন। গৃৎসমদের পুত্র সুচেতা বিপ্র হইয়াছিলেন। সুচেতার তনয় বর্চ্চাঃ, তাঁহার আত্মজ বিহব্য, তৎসুত বিতত্য, তৎসুত সত্য, তৎসুত সন্ত, তৎসুত ঋষিশ্রবা, তৎসুত তম, তৎসুত দ্বিজসত্তমপ্রকাশ, তৎসূনু বাগিন্দ্র, তৎসূনু বেদ-বেদাঙ্গপারগ প্রমিতি। ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমিতির তনয় রুরু জন্মগ্রহণ করেন। প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর শুনক নামক বিপ্রর্ষি তনয় হয় এবং তাহার সুতই শৌনিক।।৫০-৫৬।।

(৪) ভাগবত বা নির্ম্মল বৈষ্ণবপুরাণে বৃত্তব্রাহ্মণতার উদহারণ—

যবীয়সামেকাশীতির্জায়ন্তেয়াঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিনা যজ্ঞশীলাঃ কর্ম্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বুভূবুঃ।।৫৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৪।১২)

পূর্ব্বোক্ত উনবিংশতি পুত্রের কনিষ্ঠ ঋষভের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভজাত ৮১ সংখ্যক পুত্র পিতা ঋষভ-দেবের আজ্ঞানুসারী, অতিশয় বিনীত, বেদনিপুণ, যজ্ঞপরায়ণ ও সদাচার-রত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।।৫৭।।

পুরোর্ব্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশাশ্চ জজ্ঞিরে।।৫৮।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২০।১)

হে ভারত, পুরুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি। এই বংশে তুমি জন্মিয়াছ। এই বংশে অনেক রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।।৫৮।।

কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।

শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ।।৫৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৭।৩)

(চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। তাঁহার পুত্র সুহোত্র)। সুহোত্রের কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ-নামক তিনটী পুত্র। তন্মধ্যে গৃৎসমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র শৌনক বহ্বৃচপ্রবর মুনি হন।।৫৭।।

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মার বাক্য—

ব্রহ্মোবাচ—

সচ্ছ্রোত্রিয়কুলে জাতো অক্রিয়ো নৈব পূজিতঃ।

অসৎক্ষেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসবৈভাণ্ডকৌ যথা।।৬০।।

ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোঽস্তি মৎসমঃ।

বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অন্যে সিদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ।।৬১।।

* * * *

যস্য তস্য কুলে জাতো গুণবানেন তৈর্গুণৈঃ।

সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো বিপ্রঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।।৬২।।

(পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ৪৩ অধ্যায় ৩২১ ও ৩২২ পৃষ্ঠা, গৌড়ীয়-সংস্করণ)

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—সচ্ছ্রোত্রিয়কুলে জাত সদাচাররহিত ব্যক্তি কখনই পূজিত নহেন। অসৎক্ষেত্র ও কুলে আবির্ভূত ব্যাস বৈভাণ্ডকমুনি পূজার্হ; ক্ষত্রিয়কূলে জাত বিশ্বামিত্রও মত্তুল্য। বেশ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভুত বশিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগুণোপেত অন্য ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মণ বলিয়াই সিদ্ধ। যে সে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, গুণবান্ তাঁহার গুণসমূহের দ্বারাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত পূজা করা কর্ত্তব্য।।৬০-৬২।।

বিবাদতর্কে শৌক্রবিচারে শুদ্ধতার অভাব; পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায়ই শুদ্ধি—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা।।৬৩।।

(হরিভক্তিবিলাস, ৫ম বিলাস, ৩ সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল বাক্য)

কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্রসদৃশ মাত্র। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।।৬৩।।

'দীক্ষা' কাহাকে বলে?—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।

তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।৬৪।।

(হরিভক্তিবিলাস, ২য় বিলাস, ৭সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যার) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।।৬৪।।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় নৃমাত্রেরই পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তদা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।

(হরিভক্তিবিলাস, ২য় বিলাস, ৭ সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগর-বচন)

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রুপ (বৈষ্ণবীয়) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

টীকা—**নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।।৬৫।।**

(শ্রীসনাতন-গোস্বামী-কৃত দিগ্‌দর্শিনী)

টীকার অর্থ—'নৃণাং' পদে দীক্ষিত সকলেরই; 'দ্বিজত্বং' পদে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)।।৬৫।।

আচার্য্য বিনীত শিষ্যদিগকে সংস্কার প্রদান করিয়া মন্ত্রার্থ বলিবেন—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।৬৬।।

(নারদ-পঞ্চরাত্র-ভরদ্বাজসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি।।৬৬।

ভারত-প্রমাণ—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।।৬৭।।

(মহাভারত অনুঃ শাঃ পর্ব্ব ১৪৩।৪৬)

হে দেবি! নিম্নকুলোদ্ভুত শূদ্রও এইসকল কর্ম্মফলদ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান-অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন।।৬৭।।

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।৬৮।।
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি।৬৯।।

(মহাভারত অনুঃ শাঃ পর্ব্ব ১৪৩।৫০, ৫১)

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি—কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।।৬৮-৬৯।।

আচার্য্য গোস্বামীর সিদ্ধান্ত—

ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র-জন্মসাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সবন-যোগ্যত্বপ্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদক পুণ্যবিশেষময়-সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্র-জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।।৭০।। (দুর্গসঙ্গমনী—পূর্ব্ব-বিলাস ১।১৩)

ব্রাহ্মণ-কুমারগণের শৌক্রজন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও যেরূপ সবন-যজ্ঞে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা করে অর্থাৎ শৌক্রব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও উপনয়ন না হওয় পর্য্যন্ত দ্বিজ যেমন সবন-যজ্ঞে অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ চণ্ডালকুলোদ্ভুত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামোচ্চারণ-মাত্রে) সবনযজ্ঞে যোগ্যতা-প্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্বাদির মূল প্রারব্ধ পাপ বিদূরিত হইলেও তাহার দীক্ষা ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না; যেহেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্রসংস্কার-গ্রহণ—শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভুত ব্যক্তির যেমন সবনযোগ্যতা নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময়া সাবিত্রজন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভুত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামকীর্ত্তন মাত্রে) ব্রাহ্মণত্ব বা সবন-যোগ্যতা-লাভ হইলেও সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে।।৭০।।

তদেবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্ব-সংস্কারস্তদাবাধিতত্বাত্ত তন্মন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ।।৭১।। (ব্রঃ সং ৫।২৭ শ্রীজীবকৃত ভাষ্য)

অতঃপর ধ্রুবের ন্যায় দীক্ষার পরেই ব্রহ্মার দ্বিজত্ব-সংস্কার অব্যাহত হওয়ায় সেই সেই দীক্ষামন্ত্রের অধিদেবতা হইতে উহা (ঐ সংস্কার) উৎপন্ন হইল।।৭১।।

জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ।।৭২।। (মনু ২।২৬০)

শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়, তৎপর যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে। (অতএব জন্ম ত্রিবিধ—'শৌক্র, 'সাবিত্র' ও 'দৈক্ষ')।।৭২।।

ত্রিবিধ-জন্ম-সম্বন্ধে স্বামিপাদ—

ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম।।৭৩।।

(ভাবার্থদীপিকা ১০।২৩।৩৯)

'ত্রিবৃৎ'—শব্দে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্ম বুঝাইয়া থাকে।।৭৩।।

অষ্ট-চত্বারিংশৎ-সংস্কার*যুক্ত ব্যক্তিই 'ব্রাহ্মণ'—

"যস্যৈতেঽষ্টচত্বারিংশৎসংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণঃ"।।৭৪।।

(মহাভারত শাঃ পঃ ১৮৯।২ শ্লোকে নীলকণ্ঠ-টীকাধৃত স্মৃতিবাক্য)

এই অষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।।৭৪।।

*কর্ম্মমার্গীয়গণের মতে ৪৮টি সংস্কার, যথা—

১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। নিষ্ক্রমণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। কর্ণবেধ, ৯। চৌড়কর্ম্ম, ১০। উপনয়ন, ১১। সমাবর্ত্তন, ১২। বিবাহ, ১৩। অন্ত্যেষ্টি, ১৪। দেবযজ্ঞ, ১৫। পিতৃযজ্ঞ, ১৬। ভূতযজ্ঞ, ১৭। নরযজ্ঞ, ১৮। অতিথিযজ্ঞ, ১৯। বেদব্রত চতুষ্টয়, ২০। অষ্টকাশ্রাদ্ধ, ২১। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, ২২। শ্রাবণী, ২৩। আগ্রায়ণী, ২৪। প্রৌষ্ঠপদী, ২৫। চৈত্রী, ২৬। আশ্বযুজী, ২৭। অগ্ন্যাধান, ২৮। অগ্নিহোত্র, ২৯। দর্শপৌর্ণমাসী, ৩০। আগ্রয়ণেষ্টি, ৩১। চাতুর্ম্মাস্য, ৩২। নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৩৩। সৌত্রামণি, ৩৪। অগ্নিষ্টোম, ৩৫। অত্যগ্নিষ্টোম, ৩৬। উক্‌থ, ৩৭। ষোড়শী, ৩৮। বাজপেয়, ৩৯। অতিরাত্র, ৪০। আপ্তোর্যাম, ৪১। রাজসূয়াদি, ৪২। সর্ব্বভূতদয়া, ৪৩। লোকদ্বয়চাতুর্থ, ৪৪। ক্ষান্তি, ৪৫। অনুসূয়া, ৪৬। শৌচ, ৪৭। অনায়াস-মঙ্গলাচার, ৪৮। অর্কার্পণ্য অস্পৃহা।।৭৪।।

ভাগবতীয়গণের মতে—

শ্রীমহাভারতে ৪৮টি সংস্কারের কথা উল্লেখিত আছে; তন্মধ্যে তাপ, পুণ্ড্র ও নাম—এই তিনটি কনিষ্ঠাধিকারগত সংস্কার। মধ্যমাধিকারে মন্ত্র ও যোগ বা যাগ এই দুইটী লইয়া তাপাদি পঞ্চসংস্কার। উত্তমাধিকারে নবেজ্যা কর্ম্ম, পঞ্চবিংশতি-সংস্কারাত্মক অর্থপঞ্চক-তত্ত্বজ্ঞান এবং বিপ্রত্ব-সাধক নয়টী সংস্কার-প্রদাতৃত্ব বিদ্যমান। মন্ত্রের উপদেশে যে দীক্ষাবিধান, তাহাতে দ্বিজসংস্কারে গর্ভাধানাদি দশটী সংস্কার-গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে। মহাভাগবত-অধিকারে নয়টী সংস্কার-প্রদানের যোগ্যতালাভরূপ সংস্কার সর্ব্বসমষ্টি ৪৮ সংখ্যা। শ্রীযামুনাচার্য্য ও অপ্যয়দীক্ষিতাদি যে চত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা বলেন, তাহাতে বিপ্রত্বকে একটী সংস্কার গণনা করিলে চল্লিশটী সংস্কার সিদ্ধ হয়।

একায়নশাখী ও বহ্বয়নশাখী—

যদপ্যুক্তং গর্ভাধানাদিদাহান্তসংস্কারান্তর-সেবনাদ্ভাগবতানামব্রাহ্মণ্যমিতি, তত্রাপ্যজ্ঞানমেবাপরাধ্যতি ন, পুনরায়ুষ্মতো দোষঃ; যদেতে বংশপরম্পরয়া বাজসনেয়শাখামধীয়ানাঃ কাত্যায়নাদিগৃহ্যোক্তমার্গেণ গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্ব্বতে, যে পুনঃ সাবিত্র্যনুবচন-প্রভৃতি-ত্রয়ী-ধর্ম্মত্যাগেন একায়নশ্রুতি-বিহিতানেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্ কুর্ব্বতে তেঽপি স্বশাখা-গৃহ্যোক্তমর্থং যথাবদনুতিষ্ঠমানাঃ ন

শাখান্তরীয়কর্ম্মাননুষ্ঠানাদ্‌ব্রাহ্মণ্যাৎ প্রচ্যবন্তে, অন্যেষামপি পরশাখা-বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান-নিমিত্তব্রাহ্মণ্যপ্রসঙ্গাৎ।।৭৫।।

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্যম্)

"গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া দাহপর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সংস্কারান্তরের সেবা করিলে ভাগবতগণ ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন।।" এইরূপ উক্তিতে বক্তার অজ্ঞানই অপরাধী, কিন্তু আয়ুষ্মান বক্তার কোন দোষ নাই; যেহেতু তাঁহারা বংশপরাম্পরাক্রমে বাজসনেয়-শাখা অধ্যয়ণ করিয়া কাত্যায়নাদি গৃহ্যোক্ত মার্গানুসারে গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি (যজ্ঞোপবীত ধারণনির্ণায়ক শ্রুতি) বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'একায়ন-শ্রুতি'—বিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও স্বশাখা-গৃহ্যোক্ত বিষয় যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানহেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে অন্যশাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য—প্রসঙ্গ হইতে পারে।।৭৫।।

ভাগবতগণ 'শূদ্র' নহেন—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।।৭৬।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১০ম বিঃ ধৃত পাদ্মবাক্য)

ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত নহেন, তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তন করা যায়। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র' বলিয়াই গণনীয়।।৭৬।।

একায়নশাখী পরমহংস ব্যতীত বর্ণাশ্রমে হরিভজনকারীর যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্ত্তব্য-

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্‌বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ।।৭৭।। (ব্রহ্মোপনিষৎ ২৮ শ্লোক)

বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি ভক্তিযোগে সম্যক্ অবস্থিত হইলে অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পরমহংসাবস্থা লাভ করিলে বাহ্যসূত্র ত্যাগ করিতে পারেন। (ত্যাগ না করিয়া সূত্র ধারণপূর্ব্বক 'ত্যক্তসূত্র'-বিচারবান্ থাকিতেও পারেন)। যিনি অপ্রাকৃত ভাবময় অন্তঃসূত্র ধারণ করেন তিনি যথার্থই চৈতন্য লাভ করিয়াছেন।।৭৭।।

ব্রাহ্মণব্রুবের ব্রহ্মসূত্রের গর্ব্ব অশোভনীয়—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।।৭৮।। (অত্রিসংহিতা ৩৭২ শ্লোক)

যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভুত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয়।।৭৮।।

'অনুকরণ' বা 'ঢং' ব্রাহ্মণত্য নহে; যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই 'ব্রাহ্মণ'-

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।।৭৯।। (মনু ২।১৫৭)

কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী এবং চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন,— বেদধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিন জনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে।।৭৯।।

বেদপাঠ-বর্জ্জনকারী দ্বিজের জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্বপ্রাপ্তি; বেদপাঠহীনের পুত্রপৌত্রাদির উপনয়ন নিষিদ্ধ—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।।৮০।। (মনুঃ ২।১৬৮)

যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইবার চেষ্টা না করিয়া অন্য বিষয়ে (লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভগবদিতর-বিষয়ে) শ্রম স্বীকার করেন, তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।।৮০।।

'ব্রাহ্মণব্রুব' কাহাকে বলে?

বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যঃ।
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুব উচ্যতে।।৮১।।
যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বসংস্কারৈর্দ্বিজস্তু নিয়মব্রতৈঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণব্রুবঃ।।৮২।।
গর্ভাধানাদিভির্যুক্তস্তথোপনয়নেন চ।
ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণব্রুবঃ।।৮৩।।
অধ্যাপয়তি নো শিষ্যান্নাধীতে বেদমুত্তমম্।
গর্ভাধানাদি-সংস্কারৈর্যুতঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।।৮৪।। (পদ্মপুরাণ)

যে বিপ্র দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য অথবা শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিককর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি ব্রাহ্মণব্রুব বলিয়া কথিত হন। যে দ্বিজ নিয়ম, ব্রত ও সর্ব্বসংস্কারসম্পন্ন হইয়া বেদোক্ত কোন কর্ম্মই করেন না, তিনি ব্রাহ্মণব্রুব। গর্ভাধানাদি সংস্কারযুক্ত ও উপনীত ব্যক্তি যদি কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর না হন এবং বেদাধ্যয়ন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণব্রুব জানিতে হইবে। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদশাস্ত্র স্বয়ং অধ্যয়ন করেন না বা শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান না, তিনি যদি গর্ভাধানাদি দশসংস্কারবিশিষ্ট হন, তাহা হইলেও তিনি ব্রাহ্মণব্রুব।।৮১-৮৪।।

কুল্লূকভট্টটীকা---যো ব্রহ্মণঃ ক্রিয়া-রহিত আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি, স ব্রাহ্মণব্রুবঃ।।৮৫।। (মনুঃ ৭।৮৫)

যে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ক্রিয়া-রহিত হইয়াও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, সে ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণব্রুব'—নামে সংজ্ঞিত হয়।।৮৫।।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি।।৮৬।। (মনুঃ ৪।১৯০)

যে দ্বিজের তপস্যা নাই, যাহার বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যথেষ্ট রুচি আছে পাষাণময় ভেলার দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে যেরূপ সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিজও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে।।৮৬।।

ব্রাহ্মণব্রুবগণের পরিণাম—

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে।।৮৭।। (মনুঃ ৪।২০০)

চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্তচ্চিহ্ন গ্রহণপূর্ব্বক তত্তদ্বৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে।।৮৭।।

ভৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিতের নিন্দা—

ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলোকৌ।।৮৮।। (মনুঃ ৩।১৫৬)

যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষী, যে পিতৃবর্ত্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে না।।৮৮।।

দেবলাদি 'ব্রাহ্মণ'- পদবাচ্য নহেন—

অপি চাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে।
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্।।
গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারান্তর-সেবনম্।
শ্রৌতক্রিয়াঽননুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সম্বন্ধবর্জ্জনম্।।
ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্।।৮৯।।

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত সাত্বত-শাস্ত্র-বাক্য)

বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্য ভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়। গর্ভাধান হইতে দাহ পর্য্যন্ত যে-সকল সংস্কার শাস্ত্রে আছে তদ্‌ব্যতীত অন্য সংস্কার-গ্রহণ, শ্রৌত ক্রিয়ার অননুষ্ঠান, দ্বিজগণের সহিত সম্বন্ধপরিত্যাগ প্রভৃতি আচরণের দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে অব্রাহ্মণতা নির্ণীত হয়।।৮৯।।

শাস্ত্রে দেবল-ব্রাহ্মণের নিন্দা—

দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।

বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈঃ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ।।৯০।।

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য)

যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তিদ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ' দেবল'—নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।।৯০।।

এষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চাবৃত্তিতো ভবেৎ।
তেষামধ্যয়ণে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা।।৯১।।

(শ্রীযামুনাচার্যকৃত-আগমপ্রামাণ্য ধৃত সাত্বতশাস্ত্রবাক্য)

যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন-—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্মে যোগ্যতা নাই।।৯১।।

'আপদ্ধর্ম্মের' নামে দেবলবৃত্তি চালাইবার চেষ্টা শাস্ত্র-গর্হিত—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন।।৯২।।

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত পরম-সংহিতা-বাক্য)

বহু কষ্টদশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়াও কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না।।৯২।।

পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা—

য এতদক্ষরং গার্গি বিদ্রিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।।৯৩।।

(বৃহদারণ্যক ৩।৯।১০)

হে গার্গি! যিনি সেই অচ্যুত-তত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ।।৯৩।।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।।৯৪।। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২১)

বুদ্ধিমান ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া প্রেমভক্তি লাভার্থ যত্ন করিবেন।।৯৪।।

ব্রাহ্মণ কে?

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।।৯৫।।
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে।।৯৬।।

(মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।২-৩)

(ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! হে বিপ্রর্ষে! হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ কি প্রকারে হয় এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রই বা কি প্রকারে হয়, তাহা বলুন। ভৃগু তদুত্তরে বলিলেন,—) যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কারসমূহ দ্বারা সংস্কৃত এবং শৌচসম্পন্ন, বেদাধ্যয়ন-রত, যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ, শৌচাচারস্থিত, গুরুর সম্যক উচ্ছিষ্টভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রত পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ তাঁহাকেই 'ব্রাহ্মণ' বলা যায়।।৯৫-৯৬।।

বৈষ্ণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববর্ণগুরু—

বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে।

সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।।৯৭।। (পাদ্মোত্তরখণ্ডে ৩৯ অধ্যায়)

বিষ্ণুসম্বন্ধী বলিয়াই বৈষ্ণব 'বৈষ্ণব'—নামে অভিহিত হন এবং সকল বর্ণের মধ্যেই বৈষ্ণব 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।।৯৭।।

চণ্ডালকুলে প্রকটিত হইলেও 'বৈষ্ণব' ব্রাহ্মণগণের পূজার্হ—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং সচিহ্নং ধারয়েদ্ যদি।

স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব সদা দ্বিজৈঃ।।৯৮।। (পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৩৯ অধ্যায়)

চণ্ডালকূলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি (একদাশ অঙ্গে) তিলক চিহ্নের সহিত ললাটে সরল ও সুন্দর উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনিও শুদ্ধাত্মা এবং দ্বিজগণের দ্বারা নিশ্চয়ই সর্ব্বদা পূজ্য।।৯৮।।

ম্লেচ্ছকুলে অবতীর্ণ হইলেও হরিভক্ত সকলেরই পূজ্য—

সকৃৎ প্রণামী কৃষ্ণস্য মাতুঃ স্তন্যং পিবেন্ন হিঃ।

হরিপাদে মনো যেষাং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ।।৯৯।।

পুক্কসঃ শ্বপচো বাপি যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

তেঽপি বন্দ্যা মহাভাগা হরিপাদৈকসেবকাঃ।।১০০।।

(পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ড আদি ২৪ অধ্যায়)

যিনি শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্রও সর্ব্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রণাম করিয়াছেন, তাঁহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। হরিপদে যাঁহাদের মতি, তাঁহাদিগকে নিত্য পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। পুক্কস, কুক্কুরভোজী চণ্ডাল, এমন কি ম্লেচ্ছজাতিসমূহও যদি একান্তভাবে হরিপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া সেবারত হন, তাহা হইলে তাঁহারাও মহাভাগ ও পূজার্হ।।৯৯-১০০।।

চ্যুত ও অচ্যুতগোত্র; অচ্যুত-গোত্রীয়গণই 'বৈষ্ণব'—

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।

অন্যত্র ব্রাহ্মণ-কুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ।।১০১।। (ভাগবত ৪।২১।১২)

পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবর্ত্তী পৃথ্বীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বদাই অপ্রতিহতা ছিল; কেবলমাত্র ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের

উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই।।১০১।।

নীচকুলে জাত ভক্ত ও চতুর্ব্বেদাধীতী ব্রাহ্মণের পার্থক্য—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।১০২।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।৯১)

অভক্ত চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নহে; (পক্ষান্তরে) মদ্ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়; সেই ভক্তকেই দান করিবে এবং ভক্ত হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিবে। ভক্ত আমারই ন্যায় পূজ্য।।১০২।।

নাম গ্রহণকারী পূর্ব্বজন্মে বহুবার তপস্যা, যজ্ঞ, স্নান ও বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন; তিনিই পরম পাবন—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।১০৩।।

(ভাগবত ৩।৩৩।৭)

অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার একপ্রান্তে ভবদীয় নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা—সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববেদাধ্যয়ন ও সদাচার সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।।১০৩।।

শুদ্ধভক্তির আচার্য্য অদ্বৈতপ্রভুর আচরণ—ম্লেচ্ছকুলে প্রকটিত বৈষ্ণবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ব্রাহ্মণগুরু'রূপে নির্দ্দেশ—

আচার্য্য কহেন,—তুমি না বাসিহ ভয়।

সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।।

তুমি খাইলে হয় কোটী-ব্রাহ্মণ-ভোজন।

এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন।।১০৪।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ৩।২১৯-২২০)

বৈষ্ণব কোটি কোটি সর্ব্ববেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণের গুরুদেব—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।।

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।১০৫।।

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ কোটিব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।।১০৫।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'বর্ণধর্ম্ম-তত্ত্ব'-বর্ণন নামক চতুর্দ্দশরত্ন সমাপ্ত।

পঞ্চদশ রত্ন

আশ্রমধর্ম্ম-তত্ত্ব

জীবের অবস্থানুসারে চারিটি আশ্রম—

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।।১।। (জাবালোপনিষৎ ৪।১)

(রাজর্ষি জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বলিলেন,—"ভগবন্ সন্ন্যাসাধিকার ও তদ্বিধি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন") অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,—"ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, গৃহাস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, বানপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল অবস্থিত হইয়া তৎপরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। যদি ইহার অন্যথা হয় অর্থাৎ যদি কোন লোকের গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বৈরাগ্য উদিত হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন অথবা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পরিব্রাজক হইবেন। অর্থাৎ যিনি যে আশ্রমে থাকুন না কেন প্রকৃত বৈরাগ্য উদিত হইলে তত্তদাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি স্বীয় অনুষ্ঠেয়কর্ম্মবিচ্যুত হইয়াও ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হন, তবে তিনি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করুন আর নাই করুন, সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া বেদোক্ত স্নান করুন আর নাই করুন, অথবা সাগ্নিক হইয়া অগ্নিনির্ব্বাপিত করুন কিম্বা নিরগ্নিই হউন, যে দিনেই সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য আসিবে, সেই দিনেই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন"।।১।।

চতুরাশ্রমের উৎপত্তি—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ।।২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।১৩)

(শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন),—আমার জঘনদেশ হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ উৎপন্ন এবং সন্ন্যাস আমার মস্তকে স্থিত।।২।।

ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের প্রত্যেকটির চারি প্রকার-ভেদ—

সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহৎ তথা।
বার্ত্তা সঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে।।৩।।

সাবিত্র (উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী অধ্যয়নকারীর ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য), প্রাজাপত্য (এই প্রবৃত্তিপর ব্রতের আচরণশীল ব্যক্তির সংবৎসর পর্যন্ত্য ব্রহ্মচর্য্য), ব্রাহ্ম (বেদগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য), বৃহদ্ব্রত (আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য), প্রথম তিনটী 'উপকুর্ব্বাণ' ও শেষটী 'নৈষ্ঠিক'-নামে পরিচিত—এই চারিপ্রকার ব্রহ্মচর্য এবং বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি-বৃত্তি), সঞ্চয় (যাজনাদি-বৃত্তি), শালীন (অযাচিত-বৃত্তি), শিলোঞ্ছ (পতিত কণিকা-ভক্ষণদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ-বৃত্তি) এই চারি প্রকার গৃহস্থের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানও সৃষ্টি করিলেন।।৩।।

বৈখানসা বালিখিল্যৌডুম্বরাঃ ফেনপা বনে।
ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বোদো হংস-নিষ্ক্রিয়ৌ।।৪।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১২।৪২-৪৪)

বৈখানস (অকৃষ্ট পচ্যবৃত্তি), বালিখিল্য (যাঁহারা নূতন অন্ন পাইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন), ঔডুম্বর (প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যেদিক সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান, সেই দিক্ হইতে আহৃত ফলাদি-ভক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহকারী), ফেনপ (স্বয়ং পতিত ফলাদিদ্বারা জীবনধারণকারী—এই চারিপ্রকার বৃত্তিভেদে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী এবং কুটীচক (স্বীয় আশ্রম-কর্ম্ম প্রধান), বহূদক (কর্ম্মের অপ্রাধান্য বিবেচক অর্থাৎ জ্ঞান-প্রধান), হংস (জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ) এবং নিষ্ক্রিয় (প্রাপ্ত-তত্ত্ব অর্থাৎ 'পরমহংস'),—এই চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীও (উৎপন্ন হইলেন)।।৪।।

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য—

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্বাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ।।৫।।

মাণবক আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কার-ক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইলে গুরুকুলে বাস ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন।।৫।।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।৬।।

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব!) শ্রীগুরুদেবকে মৎস্বরূপ (আমার প্রকাশ-বিগ্রহ) জানিবে, কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না। 'গুরুদেব'—সর্ব্বদেবময়, ঔপাধিক-জড় দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিদ্বারা নিজপ্রাকৃত-জাড্যে মৎসর হইয়া তাঁহাকে অসূয়া করিবে না।।৬।।

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞা তমুপযুঞ্জীত সংযতঃ।।৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২২, ২৭-২৮)

সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ বস্তু এবং ভিক্ষা ব্যতীত অপরও যাহা কিছু লব্ধ হয়, ব্রহ্মচারী তাহা সমস্তই শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবেন এবং তিনি যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সংযত হইয়া তাহাই ভোজন করিবেন।।৭।।

শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ।

যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ।।৮।।

গমন, শয়ন, উপবেশন ও বিশ্রামকালে আচার্যকে শুশ্রূষা করতঃ (অনুজ্ঞা-লাভের নিমিত্ত) তৎসমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্বদা দীনভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিবেন।।৮।।

এবং বৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ভোগবিবর্জ্জিতঃ।

বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্ব্রতমখণ্ডিতম্।।৯।।

ব্রহ্মচারী বিদ্যা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিয়া অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ-পূর্ব্ব ক ভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন।।৯।।

এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।

মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ।।১০।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২৯-৩০, ৩৬)

এইরূপ বৃহদ্ব্রতধারী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হয়েন, তিনি তীব্র তপস্যাদ্বারা দগ্ধকর্ম্মাশয় হইয়া মদীয় ভক্তরূপে পরিগণিত হয়েন।।১০।।

গৃহীর কর্ত্তব্য—হরিসেবাই সকল আশ্রমীর একমাত্র কৃত্য—

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।

গৃহস্থস্যাপ্যতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্।।১১।। (শ্রীমদভাগবত ১১।১৮।৪৩)

(শ্রীভগবান কহিতেছেন—) ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ ও সকল প্রাণীর সহিত সৌহৃদ্য—এই সমস্ত ধর্ম্মও ঋতুরক্ষাকারী গৃহীর কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার উপাসনা সকল প্রাণীরই কর্ত্তব্য।।১১।।

প্রবৃত্তগণের জন্য ক্রম-নিবৃত্তিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য——

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।

ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।।১২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্তদ্বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায়, তাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। তবে তত্তদ্বিষয়ে 'বিবাহ', যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির' যে ব্যবস্থা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির নিয়ম করা হইয়াছে, ঐসকল নিয়মও জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার জন্যই, নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে।।১২।।

গৃহব্রত হওয়া গৃহস্থের কর্ম নহে—

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।১৩।।

বিদ্বান গৃহী ব্যক্তি কুটুম্বী হইয়াও কুটুম্বে আসক্ত হইবেন না, ঈশ্বর-নিষ্ঠাবিষয়ে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবেন, এবং দৃষ্টবস্তু যেমন নশ্বর, তদ্রূপ অদৃষ্ট বস্তুকেও নশ্বর জ্ঞান করিবেন।।১৩।।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা।।১৪।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।৫২-৫৩)

পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম, পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গম তুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনিষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর।।১৪।।

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ।।১৫।।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হয়েন না।।১৫।।

গৃহস্থাশ্রমীর গৃহে বাস, বনে বাস প্রব্রজ্যা—

কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বামামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ।।১৬।।

(ভগবান কহিলেন—) ভক্তিমান ব্যক্তি গৃহমেধীয় কর্ম্মসমূহদ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিয়া সপুত্রক গৃহে বাস, বনে বাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন।।১৬।।

গৃহব্রতের চরিত্র—

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে।।১৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।৫৪-৫৬)

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অলস-মতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়।।১৭।।

গৃহব্রতের গতি—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ।।
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ।।১৮।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।৫৭-৫৮)

"হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবনধারণ করিবে" এই প্রকার

গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ'- নামক অতিতামসী, যোনিতে প্রবেশ করে।।১৮।।

স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের পক্ষেই গৃহাসক্তি নিন্দার্হ, কৃষ্ণাসক্তিই জীবমাত্রের ধর্ম্ম—

ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশ-পিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌ কফপিত্তবাতম্‌।

জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী।।১৯।।

যে বিমূঢ়া স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই স্ত্রী উপরে ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশাচ্ছন্ন এবং অন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু পরিপূরিত জীবিত শবকে 'এই আমার কান্ত'--ইহা ভাবিয়াই ভজনা করিয়া থাকে।।১৯।।

প্রাকৃত-দাম্পত্য সুখাভিলাষী সকাম গৃহীর নিন্দা—

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।

কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া।।২০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬০।৪৫, ৫২)

(সকাম ভক্তদিগকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—) যে সকল কামাত্মা প্রাকৃত-দাম্পত্য-সুখ-ভোগার্থ তপস্যা ও কঠোর ব্রতাচরণদ্বারা মুক্তির অধীশ্বর আমার উপাসনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মুগ্ধ হয়।।২০।।

যথার্থ গৃহস্থাশ্রম—(অন্বয়মুখে)

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।

যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ।।২১।।

(শ্রীপৃথু মহারাজ সনৎকুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে কহিলেন,—)

যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য।।২১।।

অসৎ-গৃহ—(ব্যতিরেক মুখে)

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।

যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ।।২২।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২২।১০-১১)

যে সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদকবর্জ্জিত, সেই সকল গৃহ অখিল-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষসমূহতুল্য।।২২।।

বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য—

বানপ্রস্থাশ্রমপদেম্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষমাচরেৎ।

সংসিদ্ধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা।।২৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৮।২৫)

বানপ্রস্থাশ্রমে নিরন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই বিধেয়; কারণ নিবৃত্তমোহ-ব্যক্তি বিহিত-ভিক্ষা-লব্ধ অন্নদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করে।।২৩।।

ভগবন্নিকেতন শুদ্ধভক্তি-মঠ বা ভক্ত-সন্নিধানে বাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ-বাস—

বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।

তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতনন্তু নির্গুণম্।।২৪।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৫।২৫)

(নির্গুণ ভক্তিলাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বাস, আহার ইত্যাদি ব্যবহারিক বস্তুকে নির্গুণ করা চাই। সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন বস্তুতে কৃষ্ণভাব যোজিত হইলে নির্গুণ হয়)। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজসিক, দ্যূত-ক্রীড়াদি-স্থান তামসিক, কিন্তু আমার নিকেতন নির্গুণ।।২৪।।

সন্ন্যাস—ত্রিবিধ; বিদ্ধ ও শুদ্ধজ্ঞানি-ভেদে জ্ঞানসন্ন্যাসী—দ্বিবিধ। বিদ্ধ জ্ঞানিগণই—শিবস্বামীসম্প্রদায়ের আনুগত্যে একদণ্ডী; শুদ্ধজ্ঞানিগণ শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অনুসরণে ত্রিদণ্ডী—

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে।

কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।২৫।।

(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অধ্যায়)

সন্ন্যাসী ত্রিবিধ বলিয়া প্রসিদ্ধ—কেহ কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কেহ বা বেদ-সন্ন্যাসী, কেহ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী।।২৫।।

'ধীর' বা বিবিৎসা—সন্ন্যাস—

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।

অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ।।২৬।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৩।২৬)

যিনি বিষয়াদিতে আসক্তি-রহিত ও অভিমানশূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সাধন-স্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত।।২৬।।

'নরোত্তম' বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাস—

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।

হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ।।২৭।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৩।২৬)

যে আত্মজ্ঞব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশ-বশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তিনিই 'নরোত্তম'।।২৭।।

কলিকালে 'কর্ম্মসন্ন্যাস' নিষিদ্ধ—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।

দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ।।২৮।।

(মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৮৫ অঃ ১৮০ শ্লোক)

'অশ্বমেধ', 'গোমেধ', 'সন্ন্যাস', মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ' ও 'দেবরদ্বারা সূতোৎপত্তি'— কলিকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে।।২৮।।

'ত্রিদণ্ডী' শব্দের অর্থ—

বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।

যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।।২৯।। (মনু ১২।১০)

যাঁহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই যথার্থ 'ত্রিদণ্ডী'।।২৯।।

দমনং দণ্ডঃ যস্য বাঙ্‌-মনঃ-কায়ানাং দণ্ডাঃ নিষিদ্ধাভিধানাঃ সৎসঙ্কল্প-প্রতিষিদ্ধ-ব্যাপার-ত্যাগেন বুদ্ধাববস্থিতাঃ স ত্রিদণ্ডীত্যুচ্যতে ন তু দণ্ডত্রয়ধারণমাত্রেণ।।৩০।।

(মনু-কুল্লকভট্ট-টীকা ১২শ অঃ ১০ শ্লোক)

'দণ্ড' শব্দের অর্থ 'দমন'। যাঁহার বুদ্ধিতে বাক্য, মন ও কায়ের দণ্ড অর্থাৎ বহির্ব্বিষয়ে অনবস্থান এবং সৎসঙ্কল্পের প্রতিকূল ব্যাপার হইতে বিরতি রহিয়াছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী বলিয়া কথিত হন; দণ্ডত্রয় ধারণ করিলেই 'ত্রিদণ্ডী' হওয়া যায় না।।৩০।।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর 'ত্রিদণ্ড'—শব্দের অর্থ কায়-মনোবাক্য-বেগধারণই 'ত্রিদণ্ড-গ্রহণ'-

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং

জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ

সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।৩১।। (উপদেশামৃত ১ ও মহাভারত 'হংসগীতা')

যে ধীরব্যক্তি বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, রসনাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ--এই ষড়বিধ- বিষয় বেগ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন।।৩১।।

বেদে 'ত্রিদণ্ড'-সন্ন্যাসে'র উল্লেখ—

তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণি-শ্বেতকেতু-দুর্ব্বাস-ঋভু-নিদাঘ-জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-রৈবতক-প্রভৃতয়োঽব্যক্তলিা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তস্ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎ সর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ।।৩২।। (জাবালোপনিষৎ ৬ষ্ঠ খণ্ড)

পূর্ব্বোক্ত-পরমহংসগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিব্রাজকগণই বিখ্যাত, যথা—সম্বর্ত্তক, অরুণিনন্দন-ঔদ্দালক, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই 'পরমহংস'; ইঁহাদের শিখাসূত্রাদি কোন চিহ্ন ছিল না। ইঁহাদের কার্য্যকলাপ অপরের অগোচর ছিল। ইঁহারা আত্মস্থ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেন। পরমহংস ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, অলাবুনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র, দর্ভনির্ম্মিত মেখলা, আচমনাদি জলশোধনের জন্য গৃহীত প্রাদেশ-পরিমিত শ্বেতবস্ত্র, শিখা, ব্রহ্মসূত্র, প্রভৃতিসমস্তই 'ভূস্বাহ'-

-এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তীর্থজলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্গুরুর পাদপদ্মে অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে পরমাত্মার অন্বেষণ করিবেন।।৩২।।

বেদান্তভাষ্য শ্রীভাগবতে 'ত্রিদণ্ডী' বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের উল্লেখ—

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ।।৩৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৩।৩৪)

কতকগুলি লোক 'ত্রিদণ্ড' ভোজন পাত্র ও কমণ্ডলু লইয়া গেল, কেহ কেহ জপমালা, কন্থা ও চীরবস্ত্র লইয়া গেল। আবার ঐ সকল বস্ত্র প্রত্যার্পণ করিতেছি বলিয়া দেখাইলে তিনি যখন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন আবার সেই মুনির নিকট হইতে গ্রহণ করিল।।৩৩।।

মনুসংহিতায় ত্রিদণ্ডির সিদ্ধি—

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।।৩৪।। (মনুসংহিতা ১২।১১)

সর্ব্বভূতসম্বন্ধে কাম ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া যিনি এই 'ত্রিদণ্ড' বিহিত করেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন।।৩৪।।

হারীত-সংহিতায় 'ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস' মাহাত্ম্য—

ত্রিদণ্ডভৃদ্যো হি পৃথক্ সমাচরেচ্ছনৈঃ শনৈর্যস্তু বহির্ম্মুখাক্ষঃ।
সম্মুচ্য সংসার-সমস্ত-বন্ধনাৎ স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্।।৩৫।।
(হারীতসংহিতা ৬।২৩)

যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।।৩৫।।

শ্রীধরস্বামিকর্ত্তৃক 'ত্রিদণ্ড'—সন্ন্যাসের উল্লেখ ও সম্মান—

“এবং বহূদকাদিধর্ম্মান্ উক্ত্বা পরমহংসধর্ম্মানাহ- জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি সার্দ্ধৈর্দশভিঃ। বহির্বিরক্তো মুমুক্ষুঃ সন্ যো জ্ঞাননিষ্ঠো বা মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষো মদ্ভক্তো বা স সলিঙ্গান্ ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্ আশ্রমাংস্তদ্ধর্ম্মাংস্ত্যক্ত্বা তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিতং ধর্ম্মং চরেদিত্যর্থঃ।” পুনরায়, 'পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডি-বেষম্'।।৩৬।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১৭।১৮।২৮ ও ১০।৮৬।৩ ভাবার্থদীপিকা)

এইরূপে বহূদকাদি (চতুরাশ্রমিগণের) ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া 'জ্ঞাননিষ্ঠঃ' (ভাঃ ১১।১৮।২৮) ইদ্যাদি সার্দ্ধদশশ্লোকে (আশ্রমাতীত) 'পরমহংসধর্ম্ম' বলিতেছেন— বাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত যে ব্যক্তি 'মুক্তি'—লাভেচ্ছু হইয়া 'জ্ঞাননিষ্ঠ' হন, অথবা মুক্তি-লাভেও

অপেক্ষা-রহিত হইয়া আমাকেই (ঐকান্তিক ভক্তিযোগে) ভজনা করেন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি-সহ আশ্রমধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ আশ্রম-ধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমহংসোচিত ধর্ম্ম-আচরণ করিয়া থাকেন। পুনরায় 'পূজ্যতম ত্রিদণ্ডিবেষকে'।।৩৬।।

মহাপ্রভুকর্ত্তৃক 'ত্রিদণ্ডী'র প্রশংসা এবং নিজেকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অভিমান—

প্রভু কহে,—'সাধু' এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ।।
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ।।
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।।৩৭।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ৩।৭-৯)

ত্রিদণ্ডীর 'শিখা', 'সূত্র' কাষায়বস্ত্র ধারণ শাস্ত্র-সম্মত—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা।।৩৮।। (স্কন্দপুরাণ সূতসংহিতা)

ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।।৩৮।।

পদ্মপুরাণের প্রমাণ—

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্।।৩৯।।

(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৩১শ অধ্যায়)

একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধায়ী শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলু-যুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসী, সেই শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।।৩৯।।

অষ্টোত্তর-শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসীগণের তালিকা—

তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ।।
গভস্তিনেমির্বারাহঃ ক্ষমিতৃপরমার্থিনৌ।
তুর্য্যাশ্রমী নিরীহশ্চ ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুদৈবতঃ।।
ভিক্ষুর্যাযাবরো বিষ্টো ন্যাসী রাভসিকো মুনিঃ।
বিষ্টলগো মহাবীরো মহত্তরো যথাগতঃ।।
নৈষ্কর্ম্ম্যপরমাদ্বৈতী শুদ্ধাদ্বৈতী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তপস্বী যাচকো নগ্নো রাদ্ধান্তী ভজনোন্মুখঃ।।
সন্ন্যাসী মস্করী ক্লান্তো নিরগ্নির্নারসিংহকঃ।

ঔড়ুলোমি-মহাযোগী-শ্রুবাক ভবপারগঃ।।
শ্রমণোঽবধূতঃ শান্ত যথার্হো দণ্ডি-কেশবৌ।
ন্যস্তপরিগ্রহো ভক্তিসারোঽক্করী জনার্দ্দনঃ।।
উর্দ্ধমন্থি-ত্যক্তগৃহাবুর্দ্ধরেতা যথেষ্টধৃক্।
বিরক্তোদাসীনৌ ত্যাগী সিদ্ধান্তী শ্রীধরঃ শিখী।।
বোধায়নো ত্রিবিক্রমো গোবিন্দো মধুসূদনঃ।
বৈখানসো যথাস্বো বৈ বামনো পরমহংসকঃ।।
নারায়ণ-হৃষীকেশৌ পরিব্রাজকমঙ্গলৌ।
মাধবো পদ্মনাভশ্চৌড়ুপিকো ভ্রামী বৈষ্ণবঃ।।
বিষ্ণুদামোদরৌ স্বামী গোস্বামী-পরমোগবঃ।
ভাগবতো হ্যকিঞ্চনঃ সন্তো নিষ্কিঞ্চনো যতিঃ।।
ক্ষপণকোঽবিষক্তশ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রো মুণ্ডি-সজ্জনৌ।
নির্বিষয়ী হরের্জনো শ্রৌতী সাধু বৃহদ্ব্রতী।।
স্থবিরস্তৎপরো পর্য্যটকাচার্যো স্বতন্ত্রধীঃ।
কথ্যন্তে যতিনামানি প্রথিতানি মহীতলে।
অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকাখ্যানি তানি হি।।৪০।।

(মুক্তিকোপনিষৎ ও সাত্বত-সংহিতা)

(১) তীর্থ, (২) আশ্রম, (৩) বন, (৪) অরণ্য, (৫) গিরি, (৬) পর্ব্বত, (৭) সাগর, (৮) সরস্বতী, (৯) ভারতী এবং (১০) পুরী, এই দশনামী সন্ন্যাসী এবং (১১) গভস্তিনেমি, (১২) বারাহ, (১৩) ক্ষমিতা, (১৪) পরমার্থী, (১৫) তুর্য্যাশ্রমী, (১৬) নিরীহ, (১৭) ত্রিদণ্ডী, (১৮) বিষ্ণুদৈবত, (১৯) ভিক্ষু, (২০) যাযাবর, (২১) বিষ্ট, (২২) ন্যাসী, (২৩) রাভসিক, (২৪) মুনি, (২৫) বিষ্টলগ, (২৬) মহাবীর, (২৭) মহত্তর, (২৮) যথাগত, (২৯) নৈষ্কর্ম্ম্য, (৩০) পরমাদ্বৈতী, (৩১) শুদ্ধাদ্বৈতী, (৩২) জিতেন্দ্রিয়, (৩৩) তপস্বী, (৩৪) যাচক (৩৫) নগ্ন, (৩৬) রাদ্ধান্তী, (৩৭) ভজনোন্মুখ, (৩৮) সন্ন্যাসী, (৩৯) মস্করী, (৪০) ক্লান্ত, (৪১) নিরগ্নি, (৪২) নারসিংহ, (৪৩) ঔড়ুলোমী, (৪৪) মহাযোগী, (৪৫) শ্রুবাক্, (৪৬) ভবপারগ, (৪৭) শ্রমণ, (৪৮) অবধূত, (৪৯) শান্ত, (৫০) যথার্হ, (৫১) দণ্ডী, (৫২) কেশব, (৫৩) ন্যস্তপরিগ্রহ, (৫৪) ভক্তিসার, (৫৫) অক্করী, (৫৬) জনার্দ্দন, (৫৭) উর্দ্ধমন্থী (৫৮) ত্যক্তগৃহ, (৫৯) উর্দ্ধরেতঃ, (৬০) যথেষ্টধৃক্, (৬১) বিরক্ত, (৬২) উদাসীন, (৬৩) ত্যাগী, (৬৪) সিদ্ধান্তী, (৬৫) শ্রীধর, (৬৬) শিখী, (৬৭) বোধায়ন, (৬৮) ত্রিবিক্রম, (৬৯) গোবিন্দ, (৭০) মধুসূদন, (৭১) বৈখানস, (৭২) যথাস্ব, (৭৩) বামন, (৭৪) পরমহংস, (৭৫) নারায়ণ, (৭৬) হৃষীকেশ, (৭৭) পরিব্রাজক, (৭৮) মঙ্গল, (৭৯) মাধব, (৮০) পদ্মনাভ, (৮১) ঔড়ুপিক, (৮২) ভ্রামী, (৮৩) বৈষ্ণব, (৮৪) বিষ্ণু, (৮৫)

দামোদর, (৮৬) স্বামী, (৮৭) গোস্বামী, (৮৮) পরমগব, (৮৯) ভাগবত, (৯০) অকিঞ্চন, (৯১) সন্ত, (৯২) নিষ্কিঞ্চন, (৯৩) যতি, (৯৪) ক্ষপণক, (৯৫) অবিষক্ত, (৯৬) উর্দ্ধপুণ্ড্র, (৯৭) মুণ্ডি, (৯৮) সজ্জন, (৯৯) নির্ব্বিষয়ী, (১০০) হরিজন, (১০১) শ্রৌতী, (১০২) সাধু, (১০৩) বৃহদ্ব্রতী, (১০৪) স্থবির, (১০৫) তৎপর, (১০৬) পর্য্যটক, (১০৭) আচার্য্য, (১০৮) স্বতন্ত্রধীঃ—সর্ব্বসাকুল্যে এই অষ্টোত্তরশত-সংখ্যক সন্ন্যাস-নাম ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই বৈদিক সন্ন্যাসিনামসমূহ কথিত হয়।।৪০।।

'ত্রিদণ্ডী' সর্ব্ব-আশ্রমস্থিত পুরুষেরই প্রণম্য—

অকরণে প্রত্যবায়—

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিণম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুদ্ধ্যতি।।৪১।।

(একাদশী-তত্ত্বে ত্রিস্পৃশৈকাদশী-প্রকরণ-ধৃত স্মৃতি-বাক্য)

দেবতার প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তহ হইলে সেই ব্যক্তির উপবাসদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।।৪১।।

আশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণব চতুর্থাশ্রমীরও প্রণম্য—

বৈষ্ণবের ভক্তি—এই দেখান সাক্ষাৎ।
মহাশ্রমীও বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ।।
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার।।
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
'সন্ন্যাসী' 'সন্ন্যাসী' নমস্কার সে বিহিত।।
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি বৈঞ্চবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে।।৪২।।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১৫০-১৫৩)

সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের আচরণ—

সার্ব্বভৌম বলেন—"আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি।।"৪৩।। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৭৬)

সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য; নির্ভেদ-জ্ঞানসন্ন্যাসীর নিন্দা—

সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেম-ভক্তি-যোগে অনুক্ষণ।।
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়।।৪৪।।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৫৫-৫৬)

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।৪৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৬)

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সুষ্ঠুরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।।৪৫।।

বান্তাশীর নিন্দা—

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।

যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ।।৪৬।।

পুরুষ ত্রিবর্গের একমাত্র বপন-ক্ষেত্রস্বরূপ স্বীয় গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিয়া (অর্থাৎ গৃহাশ্রমত্যাগানন্তর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া) পুনরায় যদি সেই গৃহস্থ-ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্ত হন, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে বান্তাশী অর্থাৎ ছর্দ্দিতভোজী (বমন করিয়া পুনরায় তাহা ভক্ষণকারী) এবং অতিশয় নির্ল্লজ্জ বলা হয়। (ছর্দ্দ—বমন রোগ)।।৪৬।।

যৈঃ স্বদেহঃ স্মৃতোঽনাত্মা মর্ত্ত্যো বিট্‌কৃমিভস্মবৎ।

ত এনমাত্মসাৎকৃত্বা শ্লাঘয়ন্তি হ্যসত্তমাঃ।।৪৭।।

প্রব্রজ্যা করিয়া পুনরায় গৃহাসক্ত হওয়া যে অসম্ভব, তাহা নহে। যে-সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে নিজদেহকে অনাত্মা, মর্ত্ত্য, বিষ্ঠা, কৃমি অথবা ভস্মতুল্য চিন্তা করে, তাহারাই আবার পরে ঐ দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। সুতরাং উহারা অত্যন্ত অসৎ।।৪৭।।

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।

তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা।।৪৮।।

আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।

দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া।।৪৯।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৫।৩৬-৩৮)

গৃহস্থব্যক্তির বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলাবাসাদি ব্রতত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়-লালসা—এইসকল আশ্রমবিড়ম্বনা মাত্র। ঐসকল ব্যক্তি—নিকৃষ্টাশ্রমী। অতএব উহারা ভগবন্মায়াবিমূঢ় জানিয়া উপেক্ষণীয় অর্থাৎ উহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে না, পরন্তু উহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশাদি-দান-রূপ-অনুকম্পা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য।।৪৮-৪৯।।

বান্তাশী হওয়া সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিঞা।

নিজ-জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা।।৫০।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১৭৭)

আশ্রমাতীতের আচরণ—

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।।৫১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২৯।৪৬)

যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোনও জীবাত্মার আত্মসমর্পণদর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।।৫১।।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।।৫২।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩২)

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ জ্ঞাত হইয়াও সেইসকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু।।৫২।।

বেদে 'পরমহংসের' কথা—

অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধ্বাদীঞ্ছিখা-যজ্ঞোপবিতে যাগং সত্রং স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কোঽয়ং মুখ্য ইতি চ যদয়ং মুখ্যঃ। ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ।।৫৩।।

(পরমহংসোপনিষৎ ১-২)

পরমহংসগণ নিজপুত্র, মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, শিখা, সূত্র, যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন, লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকল পরিহারপূর্ব্বক এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র ব্যবহার-নির্ব্বাহক নিজের শরীর রক্ষা এবং জগজ্জীবের উপকারার্থে কৌপীন, দণ্ড, আচ্ছাদন-বস্ত্র গ্রহণ করিবেন; এই সকলও তাঁহাদের মুখ্য গ্রহণীয় বস্তু নহে। পরমহংস দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত, বহির্ব্বাসাদি গ্রহণ না করিয়াও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।।৫৩।।

দণ্ডভঙ্গলীলার তাৎপর্য্য; কায়, বাক্য ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য 'ত্রিদণ্ড' ধারণ, ভগবান্ বা পরমহংসলীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরের দণ্ডধারণের নিষ্প্রয়োজনীয়তা-প্রতিপাদন—

অহে দণ্ড, আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।

সে তোমারে বহিবেক এ ত' যুক্ত নহে।।

এত বলি' বলরাম পরম-প্রচণ্ড।

ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি 'করি' তিন খণ্ড।।৫৪।। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২১০-২১১)

তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিলা ভাসাইয়া। (চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪৩)

দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা—এই পরম গম্ভীর।

সেই বুঝে, দুহাঁর পদে যার ভক্তি ধীর।।৫৫।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৫৮)

কেবলমাত্র রাগমার্গীয় পরমহংসেরই কাষায়-বস্ত্র পরিধান-বিষয়ে নিষিদ্ধতা—

রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবের' পরিতে না যুয়ায়।।৫৬।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৬১)

ভাগবতে 'পরমহংসে'র আচরণ বর্ণন—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।৫৭।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪০)

প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে ভগবৎ-সেবা-ব্রত-ধারী সাধুগণ তাঁহাদের একান্তপ্রিয় শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও বিগলিত-হৃদয় হইয়া, লোকাপেক্ষা না রাখিয়া, কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও সকরুণ আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন।।৫৭।।

"পরমহংসের বা 'মুক্ত আমি'র অভিমান্"—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।

কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-

র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ।।৫৮।।

(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়-রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু আমি উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ-অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস-দাসানুদাস।।৫৮।।

ইতি গৌড়ীয়কণ্ঠহারে "আশ্রম-ধর্ম্ম-তত্ত্ব" বর্ণন নামক পঞ্চদশরত্ন সমাপ্ত।

ষোড়শ রত্ন

শুদ্ধ-শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব

মহাপ্রসাদদ্বারাই বৈষ্ণব বা আত্মবস্তু তৃপ্ত হন, আত্মীয় জনকে বিষ্ণুবস্তুদ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শনই শুদ্ধশ্রাদ্ধ; তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানই বিদ্ধ বা রাক্ষস-শ্রাদ্ধ—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ।।১।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪ সংখ্যাধৃত কূর্ম্মপুরাণবাক্য)

ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ-দিনেও প্রথমতঃ ভগবান্‌কে অন্নপ্রদানপূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষভাগদ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।।১।।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে।।২।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৭ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করা কর্ত্তব্য; পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু অখণ্ড বা অনন্ত বস্তু। মহাপ্রসাদ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন। তাহা খণ্ডিত বস্তু নহে। উহা পিতৃ বা দেবতাগণে অর্পিত হইলে আনন্ত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন।।২।।

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ।।৩।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৫ সংখ্যাধৃত-বিষ্ণুধর্ম্ম-বাক্য)

ভক্ষ্য, ভোজ্য যাহাকিছু ভগবানে নিবেদন না করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দিতে নাই; কারণ অনিবেদিত দ্রব্য অর্পণ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।।৩।।

বৈষ্ণবের কুশ-ধারণ নিষিদ্ধ—

সঙ্কল্পং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্।।৪।। (স্কান্দে-রেবাখণ্ডে)

যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তবে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃ-দেবাদির অর্চ্চন প্রভৃতিতে কুশ ধারণ করিবেন না।।৪।।

ভগবদ্ভক্তের গয়াশ্রাদ্ধ বা পিণ্ডাদি-প্রদানের কোন আবশ্যকতা নাই—

কিং দত্তৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরি-র্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে।।৫।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৩ সংখ্যা-ধৃত স্কান্দবাক্য)

হে ঋষে! যে সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গয়া-শ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধাদির কোনও আবশ্যকতা নাই।।৫।।

অজ্ঞান-কর্ম্মসঙ্গিগণকে বঞ্চনা, সেবোন্মুখ জীবগণকে সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ের মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ও কর্ম্মমার্গীয় শ্রাদ্ধের 'শ্রাদ্ধ' অর্থাৎ নিরর্থকতা-সম্পাদনের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের গয়াযাত্রা ও গয়াশ্রাদ্ধাদি-লীলা প্রদর্শন—

প্রভু বলেন,—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার।।
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন।।
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেই ক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন।।
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান।।
সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে।।
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি, এই চাহি দান।।৬।। (শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ১৭।৫০-৫৫)

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ বঞ্চিত ও পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইবারই যোগ্যতা-সম্পন্ন; তাহাদের অবঞ্চনপরা কথা শুনিবার কর্ণ বিধাতাকর্ত্তৃক রুদ্ধ; অতএব তাহাদিগকে গুরুতর 'বৈষ্ণবাপরাধ' হইতে মোচনকল্পে বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে বঞ্চনাই করিবেন—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ।।৭।।
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ সংখ্যা-ধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণকে অনিবেদিত দ্রব্যদান কিংবা তাহাদের লোভনীয় অর্থাদি প্রাকৃতবস্তুদ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবদিগকেই শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবে।।৭।।

কর্ম্মমার্গীয় শ্রাদ্ধেরই নামান্তর 'রাক্ষস'-শ্রাদ্ধ—

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ।।৮।।
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৭ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য)

বৈষ্ণবগণকে 'বিদ্যাহীন মূর্খ' মনে করিয়া বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই 'শ্রাদ্ধ' রাক্ষসকর্ত্তৃক গৃহীত হয়।।৮।।

অদ্বৈতাচার্য্যের আচরণ—

আচার্য্য কহেন,—"তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।।
'তুমি খাইলে হয় কোটী-ব্রাহ্মণ-ভোজন'।
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইল ভোজন"।।৯।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ৩।২১৯-২০)

ঐকান্তিকগণের কৃত্য—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্।।
এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।।১০।।

(হঃ ভঃ বিঃ ২০ বিলাসে উপসংহার-ধৃত বিষ্ণুরহস্য-শ্লোকদ্বয়)

আমার বুদ্ধিপারগত, সাধু, সমচিত্ত, একান্তভক্তগণের বিধিনিষেধ-জনিত গুণদোষাদি সম্ভব হয় না। যে সকল ঐকান্তিক ভক্ত এইপ্রকারে পরমপ্রীতি-সহকারে প্রভু শ্রীবিষ্ণুর কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, অন্য কোনও কৃত্যে তাঁহাদের প্রায়ই রুচি হয় না।।১০।।

নামাশ্রয়ী একান্তী গৃহী বৈষ্ণবেরও শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদির আবশ্যকতা নাই—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কূর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী।।

(শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি কৃত-সৎক্রিয়াসার-দীপিকা-ধৃত-সংহিতা-বাক্য)

স গৃহী অনন্য-শরণত্বেন কেবল-শ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ন করিষ্যতীত্যন্বয়ঃ।।১১।। (সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ১৯ সংখ্যা)

বিষ্ণুতে অনন্যশরণ গৃহস্থবৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব এবং পৈত্র-কর্ম্ম (শ্রাদ্ধাদিও) করিবেন না।।১১।।

শুদ্ধঃ পূতঃ সদা কার্ষ্ণঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
কাম-সঙ্কল্প রহিতশ্চান্তর্ব্বাহ্যহরির্যতঃ।।
বৈষ্ণবো নান্য-বিবুধানর্চ্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ। ন পশ্যেত্তান্নগায়েচ্চ ন নিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা।।

তেষাং ন ভক্ষেদুচ্ছিষ্টং মনন্যো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ। ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।।১২।। (সৎক্রিয়াসারদীপিকা ২০শ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ, পবিত্র এবং কুশধারণবর্জ্জিত। যেহেতু, তিনি কাম-সঙ্কল্প রহিত এবং অন্তর্ব্বাহ্যে হরিময়। বৈষ্ণব অপর দেবতাকে অর্চ্চন করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবেন না, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের কথা গান করিবেন না,

তাঁহাদিগকে নিন্দাও করিবেন না, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবেন না। অনন্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব-মুনি তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না। হে দেবর্ষে! সেই সকল অন্য দেবভক্তগণের সঙ্গ ও যত্নপূর্ব্বক করিবেন না।।১২।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'শুদ্ধশ্রাদ্ধ-তত্ত্ব'-বর্ণন নামক ষোড়শ রত্ন সমাপ্ত।

সপ্তদশ রত্ন
শ্রীনাম-তত্ত্ব

যাবতীয় ধর্ম্মের মূল একমাত্র ভগবান্—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি।।১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৭)

হে রাজন্! যাহার অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়, সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ; তিনিই ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণের বিধানমূলক স্মৃতি অর্থাৎ একমাত্র বিধি।।১।।

'হরি' বিনা গতি নাই—

তপস্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্ব্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি।।২।।
(ভাবার্থ-দীপিকা ১০।৮৭।২৭)

তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন্, ভৃগুপাতেরই অনুষ্ঠান করুন্ (পর্ব্বত হইতে পতনের নাম 'ভৃগুপাত'), বহু বহু তীর্থ বিচরণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহুতর্কই করুন, শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না।।২।।

ভগবন্নাম-গ্রহণই জীবের নিত্য ও পর ধর্ম্ম—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ।।৩।। (ভাগবত ৬।৩।২২)

নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবসকলের 'পরম-ধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হয়।।৩।।

'নাম' শ্রুতির সার ও মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু—

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।৪।।
(শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত-শ্রীনামাষ্টকে ১ম শ্লোক)

হে হরিনাম! নিখিল বেদের শিরোভাগ-উপনিষদ্-রূপ রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। তুমি মুক্তকুলের (নিবৃত্ততর্য নারদ-শুকাদির) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। (অর্থাৎ নামাভাসে মুক্তি হয়, মুক্ত-ব্যক্তিই শুদ্ধনাম গ্রহণে অধিকারী; দশবিধ অপরাধ-যুক্ত বা অপরাধশূন্য অথচ সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া 'নামাক্ষর' উচ্চারণ 'নাম' নহে। উহা 'নামাপরাধ' বা 'নামাভাস'। মুক্তকুলের সেবোন্মুখ-জিহ্বাতেই শুদ্ধ-চিৎ-স্বরূপ 'শ্রীনাম' স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারা শ্রীনামের উপাসনা করেন।) অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে (সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া) তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি।।৪।।

নামের স্বরূপ—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।৫।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ব্ববিভাগ ২য় লহরী ১০৮)

'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।।৫।।

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্।।৬।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১০৮ শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকা)

সচ্চিদানন্দ-রসময়-(আদি পদে বিভিন্নরসের বিষয়-বিগ্রহ) তত্ত্ব এক—অদ্বয়বস্তু। সেই অদ্বয়তত্ত্বই 'বিগ্রহ' ও 'নাম' এই দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।।৬।।

বেদে নামের মাহাত্ম্য—

ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।

(ঋগ্বেদ ১মণ্ডল, ১৫৬ সুক্ত, ৩য়া ঋক্)

অয়মর্থঃ—

হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং, তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ। তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে।।৭।। (ভগবৎসন্দর্ভ ৪৭ সংখ্যা)

হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তথাপি আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ

হইবে; কারণ 'সাঙ্কেত্য, ইত্যাদিস্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ত্ব শ্রুত হওয়া যায়।।৭।।

স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে নাম-মাহাত্ম্য—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।৮।। (হরিবংশে)

বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সর্ব্বত্রই একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।।৮।।

কলিযুগে নামই সর্ব্বসিদ্ধিদ—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।৯।।

হে রাজন! কলির দোষরাশির মধ্যেও একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওযা যায়। কৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়।।৯।।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।১০।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৫১-৫২)

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।।১০।।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্।।১১।। (পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যায়)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্য্যা-দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তনে অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।১১।।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার।।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম।।১২।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ১৭।২২ ও ৭।৭৪)

নাম-মাহাত্ম্য-বর্ণনে প্রাচীন আচার্য্যবৃন্দ—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য।
তরণিরিব তিমির-জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।।১৩।।

(পদ্যাবলী ১৬ সংখ্যাধৃত-শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক)

জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন। সূর্য যেরূপ কথঞ্চিৎ উদিত হইয়াই তিমিরসমূহ নাশ করেন, তদ্রূপ হরিনাম অল্পমাত্র উদিত হইলেই সকল লোকের পাপ নাশ করেন।।১৩।।

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্।।১৪।।

(পদ্যাবলী ১৫ সংখ্যাধৃত শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক)

জ্ঞান ও সিদ্ধি—এই উভয়ই তুলাদণ্ডে তুলিত আছে, কিন্তু প্রেম ও কৃষ্ণনাম—এই দুই তুলাযন্ত্রে তুলিত হয় নাই।।১৪।।

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ।।১৫।।

(পদ্যাবলী ১৮ সংখ্যাধৃত শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক)

ত্রিগুণাতীত মুক্তকুলের চিত্তের আকর্ষক-স্বরূপ, পাপপুণ্যের উন্মূলনকারী, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাক্‌শক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্যের বশকারী, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই 'মহামন্ত্র' রসনা-স্পর্শমাত্রেই ফলদান করেন, দীক্ষাদি সৎকার্য বা পুরশ্চরণ, এসকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করেন না।।১৫।।

মন্ত্র ও মহামন্ত্র-শ্রীনামে লীলা-বৈচিত্র্য—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।১৬।। (শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ৭।৭৩)

হরিকথা-মাহাত্ম্য—

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ।।১৭।।

(পদ্যাবলী ৩৯ সংখ্যাধৃত-ব্যাসদেব-বাক্য)

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় শ্রুত হইলেও, উহা কৃষ্ণকথারূপ অমৃত হইতে বহুদূরে অবস্থিত। যেহেতু, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্রু-পুলকোদগমাদি কিছুমাত্র হয় না।।১৭।।

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎযদ্-কৃতি-নিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধ-কর্মেতি বিরৌতি বেদঃ।।১৮।।

(শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে ৪ শ্লোক)

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম ভোগ-ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না, হে নাম! তোমার স্ফূর্তিমাত্রেই সেই কর্ম অপগত হয়; বেদ এই বাক্যই পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন।।১৮।।

নামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—

অঘচ্ছিৎ-স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।

ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনস্তু ততো বরম্।।১৯।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৬ সংখ্যাধৃত বৈষ্ণব-চিন্তামণিবাক্য)

বিষ্ণুর স্মরণ পাপচ্ছেদক হইলেও তাহা বিপুল আয়াসদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেই (অনায়াসেই) যে বিষ্ণুর কীর্তন হয়, তাহা স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। (কেননা, ঐরূপ নামকীর্তন বা নামাভাসদ্বারাই সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে)।।১৯।।

ধ্যান-পূজাদি হইতে নামের শ্রেষ্ঠতা—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।২০।। (বৃঃ ভাঃ ১।১।৯)

যাহা হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম, ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, সেই আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে কোনরূপে একবারমাত্র গৃহীত হইলেই (নামাভাসমাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন, এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।।২০।।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।২১।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত-শাস্ত্রবাক্য)

হে ভরতবংশাবতংস! যিনি শত শত পূর্ব জন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।।২১।।

নামে দেশকালাদির নিয়ম নাই—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনে।।২২।।
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে।।২৩।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২০৬ সংখ্যাধৃত বৈষ্ণবচিন্তামণি-বাক্য)

হে রাজন্! বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন-বিষয়ে কোন দেশ বা কাল-নিয়ম নাই, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায়। দান ও যজ্ঞে কালনিয়ম আছে, স্নানে ও মন্ত্র জপে কালনিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কোন কাল নিয়ম নাই।।২১-২৩।।

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক।।২৪।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ২০২-সংখ্যাধৃত-বিষ্ণু ধর্মোত্তর-বাক্য)

হে লুব্ধক! শ্রীহরির নামকীর্ত্তনবিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে কিংবা কোনপ্রকার অশুচি অবস্থাতেও নিষেধ নাই।।২৪।।

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্।।২৫।। (ভাঃ ৬।৩।২৪)

অতএব শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নামসকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের পাপহরণে উপযোগী, তাহা নহে তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ কীর্ত্তন বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও মুক্তিলাভ করিল।।২৫।।

উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন বিষয়ে ভাগবত-প্রমাণ—

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরণ্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ।।২৬।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৬।২৭)

শ্রীনারদ কহিলেন,—তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তদেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলাচেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকলপ্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম।।২৬।।

উচ্চনাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ।।২৭।।

(শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্য)

হরিনাম-জপ-পরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা ঠিক কথা। কারণ, কেবল জপকারী ব্যক্তি নিজেকেই নিজে পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তনকারী আপনাকে ও তৎসঙ্গে শ্রেতৃগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন।।২৭।।

উচ্চকীর্ত্তনে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা যুগপৎ সাধিত হয়—

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে।।
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে।।

অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।।২৮।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ১৬।২৭৯-২৮১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'হরেকৃষ্ণ'-নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনবিষয়ে গোস্বামি-বচন—

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।২৯।।

(শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত-চৈতন্যাষ্টক ৫ম শ্লোক)

উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়নযুক্ত ও আজানুলম্বিতবাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন?২৯।।

বেদান্তাচার্য্যের অভিমত—

হরে কৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।।৩০।।

(শ্রীল-বলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত "স্তবমালাবিভূষণ"-ভাষ্য)

'হরে কৃষ্ণ'—এই মন্ত্রমূর্ত্তির গ্রহণ—

ষোড়শনামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ-অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় তাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে।—(তাৎপর্য্য এই যে, 'হরেকৃষ্ণ' বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষরযুক্ত নামাক্ষর ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ছড়া বা কল্পিত নামকীর্ত্তন ভ্রমক্রমেও কেহ না বুঝেন।—টীকাকার তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন)।।৩০।।

'হরেকৃষ্ণ' নামই কলির মহামন্ত্র; ছড়া-জাতীয় নামাপরাধ-কীর্ত্তন সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।৩১।।
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে।।৩২।।
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্।।৩৩।।
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ।।৩৪।।

প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেন শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত-পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ।।৩৫।।
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ।।৩৬।।
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা।।৩৭।। (অনন্ত-সংহিতা)

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"—এই যোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট-পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা 'কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে' পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত (দুঃসঙ্গজ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।।৩১-৩৭।।

উপনিষদে 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।৩৮।।
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।।৩৯।। (কলিসন্তরণোপনিষৎ)

'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।।৩৮-৩৯।।

পুরাণে 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ।।৪০।। (অগ্নিপুরাণ)

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।"—এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলাপূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন; ইহাতে কোন সংশয় নাই।।৪০।।

নরমাত্রেই নামোচ্চারণে অধিকারী—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।৪১।।
(হঃ ভঃ বিঃ-১১বিঃ-২৩৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য)

এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।।৪১।।

সকলের পক্ষেই 'নামকীর্ত্তন' সাধন ও সাধ্য—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।৪২।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।১।১১)

হে রাজন্! যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম-যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন।।৪২।।

নাম-কীর্ত্তনের প্রতিকূল বিষয়—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুনাম্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।৪৩।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।২৬)

হে কৃষ্ণ! সৎকূল, বিদ্যা এবং রূপাদিলাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিরভিমান, নিষ্কামভক্তের লভ্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ' ' গোবিন্দ' ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না।

মুখ্য ও গৌণভেদে 'নাম' বহুবিধ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।৪৪।। (শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক)

হে ভগবান! তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নামস্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো! জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।।৪৪।।

গৌণনাম ও তাহার লক্ষণ—

জড়াকৃতির পরিচয়ে নাম যত।
প্রকৃতির গুণে গৌণ বেদের সম্মত।।

সৃষ্টিকৰ্ত্তা পরমাত্মা ব্রহ্ম স্থিতিকর।
জগৎসংহর্তা পাতা যজ্ঞেশ্বর হর।।৪৫।। (শ্রীহরিনামচিন্তামণি, নামগ্রহণবিচার)

মুখ্য ও গৌণ নামের ফলভেদ—

এইরূপ নাম, কৰ্ম্মজ্ঞানকাণ্ডগত।
পুণ্য মোক্ষ দান করে শাস্ত্রের সম্মত।।
নামের যে মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেমধন।
তার মুখ্য নামে মাত্র লভে সাধুগণ।।৪৬।। (শ্রীহরিনামচিন্তামমি, নামগ্রহণবিচার)

মুখ্যনাম—

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণত-করুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বৰ্দ্ধতাং নামধেয়।।৪৭।।

(শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে ৫ম শ্লোক)

হে অঘ-দমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দনন্দন! হে কমলনয়ন! হে গোপীচন্দ্র! হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে প্রণত-করুণ! হে কৃষ্ণ প্রভৃতি তোমার সম্বোধনাত্মক অনেক স্বরূপ। হে নামধেয়! সেই সকল স্বরূপে আমার অনুরাগ প্রচুর পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হউক।।৪৭।।

নিরপরাধে মুখ্য নামোচ্চারণের ফল—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।৪৮।।

(বিদগ্ধ মাধব ১।১২)

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বৰ্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অৰ্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।।৪৮।।

মুখ্য-নাম-গ্রহণের প্রধান সাতটী ফল—

চেতোদর্পণমাৰ্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সৰ্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনম্।।৪৯।। (শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবাটবীর মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরমমঙ্গলরূপ কুমুদের শুভ্রত্ববিকাশক কল্যাণ-কিরণ বিতরণ করেন; তিনি অপ্রাকৃতবিদ্যাবধূর (অনুভূতির) জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী। তিনি পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।।৪৯।।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি নামের আনুষঙ্গিক ফল—

মুখ্যফল একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যা-

দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্

ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।৫০।। (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) হন। তখন (ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না, কেননা) স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যামোচনরূপ অবান্তর ফলদ্বারা) আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর (ভুক্তি—অনিত্যা স্বর্গভোগাদি) ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণ-সেবার নিমিত্ত) আমাদিগের আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

'নাম-সঙ্কীর্ত্তন' দ্বারা ভজনের যাবতীয় অঙ্গের পূর্ণতা—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।

সর্ব্বং করোতি নিশ্ছদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব।।৫১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৮।২৩।১৬)

(শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—) মন্ত্র হইতে (স্বরাদি ভ্রংশদ্বারা), তন্ত্র হইতে (ক্রমবৈপরীত্যদ্বারা) এবং দেশ-কাল-পাত্র তথা বস্তু হইতে (দক্ষিণাদিদ্বারা) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার নাম সঙ্কীর্ত্তনমাত্র সে সকলকে নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ পরিপূর্ণ করে।।৫১।।

সাধুসঙ্গেই শুদ্ধ-নাম উদিত হন—

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্।

ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ।।৫২।।

ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।

গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ।।৫৩।। (ভাঃ ৬।২।৩৮-৩৯)

শ্রীঅজামিল কহিলেন, 'আমার বুদ্ধি এখন সত্যরূপ পরমার্থ বস্তুতে উদিত হইয়াছে, এখন আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ মতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব।" হে রাজন্! ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব।" হে রাজন্!

অজামিলের ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন।।৫২-৫৩।।

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ কৈল ক্ষয়।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয়।।৫৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৬)

অসাধু-সঙ্গে ভাই 'কৃষ্ণনাম' নাহি হয়।
'নামাক্ষর' বাহিয়ায় বটে, নাম কভু নয়।।৫৫।। (প্রেমবিবর্ত্ত)

নাম প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।৫৬।। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ ১০৯)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।।৫৬।।

নাম-সাধন-প্রণালী—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।৫৭।। (শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোক)

যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষাক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হন ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।।৫৭।।

শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসন্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী।।৫৮।। (উপদেশামৃত ৭ম শ্লোক)

অহো! যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্তদ্বারা উত্তপ্ত (অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত,) তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনামগুণ চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত (অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) নিরন্তর সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিরও উপশম হয়।।৫৮।।

নাম-সাধনে দৃঢ়তা—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।৫৯।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪)

নামকীর্ত্তন-হইতেই রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি—

কৃষ্ণনাম ধরে কতবল।

বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,

রবিতপ্ত মরুভূমি সম।

কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,

বরিষয় সুধা অনুপম।।

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,

শব্দররূপে নাচে অনুক্ষণ।

কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,

স্থির হইতে না পারে চরণ।।

চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,

বিবর্ণ হইল কলেবর।

মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,

ভাবে সর্ব্বদেহ জর জর।।

করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,

মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।

কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,

মোর চিত্ত বিত্ত সব হরে।।

লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,

বর্ণিতে না পারি এ সকল।

কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,

সেই মোর সুখের সম্বল।।

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,

হেন বল করয়ে প্রকাশ।

ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,

চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।।

পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,

দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।

মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,

এ দেহের করে সর্ব্বনাশ।।

কৃষনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,

নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ, রসময়।

নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়।।৬০।।

চবুর্ব্বিধ নামাভাস—
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।৬১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৪)

সঙ্কেত (অর্থাৎ অনুবস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে নাম-উচ্চারণ), পরিহাস (অর্থাৎ উপহাসচ্ছলে নাম উচ্চারণ), স্তোভ (অর্থাৎ অগৌরবের সহিত নাম উচ্চারণ) ও হেলা (অর্থাৎ উদাসীন-ভাবে নাম-গ্রহণ)— এই চারিপ্রকারে ছায়া-নামভাষ হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশ ভগবন্নামাভাসকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন।।৬১।।

নামাভাসের ফল—
তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্।।৬২।।
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।৫১)

হে গুণনিধে! তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতি শীঘ্র নিষ্কপটভাবে ভজন কর। কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।।৬২।।

নামাভাসের ফল—
যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি।।৬৩।।
(শ্রীল রূপগোস্বামীকৃত কৃষ্ণনাম স্তোত্র)

হে ভগবন্নামসূর্য্য! আপনার আভাসেও (অর্থাৎ সাঙ্কেত্যাদিদ্বারা উচ্চারণেও) সংসারান্ধকার বিনষ্ট করে এবং তত্ত্বান্ধব্যক্তির কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক চক্ষু প্রদান করিয়া থাকে। ইহজগতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা আপনার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ? ৬৩।।

হরিদাস কহেন, —যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়।।
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।

উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ।।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।।৬৪।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৮২-৮৩)

নাম ও নামাভাসের ফল-ভেদ—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ জনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।।৬৫।। (পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায়)

যাঁহার একটিমাত্র হরিনাম মুখে উদিত, স্মরণ-পথগত বা শ্রোত্রমূলপ্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক্ বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক্, ব্যবধানরহিতই হউক্ অথবা খণ্ডোচ্চারিত হউক্, নাম-গ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র! নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ, পাষণ্ড (চিজ্জড়-সমন্বয়বুদ্ধি) ইত্যাদি পাষাণ স্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ-নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।।৬৫।।

নামাভাস ও নামাপরাধের ফলভেদ—

যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে।।৬৬।। (ভাঃ ৬।২।৯-১০ 'সারার্থদর্শিনী টীকা)

অজামিল যেরূপ দুরাচার হইয়াও নামাভাসবলে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়া ছিলেন, স্মার্ত্তগণ সদাচারসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও বহু নাম গ্রহণ করিয়াও সেরূপ গতি লাভ করিতে পারেন না। যেহেতু, তাঁহারা নামে অর্থবাদ ও অর্থ-কল্পনাদি অপরাধ-দোষে নামাপরাধফলে ঘোর সংসারকেই প্রাপ্ত হন।।৬৬।।

নিরপরাধে নাম-গ্রহণ-কর্ত্তব্যতা—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ।।৬৭।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।২৪)

হরিনাম গ্রহণ সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, হায়! তাহার হৃদয় পাষাণসদৃশ কঠিন অর্থাৎ কঠিন নামাপরাধদ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, তাই নামে গলিত হয় না।।৬৭।।

অশ্রুপুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিচরণৈঃ—

"নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেহপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।।

ইতি (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ ৫২ শ্লোক)

** ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত, তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়া-লক্ষণান্যসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি।। **

কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণান্তু সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণবাহুল্যেহপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োহপি ন ভবন্তি, তেষামেব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেহপ্যশ্মসার হৃদয়তয়া নির্দ্দেষা। কিঞ্চ, তেষামপি সাধ সঙ্গে নানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাদিভুমিকারূঢ়ানাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্তদ্রবেহপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ"।।৬৮।। (ভাঃ ২।৩।২৪ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা)

(যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্যলক্ষণ 'অশ্রুপুলকাদি' তথাপি) ঐ 'অশ্রু' ও 'পুলক'ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্ত ক্ষোভের লক্ষণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন যে, যে-সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরে শ্লথ, অন্তরে কঠিন (দুর্গম-সঙ্গমনী দ্রষ্টব্য) এবং যে-সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব উদয়ার্থ ধারণাবিশেষেরই দ্বারা অভ্যাসপর, এইরূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই 'পাষাণ' সদৃশ কঠিন। হৃদয়-বিকারের মুখ্য-লক্ষণসমূহ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরী ১১ শ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—(১) ক্ষান্তি অর্থাৎ জাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, (২) অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ নিরন্তর ভগবত-সেবা-যুক্ততা, (৩) বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর-বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা (ভাঃ ৫।১৪।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), (৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে নিষ্কপট 'তৃণাধম'-জ্ঞান, (৫) আশাবন্ধ—ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ়া সম্ভাবনা, (৬) সমুৎকণ্ঠা-—কৃষ্ণপ্রীতিলাভের জন্য যে অত্যন্ত লুব্ধতা, (৭) নামগানে সদারুচি, (৮) ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তি, (৯) তদ্বসতিস্থলে প্রীতি।

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় হৃদয়-বিক্রিয়া বা বিকার উপস্থিত হইয়াছে,তাঁহাতে উক্ত নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। অতএব ক্ষান্তিও, নামগ্রহণে আসক্তি প্রভৃতিই হৃদয়-বিকারের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার 'নাম' (অর্থাৎ নামাপরাধ) গ্রহণেও নামমাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না, সুতরাং চিত্তবিক্রিয়া-প্রকাশক

'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধ-হেতু পাষাণতুল্য কঠিন, সুতরাং নিন্দার্হ। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্ত হওয়ার পর ইহাদের চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কালে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্যরূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে।।৬৮।।

দশবিধ-নামাপরাধ—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।।৬৯।।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্যঃ ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।।৭০।।
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্নবিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।।৭১।।
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।।৭২।।
শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।।৭৩।।
জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ।।৭৪।।
নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ।।৭৫।।

(পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ডে ৪৮ অধ্যায়)

(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন (প্রচারিত হন), শ্রীনামপ্রভু সেই সকল সাধুনিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন ? অতএব সাধুনিন্দা নামাপরাধ; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদদর্শন করেন, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নাম-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন, —এইরূপ বুদ্ধি করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর, (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে অসূয়া; (৪) বেদ ও সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা; (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, এবং (৬) ভগবন্নামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা-- নামাপরাধ; (৭) যাহার নামবলে পাপাচরণে বুদ্ধিহয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যানধারণাদি

কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়াদ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামগ্রহণকে সমান বা তুল্যজ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ,—উহাও নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন, বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশদান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ, (১০) যে-ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামগ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী। অনবধানতা বশতঃই হউক্ কিম্বা যে কোন প্রকারে হউক্ নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ হইয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজনসাধকও হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণফলে নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমা—তাহা লাভ হইয়া থাকে।।৬৯-৭৫।।

সাধুনিন্দা বা প্রধান নামাপরাধ—

নাশ্চর্য্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষ পাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্।।৭৬।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৪।১৩)

যাহারা এই জড়দেহকে 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে। অতএব অসতের মহৎ-বিদ্বেষই শোভনীয়; কারণ, তাহার দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।।৭৬।।

যে গো-গর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েম্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি কো ভগবান্, কা ভক্তিঃ, কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি, তেষামেব নামাভাসাদিরীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব, ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব, গুরূপদিষ্টা ভক্ত্যা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি—" নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে। মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ"।। ইতি (পদ্যাবলী ১৮ অঙ্কধৃত স্বামিকৃত-শ্লোক)-প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন কিং চ মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্তু গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণমহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি; কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরু চরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি"।।৭৭।। (ভাঃ ৬।২।৯ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা)

যে-সকল ব্যক্তি গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কেই-বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেইসকল

ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য, অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদি রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে' তাহা হইলে তাহাদের গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্গ-ব্যতীতও উদ্ধার হইতে পারে; ভজনীয় বস্তু— শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), গুরুপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন, —এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও 'কৃষ্ণনামস্বরূপ'-মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনা-স্পর্শমাত্রই ফলদান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না, এই শাস্ত্রপ্রমাণদৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে ''আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই ত' আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে?''—এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহান্তগুরু বা সাধুসঙ্গানুগত্য হইলেই) তাহাদিগের ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয়।।৭৭।।

বৈষ্ণব-নিন্দকের মুখে 'নাম' কীর্ত্তিত হয় না বা ভগবান্ তাহার পূজা গ্রহণ করে না-

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ।।
বিদ্যা-কুল-তপ-সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার।।
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ-জন।।৭৮।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৬০-৬৩)

শূলপানির ন্যায় শক্তিশালী পুরুষও বৈষ্ণববনিন্দাফলে বিনষ্ট হয়—

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়,— কহে শাস্ত্রবৃন্দে।।
ইহা না মানিয়া যে সুজন- নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে।।৭৯।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৫৫-৫৬)

বৈষ্ণব-নিন্দকের অপরিসীম শাস্তি; মহাপ্রভুর বাক্য—

প্রভু বলে,—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন তার শাস্তিয়ে লিখন।।
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র।।
চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে।।৮০।। (চৈঃ ভাঃ ৪।৩৭৫-৩৭৭)

বৈষ্ণব-নিন্দক পিতৃপুরুষগণের সহিত মহারৌরবে পতিত হয়; ষড়্‌বিধ পতনের কারণ—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে।।৮১।।
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।৮২।। (স্কন্দপুরাণ)

যে-সকল মূঢ়ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম (বা পূজা) না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে ও বৈষ্ণব-দর্শনে যে আনন্দিত না হয়, এই ছয়জনই অধঃপতিত হয়।।৮১-৮২।।

বৈষ্ণব-নিন্দকের জিহ্বা ছেত্তব্য—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশেধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেজ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ।।৮৩।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৪।১৭)

কোন দুর্দ্দান্তব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষকপ্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে, যদি দাসের সেই নিন্দককে মরিতে কিম্বা স্বয়ং মারিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রভুভক্তের সেইস্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম।।৮৩।।

বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণেও মহান্ দোষ—

" বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ—(ভাঃ ১০।৭৪।৪০)
'নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ।। ইতি
ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা।। ছেত্তব্যা; তত্রা প্যসমর্থেন স্ব প্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ।।" ৮৪।।

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যা)

কেবল যে বৈষ্ণবনিন্দাকারিজন দোষী তাহা নহে, যিনি বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ করেন, তাঁহারও অপরাধ হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থানত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন।" সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া অসমর্থ পক্ষের বিধান মাত্র। সামর্থ্য থাকিলে নিন্দকের জিহ্বাছেদন করা কর্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।।৮৪।।

বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনোপায়—

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।

পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর।।৮৫।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৩২)

কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।

পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়? ৮৬।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৮০)

দ্বিতীয় নামাপরাধ—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।।৮৭।।

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।।৮৮।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮৮।৩ ও ৫)

বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিনপ্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই 'শিব'। আর শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা; তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়। (সুতরাং শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধি জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনুগৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না।)।।৮৭-৮৮।।

তৃতীয় নামাপরাধ—

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।

এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।।৮৯।।

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।

মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।।৯০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৫।২৫-২৬)

গুরুর অবজ্ঞা একটী নামাপরাধ। সত্ত্বদ্বারা রজস্তমকে এবং উপশম দ্বারা সত্ত্বকে জয় করার বিধি। কিন্তু গুরুভক্তিরর দ্বারা অনায়াসে সে-সকল সিদ্ধ হয়। সেই সাক্ষাৎ ভগবদভিন্নবিগ্রহ জ্ঞানালোক-প্রদাতা গুরুদেবে যাঁহার অসতী মর্ত্ত্যবুদ্ধি হয়, তাঁহার মন্ত্রজপ ও ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সকলই হস্তীস্নানবৎ বৃথা।।৮৯-৯০।।

চতুর্থ নামাপরাধ—

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।।৯১।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।২৬)

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ।।৯২।। (ভাঃ ১০।১৬।৪৪)

বৈদিক কোন শাস্ত্রের নিন্দা করিবে না; ভাগবতশাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্তদধিকারীর পক্ষে উপকারী জানিয়া তাহাও নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক নিগমশাস্ত্রকে প্রণাম করি।।১১-১২।।

পঞ্চম নামাপরাধ—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।৯৩।।

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

(নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ হয়, তবে বিদ্বান্‌গণ কর্ম্মযোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছন,—) ভাগবতধর্ম্মবেত্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যা জ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃদিগের মতি প্রায়ই দৈবী-মায়ায় অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা, এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদিদ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত ছিল; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহুকষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও সুখসাধ্য নামকীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই। অর্থাৎ নামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এই বাক্যকে স্তুতিবাদ মাত্র জানিয়া তাঁহারা নামে নিষ্ঠাযুক্ত হন নাই; পরন্তু বহু আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্টাপ্রদর্শন করিয়াছেন।।৯৩।।

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ।।৯৪।। (ভাঃ ৬।১।১৮)

হে রাজেন্দ্র! মদ্যকুম্ভ জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ নারায়ণপরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না (অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিবাদ বলিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীনামের-চরণে অপরাধই কৃত হয়)।।৯৪।।

ষষ্ঠ নামাপরাধ—

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ।।৯৫।।
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা।।৯৬।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৩১।৯-১০)

(অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয়।)

শ্রীনারদ কহিলেন,—মানুষের যে জন্মদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই 'জন্ম'; যে কৃত্যদ্বারা শ্রীহরির সেবানুকূল্য হয়, সেই কৃত্যই এক মাত্র 'কৃত্য'; যে আয়ুদ্বারা শ্রীহরির সেবা হয় তাহাই 'পরমায়ু'; সেই মনই 'শুদ্ধ মন', সেই বাক্যই প্রকৃত বাক্য—

যাহাদ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন। মানুষের ত্রিবিধ জন্ম—বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তির নাম 'শৌক্র'-জন্ম, উপনয়নদ্বারা 'সাবিত্র'-জন্ম, সর্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনারূপ যজ্ঞদীক্ষাদ্বারা 'যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ'-জন্ম। কিন্তু শ্রীহরির সেবা ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল? আর হরিসেবা-ব্যতীত বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল? ৯৫-৯৬।।

অন্য শুভকর্ম্মের ফল্গুত্ব—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্।।৯৭।। (ভাঃ ৬।৯।২২)

(দেবতাগণ কহিলেন,—) দ্বিতীয় অপূর্ব্ব বস্তুর অসদ্ভাব হেতু যিনি একমাত্র বিস্ময়রহিত, যিনি নিজ ক্রিয়াভূত লাভদ্বারাই নিজে পরিপূর্ণকাম, অতএব যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, চিত্তদোষরহিত—এইরূপ পরমেশ্বর বিষ্ণুব্যতীত যে ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করিবার জন্য অপরের নিকট গমন করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় অজ্ঞ, যেহেতু সে কুক্কুরের পুচ্ছ ধরিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে-প্রকার সুদৃঢ় ভেলা ব্যতীত সমুদ্রোত্তরণ সম্ভবপর নহে, কুক্কুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া কখনও সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রূপ বিষ্ণুব্যতীত অপর দেবতাগণের আশ্রয়ে ব্যসনশত-পরিপূর্ণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।।৯৭।।

সপ্তম নামাপরাধ—

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃ প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়।।৯৮।।
(ভাঃ ৭।৯।৯)

(অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়।)

(প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের স্তব করিয়া কহিলেন,—) আমার মনে হয়, ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, তেজঃ (কান্তি), প্রতাপ, শারীর বল, পৌরুষ (উদ্যম), প্রজ্ঞা এবং অষ্টাঙ্গযোগ—এই দ্বাদশ গুণও সেই পরম পুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না, যেহেতু গজযূথপতির (শ্রদ্ধাজাত) ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন। (অর্থাৎ দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য)।।৯৮।।

অষ্টম নামাপরাধ—

ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ।।৯৯।। (ভাঃ ৬।১।১০)

লোক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও বা প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই সকল পাপ পুনরায় করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হস্তীস্নানের ন্যায় নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়।।৯৯।।

নবম নামাপরাধ—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্।।১০০।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।২।৩৬)

(প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানে আলস্য-বিক্ষেপাদি ঘটিলে নামে জ্ঞানপূর্ব্বক হেলা হয়,) অতএব হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! (যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই, সেই ভক্তিযোগ যাঁহা হইতে উদিত হয়,) মনুষ্য মাত্রেরই সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে) সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বসময়ে সেই ভগবান্ শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।।১০০।।

দশম নামাপরাধ—

যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেম্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।১০১।।

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

(অহংমম ভাব দশম নামাপরাধ) যিনি এই স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে (অথবা গোধনবাহী) গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।।১০১।।

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।।১০২।। (চৈঃ চঃ আদি ৮।২৪)
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন।।১০৩।। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭)
বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।১০৪।। (চৈঃ চঃ আদি ৮।১৬)
এক-কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।।
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন।।১০৫।। (চৈঃ চঃ আদি ৮।২৬-২৮)
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার।।
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর।।১০৬।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৯-৩০)

মায়াবাদী বা কৃষ্ণাপরাধীর মুখে নাম উদিত হয় না—

অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।

'কৃষ্ণ-নাম', 'কৃষ্ণ-স্বরূপ'—দুই ত' সমান।।

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।

তিনে 'ভেদ' নাহি—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'।।

দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।

জীবেরধর্ম্ম- নাম- দেহ- স্বরূপে 'বিভেদ'।।৯৯।।

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', ' দেহ', 'বিলাস'।

প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।।১০৭।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩০-১৩২, ১৩৪)

নামকীর্ত্তন নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন—

"নামাপরাধ"

গীত-নৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদিতুষ্টয়ে।

ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ।।১০৮।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১)

ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত, ন কুর্য্যাৎ; তত্র হেতুঃ পাপাত্তিয়া, তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ।।১০৯।। (শ্রীল সনাতন গোস্বামি-টীকা)

দেবদ্বিজের প্রীত্যর্থ ব্রাহ্মণ গীত-নৃত্যাদি করিবেন, কিন্তু কদাচ জীবিকার্থ করিবেন না; জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়।।১০৮।।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের টীকা—বিপ্র নিজবৃত্ত্যর্থ কখনও গীত-নৃত্যাদি করিবেন না, করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে।।১০৯।।

ধনশিষ্যাদিভির্দ্বা রৈ র্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে।

বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা।।১১০।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১২।১২৮ সংখ্যাধৃত-শ্রীল রূপগোস্বামিচরণকৃত-কারিকা)

ধন ও শিষ্যাদিদ্বারা যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, উহা কখনও উত্তমাভক্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারণ উহাতে শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানিই হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্" অর্থাৎ "জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত" এই বাক্যে 'আদি' পদে শিথিলতা প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তি-প্রতিকূল-অঙ্গ বুঝিতে হইবে। ধন ও শিষ্যাদি দ্বারায় যে ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থায়ী হয় না, উহাদের অভাবে শিথিল হইয়া যায়; সুতরাং ধন-শিষ্যাদির দ্বারা লব্ধভক্তিকে কখনই উত্তমাভক্তির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না।।১১০।।

কায়মনোবাক্যে জীবকে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখী করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়া বা মঙ্গলাচরণ—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।।১১১।। (ভাঃ ১০।২২।৩৫)

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারি-জীবের জন্ম-সাফল্য।।১১১।।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ।।১১২।। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪২)

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকালসম্বন্ধে প্রাণিগণের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন।।১১২।।

যুগপৎ আচার ও প্রচারই জগদ্‌গুরুর কার্য্য বা জীবের প্রতি কৃপা—

আপনে আচরে কেহ, না করেন প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করে আচার।
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য।।১১৩।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১০২-১০৩)

গৌরসুন্দরের আনুগত্যে কৃষ্ণনাম-প্রচার দ্বারাই সঙ্কীর্ত্তন-পিতার নিত্যসঙ্গ লাভ হয়—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।১১৪।। (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-২৯)

ভারত-ভূমিতে জন্মিয়া মানবমাত্রেরই মানবকে নিত্য দয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্ত্তব্য—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।১১৫।। (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'শ্রীনামতত্ত্ব-বর্ণন'-নামক সপ্তদশ রত্ন সমাপ্ত।

অষ্টাদশ রত্ন
প্রয়োজন-তত্ত্ব

ভাব-সংজ্ঞা—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।।১।। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩।১)

বিশুদ্ধসত্ত্বময় প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ এবং ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষ দ্বারা চিত্তদ্রবকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম 'ভাব'।।১।।

ভাবসম্বন্ধীয় মহাপ্রভু—কৃত শ্লোক—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।২।। (শিক্ষাষ্টক ৬ষ্ঠ শ্লোক)

হে নাথ! তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে? ২।।

প্রস্ফুটিতনামে স্ববিস্মাপক শ্রীমূর্ত্তির মুগ্ধভাবোদয়-ক্রিয়া—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্।।৩।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।১২)

ভগবান্ প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী; তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।।৩।।

মাধুর্য্যপুরুষের সর্ব্বৈশ্বর্য্যভাব—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্য-লক্ষ্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ।।৪।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।২১)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই; তিনি স্বীয় পরমানন্দ-স্বরূপে পরিপূর্ণ-কাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল কর-প্রভৃতি পূজোপহার সমর্পণ-পূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীটসংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেন।।৪।।

রতিলক্ষণা ভক্তিতে অন্যভক্তসঙ্গে নামানুশীলন—

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ।।৫।।
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্।।৬।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩০-৩১)

ভগবদ্‌যশ অতি পবিত্রকারী—তাহাই ভক্তগণ পরস্পর শ্রবণ কীর্ত্তন করিবেন। তাহাতে পরস্পরের রতি, আত্মার তুষ্টি ও ভক্তি-প্রতিকূল-বিষয়-ভোগ নিবৃত্তি হইবে। পরস্পর অঘনাশন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে সাধন-ভক্তি হইতে পরাভক্তির উদয় হয়। তদ্দ্বারা উৎপুলকিত হইয়া পড়েন।।৫-৬।।

ব্যবহারে ভাবলক্ষণ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।।৭।।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে।।৮।। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১৩।১১)

যে-সকল ব্যক্তির চিত্তে ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে এই অনুভাবগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—ক্ষান্তি, (ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হওয়া), অব্যর্থকালতা (হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকালও অন্য কার্য্যে ক্ষেপণ না করা), বিরক্তি (কৃষ্ণেতর-বিষয়ে অনাসক্তি), মানশূন্যতা (আপনার উৎকর্ষ সত্ত্বেও অমানিত্ব), আশাবন্ধ (ভগবৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে দৃঢ় আশাযুক্ত), সমুৎকণ্ঠা (অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গুরুতর লোভ), নামগানে সদারুচি, ভগবদ্‌গুণবর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্বসতিস্থলে প্রীতি।।৭-৮।।

রাগমার্গে সাধক ও সিদ্ধরূপে সেবা দ্বিবিধা—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।৯।। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।১৫১)

রাগাত্মিকা-ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।।৯।।

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্য 'সাধক'—দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।।
মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা।।১০।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২ পরিচ্ছেদ)

প্রেমবৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত হয়—

স্যাদ্দৃঢ়েহয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো ভাব ইত্যপি।।১১।।
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা।।১২।।

(উজ্জ্বল, স্থায়ীভাব প্রঃ ৪৪)

এই রতি যদি বিরুদ্ধভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয় অর্থাৎ প্রতিকুল ভাবদ্বারা চালিতা না হয়, তাহা হইলে সেই রতিকে প্রেম বলা যায়। ইক্ষুদণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোপল যেরূপ হইয়া থাকে, রতিও সেইরূপ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ হইয়া থাকে। (একই বস্তুর ক্রমোন্নতি)।।১১-১২।।

সাধন-ভক্তি হইতে হয় 'রতির' উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তার 'প্রেম' নাম কয়।।
প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে নাম— স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।।১৩।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৭৭-১৭৮)

প্রেম-নেত্রেই শ্রীভগবানকে দেখা যায়—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈবহৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।১৪।। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তি-চক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।১৪।।

মধুর-রসাশ্রিতা ভক্তি—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।১৫।।

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৭ শ্লোক)

আনন্দ-চিন্ময়-রস কর্ত্তৃক প্রতিভাবিত তদীয় স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপ চতুষষ্টিকলাযুক্ত যে হ্লাদিনীশক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপ সখীবর্গ তাঁহাদের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।।১৫।।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে রসাস্বাদন—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।।১৬।। (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩৫)

যিনি আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তিনি দৈনন্দিন কৃষ্ণলীলায় অন্বয়রূপে এবং অসুর-মারণাদি লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব বিচার করিয়া যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য—তাহার অনুসন্ধান করিবেন।।১৬।।

'রসে'র-সংজ্ঞা—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।

হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।১৭।।

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫লঃ ১৩২)

ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত হয়।।১৭।।

মধুর-রসের অধিকার—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ যদি বিলাস-কলাসু কুতুহলম্।

মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।।১৮।। (গীতগোবিন্দ ১।৩)

যদি কৃষ্ণ-স্মরণে চিত্ত রসপূর্ণ হইয়া থাকে, যদি রাধাকৃষ্ণের রাসকুঞ্জ প্রভৃতি বিবিধ রাসলীলায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কৌতুহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে জয়দেব-কবির মধুর, কোমল ও রমণীয় পদাবলীতে গ্রথিত বাক্যাবলী শ্রবণ কর। (এই শ্লোকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ও অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহঃকেলি এইস্থলে অভিধেয়, তজ্জনিত আনন্দানুভূতিই প্রয়োজন এবং অনর্থমুক্ত রসিক ভক্তগণই এই গ্রন্থের অধিকারী)।।১৮।।

অনধিকারীর প্রতি নিষেধ-বাক্য—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।১৯।

বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।১৯।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩০)

সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ এরূপ আচরণ করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন।।১৯।।

মধুররসে বিপ্রলম্ভ—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।।২০।। (শিক্ষাষ্টক ৭ম শ্লোক)

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার নিমেষসকল যুগবৎ বোধ হইতেছে। চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হইয়াছে।।২০।।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।।২১।।

(কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪১ শ্লোক)

হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! হায়! হায়! তোমার দর্শন বিনা আমি এই অধন্য দিবারাত্রিসকল কিরূপে যাপন করিব?২১।।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।২২।।

(শিক্ষাষ্টক ৮ম শ্লোক)

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শনদ্বারা মর্ম্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।।২২।।

সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভ-ভাব—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।২৩।।

(পদ্যাবলীধৃত-মাধবেন্দ্রপুরীবাক্য)

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব? তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত! আমি এখন কি করিব?।।২৩।।

মধুর-রসাশ্রিত ভজনকারীর নিষ্ঠা—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।।২৪।।

(মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

হে মন! বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক্ অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক্, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহজগতে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দনন্দন হইতে অভিন্ন এবং গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর।।২৪।।

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে "প্রয়োজন-তত্ত্ব"-বর্ণন নামক অষ্টাদশ রত্ন সমাপ্ত।

দোলক

প্রমাণ-তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্ব্বিধ প্রমাণের উল্লেখ—

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।

প্রমাণেস্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে।।১।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৯।১৭)

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য (মহাজন-প্রসিদ্ধি)—এই চারিটি প্রমাণ। এই সকল প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া যখন তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন প্রমাণমাত্রকেই অনবস্থ (অস্থির) জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হন।।১।।

মনুসংহিতায় ত্রিবিধ প্রমাণের উল্লেখ—

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।

ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।।২।। (মনু ১২।১০৫)

যিনি ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি বিবিধ আগমসকল—এই তিনই উত্তমরূপে জানা কর্তব্য।।২।।

বৃদ্ধবৈষ্ণব মধ্বমুনির মতে 'প্রমাণ' ত্রিবিধ—

প্রত্যক্ষেঽন্তর্ভবেদ্ যস্মাদৈতিহ্যং তেন দেশিকঃ।

প্রমাণং ত্রিবিধং প্রাখ্যাৎ তত্র মুখ্যা শ্রুতি-র্ভবেৎ।।৩।। (প্রমেয়রত্নাবলী ৯।২)

'ঐতিহ্য' প্রত্যক্ষেরই' অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেশিকপ্রবর শ্রীপাদ মধ্বমুনি ত্রিবিধ প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে 'শ্রুতি' বা 'অপৌরুষেয়' বাক্যকেই মূল প্রমাণ-মধ্যে গণনা করিয়াছেন।।৩।।

শব্দপ্রমাণই মূলপ্রমাণ—

যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্যচেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-রহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্।। (তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী)

যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐহিত্য ও চেষ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-দোষ-বিরহিত বচনাত্মাক শব্দপ্রমাণই মূল প্রমাণ।।৪।।

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ।।
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়।।
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
'লক্ষণা' করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়।।৫।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৫,১৩৭)

মধ্যমণি

গুর্ব্বষ্টকম্

(শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতম্)

সংসার-দাবানল লীঢ়-লোকত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।১।।

সংসার-দাবানলসন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য যিনি কারুণ্যবারিবাহরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণগুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।।১।।

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীতবাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।২।।

সঙ্কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদিদ্বারা উন্মত্তচিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রুতরঙ্গ উদ্‌গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।।২।।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানাশৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৩।।

যিনি নিত্য শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, নানাবিধ বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দিরমার্জ্জন প্রভৃতি সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।।৩।।

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৪।।

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ সেবনজনিত প্রপঞ্চ নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।।৪।।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপারমাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৫।।

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত-মাধুর্য্যময় নাম, রূপ , গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই গুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।।৫।।

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৬।।

নিকুঞ্জবিহারী 'ব্রজযুবদ্বন্দ্বে'র রতিক্রীড়া-সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতিনিপুণতা প্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।।৬।।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৭।।

নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।।৭।।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।৮।।

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ-লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।।৮।।

শ্রীমদ্ গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ—সাক্ষাৎসেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব।।৯।।
(ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদকৃত-স্তবামৃত-লহরীস্থ শ্রীগুরুদেবাষ্টকম্')

যে ব্যক্তি এই গুরুদেবাষ্টক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (অরুণোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বকালে) অতিশয় যত্নের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি বস্তুসিদ্ধি কালে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।।৯।।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভু বন্দনা—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

(ভাঃ ১১।৫।৩৩)

হে প্রণতপালক! হে মহাপুরুষ! (মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী মহাজন!) আপনিই একমাত্র শুদ্ধজীবের নিত্য ধ্যেয়বস্তু, আপনিই জীবের মোহ-বিনাশক, আপনিই বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিলভক্তের আশ্রয়, শিব বিরিঞ্চির (সদাশিবরূপ শ্রীঅদ্বৈতচার্য্য ও ব্রহ্ম-হরিদাসঠাকুরের) বন্দ্য, আপনিই সর্ব্বশরণ, নামাপরাধাদি-ভক্তার্ত্তি-হরণকারী এবং ভব-সমুদ্রের একমাত্র ভেলাস্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।।১।।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

(ভাঃ ১১।৫।৩৪)

হে মহাপুরুষ! আপনি প্রাণ অপেক্ষা দুস্ত্যজা স্বারাজ্যলক্ষ্মী (অর্থাৎ আপনার অবিচ্ছেদ্যা অভিন্ন শক্তি)—যাঁহার (কৃপাকটাক্ষ) দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই মহালক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্যরক্ষার্থ সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শন, আবার বাহিরে আচার্য্য-রূপ মর্য্যাদা বা বৈধীভক্তি-পালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী (অন্যাভিলাষী, ভোগী, ত্যাগী, কুতার্কিক পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি) সংসারাবিষ্ট জনসমূহের প্রতি মহা-করুণা-প্রদর্শনাভিলাষে, নিজচরণস্পর্শপ্রদানদ্বারা ভগবদ্ভক্তি-বিতরণার্থ (উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে কৃষ্ণ প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন; আমি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।।

শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্

(শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিতম্)

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।১।।

নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকরদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।।১।।

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি।।২।।

মুনিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমাকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোক রঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম-অক্ষরাকার (অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-রূপ) ধারণ করিয়াছ। সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা- -এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত) বিনষ্ট করিয়া থাক। অতএব হে নামধেয়! তুমি জয়যুক্ত হও।।২।।

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি।।৩।।

হে ভগবন্নাম-সূর্য্য! তোমার ঈষৎ প্রকাশও (নামাভাসও) সংসার অন্ধকার নিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞানতমঃ বিনষ্ট করে, আবার তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভক্তিবিষয়িণী দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব এই জগতে কোন্ বিদ্বান্ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সম্যগ্রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে? ৩।।

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেনতত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।।

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার [illegible]
কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফু[illegible]
ধ্বংস হইয়া যায়—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।।৪।।

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনে[illegible]
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়।।৫।।

হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসূনো! হে কমলনয়ন! হে গোপীচন্দ্র! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণত-করুণ! হে কৃষ্ণ! —ইত্যাদি বহুস্বরূপে তুমি আবিভূর্ত হইয়াছ। অতএব হে নামধেয়! তোমাতে আমার রতি প্রচুরপরিমাণে বর্দ্ধিত হউক্।।৫।।

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।

যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবেদাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি।।৬।।

হে নাম! 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভুচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু তোমার ঐ বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি, কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধ) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবামাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎপ্রেমসুখে নিমজ্জিত হন।।৬।।

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে রম্যচিদঘন-সুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ।।৭।।

হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি আশ্রিত জনগণের পীড়া (নামাপরাধ) সমূহ নাশ কর! তুমি —পরমসুন্দর চিদ্ঘনস্বরূপ এবং গোকুলবাসিগণের মূর্ত্তিমান আনন্দস্বরূপ। অতএব পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।।৭।।

নারদবীণোজ্জীবনসুধোর্ম্মিনির্য্যাস-মাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা।।৮।।
ইতি শ্রীরূপপাদকৃত-স্তবমালায়াং শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্।

হে কৃষ্ণনাম! তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবনস্বরূপ এবং মাধুর্য্যপ্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ কর।।৮।।

সমাপ্ত